ভূমিকা।

এই গ্রন্থ খানি প্রায় সাত বৎসর হইল লেখা হইয়াছে। গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে, গ্রন্থকারের নিজজন ও মর্ম্মী বন্ধুগণ উহা পাঠ করিয়া মোহিত হইলেন। কেহ কেহ এ কথাও বলিলেন যে, জগতে এরূপ গ্রন্থ দুর্ল্লভ, সুতরাং উহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা উচিত, এবং প্রকাশ করিলে জীবের মহৎ উপকার হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার তবুও ইহা প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, তাহা হয়ত সাধারণের মধ্যে ছড়ান উচিত নহে। এই গ্রন্থ লেখার কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত প্রকাশিত হইল, ও সর্ব্ব সাধারণে উহা আদর করিয়া পড়িলেন। যাঁহারা শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকালাচাঁদ-গীতার তত্ত্বগুলি দুর্বোধ্য হইবে না, ইহা বুঝিয়া গ্রন্থকার এখন এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।

কালাচাঁদ গীতার ভিত্তিভূমি এই। এই জড় জগৎ শ্রীভগবানের প্রকাশ। জড় জগৎ দেখিয়া গ্রন্থকার শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তর্ক কি বিচার নাই। গ্রন্থকার শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার সহিত জীবের, ও জীবের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাহা এই জড় জগৎকে সাক্ষী মান্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ কিরূপ চিত্তাকর্ষক, জীবের সহিত

শ্রীভগবানের, ও জীবের সহিত জীবের কিরূপ মধুর সম্বন্ধ, ইহা এই গ্রন্থে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আপনাপনি নয়নে আনন্দ জল আইসে, ও জগৎ সুখকর বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থ খানি আমার অগ্রজ মহাশয়ের। সুতরাং আমি তাঁহার সমুদায় কার্য্য প্রেম-চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমি তাঁহার গ্রন্থের নিরপেক্ষ বিচারক হইতে পারি না। তবে আমার সরল বিশ্বাস এই যে, গ্রন্থ পাঠে আমার ন্যায় অনেকে উপকার পাইতে পারেন।

গ্রন্থকার আমার অগ্রজ মহাশয় এবং তাঁহার সহিত আমার দিবানিশি বাস ; এই কারণে গ্রন্থ সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতূহল-জনক ঘটনা আমি জানি, তাহা এই উপলক্ষে আমার বলা উচিত বলিয়া বলিব। শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিতের ন্যায়, শ্রীকালাচাঁদ-গীতারও জন্মস্থান দেওঘর, বৈদ্যনাথ। একদিন গ্রন্থকার দেওঘরের কোন পাহাড়ের উপর একটী অপূর্ব্ব নীল বর্ণের বনফুল দেখিলেন, দেখিবা মাত্র চমকিত হইলেন। ভাবিলেন, যিনি ফুলটি আঁকিয়াছেন তিনি শুধু কারিগর নহেন, রসিকও বটেন, কারণ এত স্থান থাকিতে, পাহাড়ের উপর এই সুন্দর ফুলটী, যেন পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে, লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

আবার ইহা মনে করিয়া তাঁহার ক্ষোভ হইল যে, এই কারিগরী দেখিবার স্পৃহা কাহার নাই। তখনই তিনি এই দুটি চরণ কবিতা মনে মনে লিখিলেন—

এই বন ফুল, সুন্দর অতুল, থুইলেন তৃণ মাঝে।
কত লোক যায়, নাহি দেখে তায়, বিব্রত সংসার কাজে।

এই প্রথম কালাচাঁদ গীতার দুই ছত্র লেখা হইল। ইহা যে বৃহৎ গ্রন্থ আকারে লিখিত হইবে, তখন গ্রন্থকারের মনে তাহা উদয় হয় নাই। কিছু কাল পরে, সেই দেওঘরে এক দিন অতি প্রত্যূষে গ্রন্থকার দেখিলেন যে, কোন বৃক্ষের ডালে একটি পেচক তাহার প্রিয়ার সহিত, প্রীতি সম্ভাষণ করিতেছে। পেচক পক্ষীর মুখখানি হাস্য-উদ্দীপক তাহা সকলেই জানেন। আবার যেমন তার দুটি চোক, তেমনি তার ঠোঁট। পেচক প্রিয়ার সম্মুখে যাইয়া, নানা বিধ রঙ্গ করিতে লাগিলেন। সেই সুগোল যুগল মোটা মোটা চক্ষু পাকাইয়া বদন ঘুরাইতে ঘুরাইতে, তাহার ভাষায় নানা রূপ প্রিয় সম্ভাষণ করিতে গেলেন। পেচকী ইহাতে অভিমানের সহিত মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে সরিয়া বসিলেন। তখন পেচক আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আসিলেন, আসিয়া আবার ঐরূপ মুখ ঘুরাইয়া আরো যেন অধিকতর প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন পেচকী কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া ঐরূপ সুস্বরে এবং ঐরূপ ভঙ্গি করিয়া তাহার কি উত্তর দিলেন।

ইহা দেখিয়া গ্রন্থকারের প্রাচীন একটী কবিতা মনে হইল, যথা, "পেঁচা দেখে পেঁচী গড়ে।" পেঁচা পেঁচীদের ভাষা পল্লীগ্রামবাসীরা এইরূপ অনুবাদ করিয়া থাকেন। যথা, পেঁচা পেঁচীকে বলিতেছেন, "সুন্দরি! বুঝ্‌লি, বুঝ্‌লি, বুঝ্‌লি ?" আর পেঁচী উত্তর করিতেছেন, "সুন্দর! বুঝলুম, বুঝলুম বুঝলুম।" গ্রন্থকার এই সকল কথা মনে করিয়া, আর সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখনই তাঁহার মনে একটি ক্ষোভের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,

যে, তাঁহার সম্মুখের এরূপ অদ্ভুত রঙ্গটী আর কেহই দেখিল না। হঠাৎ তখনই মনে উদয় হইল, কেন? আর একজন ত তাঁহার সঙ্গে পেচক পেচকীর কাণ্ড দেখিয়া হাস্য করিতেছেন? তিনি কে? না, শ্রীভগবান! সেই মুহূর্ত্তে এই চিত্তরঞ্জক অদ্ভুত জ্ঞানটি তাঁহার স্ফুরিত হইল যে, যিনি এই পেচক পেচকীর পিরীতি-সম্ভাষণ প্রভৃতি হাস্যকর ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই অতি কৌতুকপ্রিয়, রসিক, ও মধুর প্রকৃতি হইবেন।

উপরি উক্ত বনফুল ও পেচক পেচকীর রঙ্গ লইয়া গ্রন্থকার "রসরঙ্গিণী" অর্থাৎ প্রথম সখীর কাহিনী লিখিলেন।

এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে অল্প অল্প করিয়া গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয়। তখনও গ্রন্থকার জানিতেন না যে, এ সমস্ত লেখায় একটি সামঞ্জস্য আছে, এবং ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লেখা হইতেছে। গ্রন্থকার প্রত্যহ অনেক সময় ভজনে যাপন করেন। সেই সময় কখন কখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকে না, কখন কখন অতি অল্প মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থায় কালাচাঁদ-গীতার অধিকাংশ লেখা হয়। এইরূপে তিনি অল্প অল্প লিখিতেন। কিন্তু ইহাতে যে পরস্পরে মিল ও সামঞ্জস্য আছে, আর তিনি যে এইরূপে তাঁহার এক প্রকার অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করেন নাই।

যখন গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, তখন দেখা গেল যে ইহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত একটি সুন্দর মিল রহিয়াছে, এক তত্ত্বের সহিত অন্য তত্ত্বের বিরোধ নাই, বরং তত্ত্বগুলি পরস্পরকে বরাবরই সহায়তা ও পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। গ্রন্থকার

গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানেই শ্রীভগবানকে অতি উপাদেয় করিয়া আঁকিয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে বোধ হইবে যে,—শ্রীভগবান অতি মধুর প্রকৃতি, অতি নিজজন, ভালবাসায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত, তিনি রসিক, কৌতুকপ্রিয়, ও চঞ্চল, সর্ব্বদাই নিকটে আছেন অথচ আড়ালে রহিয়াছেন, এবং একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যায়। শ্রীভগবানের এই চিত্রটি যিনি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবেন, তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূর হইবে ও তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিবেন।

তত্ত্বজ্ঞ রসিক পাঠক একটু মনোযোগ পূর্ব্বক গ্রন্থ খানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন শ্রীগীতা হইতে শ্রীভাগবতের উদয়, শ্রীভাগবত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হইতে শ্রীকালাচাঁদ গীতার উদয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের যথা সর্ব্বস্ব ধন যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তিনি বেশ বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেই খানেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা, যতদূর সাধ্য, প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থ খানির নাম যে শ্রীকালাচাঁদ গীতা হইয়াছে, ইহাও ঠিক হইয়াছে। জ্ঞান রত্নের আকর যে শ্রীগীতা, তাহার নায়ক শ্রীহরি। এই গ্রন্থের নায়ক শ্রীকালাচাঁদ, কি রসিক-শেখর, কি সজল-নয়ন, কি শ্রীকৃষ্ণ। ইহাঁরা সকলেই শ্রীহরি বটেন, তবে শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য অংশ, ও শ্রীকালাচাঁদ গীতায় তাঁহার মাধুর্য্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহরির বাহিরে ঐশ্বর্য্য, অন্তরে মাধুর্য্য, শ্রীকালাচাঁদের বাহিরে মাধুর্য্য, অন্তরে ঐশ্বর্য্য। গীতা যে পদ্ধতি ক্রমে লেখা হইয়াছে, এ গ্রন্থও সেই পদ্ধতিতে

লিখিত গীতায় তর্ক বিচার নাই, ইহাতেও তাই। গ্রন্থ পাঠে বোধ হইবে যে, গ্রন্থকার যাহা চক্ষে দেখিতেছেন, তাহাই সরল ভাবে বর্ণন করিতেছেন। আবার কাহারও তাঁহার তত্ত্বেও ভুল ধরিতে, এমন কি, তাঁহার সহিত বিচার করিতে, রুচি হইবে না। গ্রন্থ খানি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে মধুর ছবি উদয় হইবে, তাহা বৃথা তর্ক দ্বারা মলিন কি নষ্ট করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি হইবে না।

যদিও গ্রন্থ খানি অতি সহজ ভাষায় লেখা, তবুও পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত, কোন কোন চরণের টীকা দিয়াছি। কোন কোন চরণে "বলরাম দাস" ভণিতা আছে। গ্রন্থকারের গুরুদত্ত নাম "বলরাম দাস"।

শ্রীমতিলাল ঘোষ।

প্রকাশক।
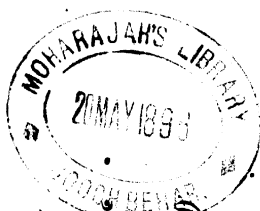
শ্রীকালাচাঁদ-গীতা।

বিরক্তি।

গহন কাননে বসিয়া রয়েছে।
তাহার রমণী তাহারে সাধিছে॥

"চল প্রাণনাথ বাড়ী ফিরে চল।
"তুমি বিনা মোর কেবা আছে বল॥

"আমারে ফেলিয়া আইলে চলিয়া।
"সকলি ভুলিলে নিদারুণ হিয়া॥

"মরিব হুতাশে পুড়িব বিরহে।
"চাহ প্রিয়া পানে ফিরে চল গৃহে॥"

ইহাতে পুরুষ ফিরিয়া বসিল।
অতি মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল॥ ১০

"গৃহে যাহ তুমি আমি না যাইব।
"বিপিনে রহিয়া সাধন করিব॥

" প্রিয়জন মুখ আর না হেরিব।
" তপ জপ করি এ দেহ পাড়িব॥"

এবার রমণী সম্মুখে আসিল।
গদগদ স্বরে কহিতে লাগিল॥

" এই দেখ শিশু আনিয়াছি কোলে।
" চাহিছে তোমারে শুন কিবা বলে॥"

শিশুর বয়স একই বৎসর।
জননীর কোলে পরম সুন্দর॥ ২০

হেন কালে মুখে " বাআ" " বাআ" বলে।
পুরুষ সে ধ্বনি শুনি চমকিলে॥

দুবাহু পসারি কোলে তারে নিল।
ঘন ঘন চুম্ব বদনেতে দিল॥

বলে, " বাপ কিবা বোলেতে ডাকিলে।
" তৃষিত হৃদয়ে সুধা ঢালি দিলে॥

" কে শিখালে তোরে এ মধুর বাণী ?
" কেন তোর বোলে টলে মোর প্রাণী ?"

তখনি হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।
মায়ের কোলেতে সন্তান রাখিল॥ ৩০

স্ত্রীর প্রতি—

বলে, " মায়াবিনী কি কাজ করিলি ?
" বেন্ধে ছিনু বাঁধ তাহে ভেঙ্গে দিলি ?

" নিদয় হও না দিও না বেদনা।
" ঘরে যাও, আর এখানে এস না॥

" করযোড় করি নিবেদি কাতরে।
" কভু উপকার করে থাকি তোরে॥

" আজি সেই ঋণ পরিশোধ কর।
" আমারে ভুলিয়া যাহ তুমি ঘর॥"

রমণী কহিলেন :—

" আমারে লইলে অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া।
" বাড়ালে পিরীতি যতন করিয়া॥ ৪০

" সন্তান হইল পরম সুন্দর।
" ত্রিজগতে তার না আছে দোসর॥

" অকূলে ফেলিয়া চলি যাহ তুমি।
" নিঠুর এখন হইলাম আমি?

" উত্তম সেবনে পালিত ও দেহ।
" আজি তুমি নাথ ধূলা পড়ি রহ॥

" বিচিত্র বসন শ্রীঅঙ্গে পরিতে।
" এবে কাঁথা গায় কৌপীন কটিতে॥

" ক্ষুধায় আহার কে তোমারে দিবে?
" পশু ভয় হতে কে তোমা রাখিবে? ৫০

" পাশরি আমারে এ সব করহ।
" আমারেই পুনঃ নিদয় বলহ ?"

পুরুষ কহিলেন :—

" সুধাংশু বদন তোমার দেখিলে।
" ভাসি সদা আমি আনন্দ হিল্লোলে॥

" নিমিষে নিমিষে হারাই তোমারে।
" কোথা গেল" " নিল" সদাই অন্তরে॥

" দু'দিন পরেতে ছাড়া ছাড়ি হবে।
" আমি কোথা রব তুমি কোথা রবে॥

" রাখি ভুজে বান্ধি হৃদয় মাঝারে।
" তবু কাল আসি লয়ে যাবে তোরে॥ ৬০

" মরিব নিশ্চিত তুমিও মরিবে।
" সে চরম কালে কেবা কোথা রবে॥

" তুমি আমি জীব ভবের মাঝারে।
" অকাজ করিনু বাঁধি পরস্পরে॥

" শুন জীব যদি তুমি মোর হবে।
" অন্য আসি কেন তোরে কাড়ি লবে ?

" যেই বাজীকর মোদের লইয়া।
" এই বাজী করে আড়ালে রহিয়া॥

তাঁহারে পুছিব নিগূঢ় ইহার ।
" কেন গড়ে, কেন ভাঙ্গে আর বার ॥ ৭০

" তার লীলাখেলা মোদের মরণ ।
" মায়াতে বান্ধিয়া করয়ে ছেদন্ ॥

" মিলন যদ্যপি মরণের পর ।
" জীবে জীবে তবে মিলিব আবার ॥

" তা যদি না হয় পিরীতি বাড়াবি ।
" বিয়োগ বিধুরা পরাণে মরিবি ॥

" ফিরে যাও ঘরে ভুলহ আমারে ।
" আমিও যতনে ভুলি যা'ব তোরে ॥"

ইহাই বলিয়া নয়ন মুদিল ।
পতিব্রতা সেথা দাঁড়ায়ে রহিল ॥ ৮০

এক দৃষ্টে হেরে পতির বদন ।
হৃদয় বিদরে না সরে বচন ॥

" প্রাণনাথ মোর নিল সাধু পথ ।
" নিজ সুখ লাগি ভাঙ্গি তাঁর ব্রত ॥

" নিদয় হইয়া ত্যজিছে না মোরে ।
" ভালবাসে বলে পরিত্যাগ করে ॥

" তপস্যা করিলে তার হবে হিত ।
" আমি বাধা দিব এ নহে উচিত ॥"

হেন কালে শিশু "বাআ" "বাআ" বলে।
ঝাঁপিল শিশুর বদন অঞ্চলে॥ ৯০

"চুপ কর বাপ বিরক্ত ক'রো না।
"ধ্যান ভঙ্গ হবে ও বলে ডেক না॥"

গলায় বসন প্রণাম করিল।
শিশু কোলে করি আশ্রমে আইল॥

পুরুষের চিন্তা—

নয়ন মুদিয়া ভাবিতে লাগিল।
কোন জনে মোরে জগতে আনিল॥

কেন বা আনিল কিবা সার্থ তার।
কি সম্বন্ধ তাঁর সহিত আমার॥

কিরূপ সে জন ভাল কিবা মন্দ।
জীব জীব সনে কিরূপ সম্বন্ধ॥" ১০০

দেখিল ভাবিয়া বৃহৎ সংসার।
আজ্ঞাবহ মত ঘূরে বার বার॥

চন্দ্র সূর্য্য মেঘ জীব বৃক্ষ লতা।
কার সাধ্য আজ্ঞা করিবে অন্যথা॥

এরূপ সংসার যে করে সৃজন।
অতীত সে জন জ্ঞান চক্ষু মন॥

পরিমাণ শূন্য এ বড় সংসার।
পরিমাণ শূন্য স্রষ্টাও তাহার॥

"আমি ক্ষুদ্র কীট তা'সহ মিলন।
কি কোন সম্বন্ধ নহে সম্ভবন॥ ১১০

গজ মক্ষিমায় প্রেম না সম্ভবে।
মক্ষিকার কেন গজ বশ হবে?

শুনিবে সে কেনে আমি যদি ডাকি?
আমি দুঃখ পাই তাহার ক্ষতি কি?"

নিরাশ হইয়া লাগিল কাঁদিতে।
ভর্ৎসয়ে তাঁহারে যত আসে চিতে॥

"কোথা স্রষ্টা মোর নিঠুর নিদয়।
"সৃজন করিয়া আমা সমুদয়॥

"মরি কিবা বাঁচি চোখে নাহি দেখ।
"মোরা কেন্দে মরি তুমি সুখে থাক॥ ১২০

"পদে পদে ভয় নিবারিতে নারি।
"ডাকিলে দর্শন না পাই তোমারি॥

"খেলা করিবারে মোদের লইয়া।
"যদি মন ছিল পুতুল গড়িয়া॥

"তবে কেন দিলে মমতা চেতন।
"দুঃখেতে কান্দিয়া গোঁয়াই জনম॥"

পুরুষের চিত অধীর হইল ।
নিরাশ সাগরে ভাসিতে লাগিল ॥

তবু তাঁর আশা ছাড়িতে না পারে ।
চিন্তা ত্যজি পুনঃ ডাকে উচ্চস্বরে ॥ ১৩০

" বাপ ! বাপ ! বাপ ! পুত্র ডাকে তোর ।
" বাপ কৃপা করি দেহ গো উত্তর ॥

" কোথা বাপ, কর সন্দেহ ভঞ্জন ।
" পরিচয় দাও ছাড় বিড়ম্বন ॥

" যদি কৃপা প্রভু না করিবে মোরে ।
" যন্ত্রণা ঘুচাও হান বজ্র শিরে ॥

" মরিতাম আমি নিশ্চয় করিয়ে ।
" শুধু বেঁচে আছি আশা পথ চেয়ে ॥

" নতুবা তোমায় কি করিলে পাই ।
" বলি দাও মোরে করিব তাহাই ॥ ১৪০

" নানা জন মোরে নানা কথা বলে ।
" বল তোমা পাব কোন পথে গেলে ?"

যে মাত্র কেন্দেছে সরল অন্তরে ।
" আছে" " আছে" আশা হৃদয়ে সঞ্চারে ॥

" আছে" " আছে" ভাব মনে সঞ্চারিল ।
কোন মতে তাহা ছাড়িতে নারিল ॥

দুগ্ধ আহরিয়া　　বর্ত্তনে করিয়া।
শিশু কোলে আগে　　আছে দাঁড়াইয়া॥ ১৫০

নয়ন মুদিয়া　　অঝোরে ঝুরিছে।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে　　রমণী দেখিছে ॥

দুগ্ধ আহরিয়া　　বৰ্ত্তনে করিয়া।
শিশু কোলে, আগে　　আছে দাঁড়াইয়া ॥　　১৫০

পতি মুখ দেখি　　হৃদয় ফাটিছে।
কোন মতে বামা　　ধৈর্য্য ধরি আছে ॥

বলে, " সাধু শুন　　বদন মেলহ।
" দুগ্ধ পান করি　　পরাণ রাখহ ॥"

সে স্বর শুনিয়া　　অন্তরে বুঝিল।
দুগ্ধ আহরিয়া　　রমণী আসিল ॥

মুখে পাত্র ধরে　　সাধু করে পান।
আঁখি নাহি মেলে　　না স্ফুরে বয়ান ॥

বামা করযোড়ে　　বলিছে বচন।
" অবশ্য তোমারে　　দিবেন দর্শন ॥　　১৬০

" আমরা দু'জনা　　তোমার আশ্রিত।
" মোদের ভুল না　　করো না বঞ্চিত ॥

" বাসনা আমার　　আর কিছু নহে।
" যেন তব পদে　　মোর চিত রহে ॥"

স্বামীর চরণে　　প্রণাম করিয়া।
দাঁড়ায়ে রহিল　　মুখ নেহারিয়া ॥

পুরুষ ভাবিছে " কি বর মাগিব।
প্রিয় জন বঞ্চি কিসে সুখী হব॥

মনেতে ধারণা করিবারে নারি।
স্ত্রী পুত্র বঞ্চিয়া সুখী হতে পারি॥ ১৭০

ঐশ্বর্য্য মাগিলে ভগবান কাছে।
তাহাতে আপদ পদে পদে আছে॥

অন্য কারু নাই হেন কোন ধন।
তাহারে ঐশ্বর্য্য বলে সব জন॥

সকলের পিতা কহিব তাঁহায়।
কারে নাহি দিয়া সুধু দাও আমায় ?

ঐশ্বর্য্যের সুখ প্রভুত্ব করিয়া।
কিম্বা আন জনে মনে দুঃখ দিয়া॥

আমি বড় হব অন্যে ছোট হবে।
নিম্নে বসি মোর চরণ সেবিবে॥ ১৮০

তাহে যেবা সুখ শীঘ্র ক্ষয় হয়।
দম্ভ অহঙ্কার আদি বেড়ে যায়॥

বড় হব, পদ দিয়া আন বুকে।
ছি ছি কাজ নাই হেন ভোগ সুখে॥

দ্বেষ হিংসা লোভ দম্ভ বাড়ি যাবে।
ক্রমে পশু মত চরিত্র হইবে॥

সাধু ভাব যত মনুষ্য হৃদয়ে।
ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে যায় ক্ষয় হয়ে॥

বড় মূর্খ যারা মাগে অষ্ট সিদ্ধি।
ক্ষমতায় কভু নহে সুখ বৃদ্ধি॥ ১৯০

যিনি মহারাজা সাধ মিটে যায়।
রাজ্যে সুখ লেশ নাহি তার ভায়॥

লক্ষপতি যিনি তিন লক্ষ আশা।
তিন লক্ষ পেলে না মিটে পিপাসা॥

ক্ষমতায় সুখ আগে কিছু হয়।
ভোগ মাত্র তাহা হয়ে যায় ক্ষয়॥

সব সাধ যেই মিটাইতে পারে।
সাধ নাহি থাকে তাহার অন্তরে॥

সাধ নাহি যার অন্তর ভিতরে।
ক্ষমতায় সুখ দিতে নারে তারে॥ ২০০

আমি এ জগতে প্রিয় পাত্র হব।
সবে ভালবাসি ভালবাসা নিব॥

মধুর বচন কহিব শুনিব।
অন্যে সুখ দিয়া তার দুঃখ নিব॥

আমার রমণী ভাবিছে অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য লইয়া ভুলি যাব তারে॥

ঐশ্বর্য্য ল’ব না মাধুর্য্য লইব।
শীতল হইব শীতল করিব ॥

রূপ রস স্বাদ আনন্দ ভুঞ্জিব।
কাহার সম্পত্তো বাধা নাহি দিব ॥ ২১০

আনন্দ ভুঞ্জিব অন্যে না বঞ্চিব।
রূপ রস স্বাদে কেবল সম্ভব ॥

যে আনন্দ বাড়ে অন্যে ভাগ দিয়া।
সে আনন্দ বর লইব মাগিয়া ॥”

আবার ঃ—

নারী কার্য্য ভাবি দ্রবিল হৃদয়।
“ বন্ধন স্থজেছে কিবা মধুময় ॥

আমি অনাহারে দুঃখ নাহি দেহে।
রমণী ব্যাকুল স্থির নহে গেহে ॥

এ মধু সম্বন্ধ স্থজিল যে জন।
নিদয় কেমনে হবে সেই জন ॥ ২২০

পুত্র জন্ম আগে স্তনে দুগ্ধ দিল।
মাতৃস্নেহ দিয়া তারে বাঁচাইল ॥

পাছে কোন মাতা স্তন নাহি দেয়।
স্থজিল উপায় দিয়ে সুখ পায় ॥

বৎস পাছে গাভী হাম্বা রবে ধায়।
যার এ কৌশল নিদয় সে নয়॥

নিঠুরের কাজ না আছে তা' নয়।
দুই গুণান্বিত সদয় নিদয়॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা যে জন সৃজেছে।
ভাদ্র অমাবস্যা সেই ত করেছে॥ ২৩০

চেতন সে জন চেতন সৃজেছে।
স্বীয় গুণ দোষ মোদের দিয়েছে॥

যাহা তার নাই কেমনে তা দিবে।
মনুষ্যে যা আছে সে জনে মিলিবে॥

এই যুক্তি ধরি জগতের নাথ।
হবেন নিশ্চয় মনুষ্যের মত॥

অমানুষ সৃষ্টি করিল যে জন।
মানুষ অধিক আছে কিছু গুণ॥

অতএব হন ভগবান যিনি।
মনুষ্য ও কিছু হইবেন তিনি॥ ২৪০

যত খানি তাঁর মনুষ্য অতীত।
ধরিতে নারিব নহে ত প্রতীত॥

মনুষ্য প্রকৃতি ব্যতীত অন্তরে।
ধরিতে মনুষ্য শকতি না ধরে॥

মানুষে যা নাই কিন্তু আছে তাঁ'তে।
কেমনে মানুষ ধরিবে তা চিতে ?

সেই টুকু তাঁর বাছিয়া লইব।
যত টুকু হৃদে, ধরিতে পারিব ॥

সব খানি নিলে জ্ঞানাতীত হয়।
জ্ঞানাতীত যাহা প্রয়োজন নাই ॥ ২৫০

অতএব :—

যিনি আমাদের ভজনীয় হন।
সমুদয় তাঁর মোদের মতন ॥

বড় ভগবান ভজিতে যাইবে।
বৃথা শ্রম হবে লাগ না পাইবে ॥

এই সূর্য্য ঘোরে মহাসূর্য্য পাশে।
চোখে নাহি দেখি জ্ঞানেতে প্রকাশে ॥

এ সূর্য্য উপেখি তার কাছে যাবে।
বৃথা শ্রম সুধু আলো নাহি পাবে ॥

যদি সূর্য্য-লোকে পার যাইবার।
তবে মহাসূর্য্যে হবে অধিকার ॥ ২৬০

আবার দেখিছি এই জগ মাঝে।
যুগ্ম রূপে জীব মাত্রেতে বিরাজে ॥

পুরুষ প্রকৃতি দেখি সব জীবে।
এই দুই ভাব ভগবানে হবে॥

ভজনীয় যদি থাকে কোন জন।
অবশ্য হইবে মনুষ্য মতন॥

তাঁর ছায়া মোরা যুগল সকল।
যাঁর ছায়া সেও হইবে যুগল॥

ওহে মাতা পিতা দেখা দাও মোরে।
সন্তান তোমার ডাকিছে কাতরে॥ ২৭০

বহুতর সাধ মন মাঝে আছে।
কোন কোন সাধ অবশ্য মিটিছে॥

পিপাসা ও জল দেখিছি একত্র।
ভালবাসা আর ভালবাসা পাত্র॥

আবার দেখিছি সাধ শত শত।
নাহি মিটে, দুঃখ দেয় অবিরত॥

তুমি কি এমন ক্ষুদ্র চেতা হবে।
সাধ দিলে, আর তাহা না মিটাবে?

বাঁচিবার সাধ মনেতে দিয়াছ।
অথচ দেখিছি মরণ সৃজেছ॥ ২৮০

অন্তরে বিশ্বাস কভু নাহি হয়।
ত্রিজগত নাথ তিনি নীচাশয়॥

যে সাধ দিয়াছ অবশ্য পূরিবে।
এখানে না হয় পরকালে হবে॥

বাঁচিবার সাধ মনেতে প্রবল।
তাহাতে বুঝিনু আছে পরকাল॥

ভগবান লাগি কান্দে মোর মন।
তাহে বুঝি তুমি আছ এক জন॥

কেহ বলে তুমি সুধু তেজোময়।
তেজ দেখিবার মোর সাধ নাই॥ ২৯০

যদি সাধ হয় চাব ভানু পানে।
সৃষ্টি তেজ যাহা না ধরে নয়নে॥

নিরাকার তুমি কেহ বলে থাকে।
নিরাকার ধরি কেমনেতে বুকে?

নিরাকার রূপে যে ভজে তোমায়।
পিরীতি না জানে তোমারে না চায়॥

তোমারে করিয়া ভালবাসা নাই।
থাকিলে সন্তুষ্ট তেজেতে কি হয়?

প্রবাসে পুরুষ পত্র লিখে গৃহে।
রমণী কি তার তৃপ্তি হয় তাহে? ৩০০

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তোমারে ভুঞ্জিব।
তবে দয়াময় তোমারে বলিব॥

বদন হেরিব বচন শুনিব।
অঙ্গ ঘ্রাণ স্পর্শ আস্বাদন লব॥

সুখের দুঃখের কাহিনী বলিব।
ভালবাসা দিব ভালবাসা লব॥

আপন ভাবিয়া নিকটে বসিব।
নিগূঢ় রহস্য সকল শুনিব॥

যাহা নাহি বুঝি জিজ্ঞাসা করিব।
কেমনে কি হয় সব জানি নিব॥ ৩১০

বড় বড় আঁক কসিতে না পারি।
বুঝিয়া লইব তন্ন তন্ন করি॥

কবিতা লিখিয়া তোমারে শুনাব।
শুদ্ধ করি দিতে মিনতি করিব॥

কিবা ইচ্ছা হয় সঙ্গীত গাইব।
কিবা তোমা গীত সুখেতে শুনিব॥

যদি ইহা হয় সার্থক জীবন।
অষ্ট সিদ্ধি আদি সুধু বিড়ম্বন॥"

ইহাই ভাবিতে হাসিয়া উঠিল।
ভাবে, "এত দিনে হইনু পাগল॥ ৩২০

এই যে বাসনা মোর মন কথা।
শুনিছ কি তুমি ওহে পিতা মাতা?

আমি তোর স্পষ্ট পাই শুনিবারে।
তুমিত বধির কভু হতে নারে॥

যাহা যাহা বলি তুমি শুন সব।
তবে উত্তর কেন নাহি দাও বাপ ?"

এমন সময় বাআ বাআ বোল।
আপন শিশুর শ্রবণে পশিল॥

রহিতে নারিল নয়ন মেলিল।
রমণীর কোলে শিশুরে দেখিল॥ ৩৩০

* * * *

হস্তেতে দুগ্ধের বর্ত্তন লইয়া।
ঝুরিছে পতির কাছে দাঁড়াইয়া॥

দুঁহার বদনে চাহিয়া রহিল।
কথা নাহি কহে আঁখি ছল ছল॥

শিশু মুখ হেরি মনেতে ভাবিছে।
"এই জীব শিশু চিত্ত আকর্ষিছে॥

প্রাণ দিতে পারি এই শিশু লাগি।
অথচ ও হতে কিছু নাহি মাগি॥

নিস্বার্থ বন্ধন যে কৈল সৃজন।
অন্তত হইবে আমার মতন॥ ৩৪০

বাবা বলে আমি　　ডাকিলে তাঁহারে।
নয়ন মেলিবে　　তুষিবে আমারে ॥

আমিত ছিলাম　　নয়ন মুদিয়া।
কথা নাহি কব　　সংকল্প করিয়া ॥

বাবা বোল বলি　　সংকল্প ভাঙ্গিল।
আনন্দ তরঙ্গে　　হিয়া উথলিল ॥

কি সাধনে আমি　　তাঁর পুত্র হব।
বাবা বলি ডাকি　　তাঁহারে চেতাবো ॥”

*　　*　　*　　*

আবার চাহিছে　　রমণীর পানে।
কনক পুতলি　　ঝুরিছে নয়নে ॥　　৩৫০

“ আমি উহা প্রতি　　নিঠুরালি কৈনু।
অকুল সাগরে　　ভাসাইয়া দিনু ॥

ত্যজিয়া উহারে　　আইলাম বনে।
ফিরিয়া যাইতে　　নারিছে ভবনে ॥

শিশু কোলে করি　　আহরণ করে।
দুগ্ধ পিয়াইয়া　　প্রাণ দেয় মোরে ॥

যে বন্ধনে আমি　　বান্ধিয়াছি ওরে।
সেইত বন্ধনে　　বান্ধিব ঈশ্বরে ॥

যেন চেতাইল বাআ বাআ বলে।
আমি চেতাইব আমার পিতারে ॥ ৩৬০

সরল হইব বদনে চাহিব।
বাআ বাআ বলে পিতারে ডাকিব ॥"

* * * *

কহিছে নারীকে "বৈসহ অগ্রেতে।"
বসিল রমণী দুগ্ধ দিল হাতে ॥

সন্তান বদনে সতৃষ্ণ চাহিছে।
ধীরে মনে মনে কত কি ভাবিছে ॥

"যদি প্রভু এস পুত্র রূপ ধরি।
তবে আমি তোমা ভজিবারে পারি ॥

কিছু না মাঙ্গিব বিরক্ত না হব।
দিবা নিশি কোলে লইয়া বেড়াব ॥ ৩৭০

আধ আধ বোল শুনিব বদনে।
সুখের সাগরে রব রাতি দিনে ॥

যদি ভগবান মোর পুত্র হত।
তাঁরে ভালবাসি সাধ না মিটিত ॥"

আবার চাহিছে রমণীর পানে।
মাধুরী খেলিছে সে চাঁদ বদনে ॥

বলে, "প্রাণপ্রিয়া তুমি কি সে জন।
যাঁরে আমি খুঁজি করিছি ভজন ?

শুন প্রিয়া তুমি ভগবান হও।
দেখ কত প্রেমে পূজিব তোমায় ॥ ৩৮০

এস ভগবান মোর নারী হয়ে।
পূজিব তোমারে প্রাণ উঘাড়িয়ে ॥"

ক্ষণিক পুরুষ নীরব রহিল।
ধীরে ধীরে পুন কহিতে লাগিল ॥

" রমণী রূপেতে না হবে ভকতি।
পুরুষ করতা অধীন প্রকৃতি ॥

শুন প্রিয়ে আমি তোর পতি হই।
আমারে পূজিতে তোর দোষ নাই ॥

আমারে পূজিয়া শিক্ষা দাও তুমি।
কেমনে তাঁহারে পূজা করি আমি ॥ ৩৯০

মোর যত দোষ সব ভুলে যাও।
মোরে প্রেম তোর সকলি জাগাও ॥

মোরে ভগবান ভাবিয়া অন্তরে।
ভক্তি ভাবে পূজা করহ আমারে ॥

গন্ধ পুষ্প আনো করি আহরণ।
পূজ মোরে, আমি করি দরশন ॥

ক্ষণেক এরূপ করহ সেবন।
সেবা শিখি তাঁরে করিব ভজন॥

তুমি যেন মোরে করেছ বন্ধন।
সেই মত বশ করিব সে জন॥” ৪০০

* * * *

আনন্দে রমণী চলিল ধাইয়া।
সেবার সামগ্রী আনে আহরিয়া॥

প্রেমের তরঙ্গে সেবিতে না পারে।
চরণ ধুইতে কাঁপে থর থরে॥

ফুকারিয়া কাঁদে পতি মুখ চেয়ে।
অটল পুরুষ দ্রবি গেল হিয়ে॥

প্রেমে গদগদ চুম্বিল নয়ন।
সুখময় দেখে এ তিন ভুবন॥

“এই ত পিরীতি মহা শক্তিধর।
ইহাতে বান্ধিব পরম ঈশ্বর॥ ৪১০

এত শক্তিধারী না দেখি জগতে।
যদি বান্ধা যায় বান্ধিব পিরীতে॥

অতএব শুন পরম-কারণ।
প্রেম ডোরে তোমা করিব বন্ধন॥

পিরীতি করিব কেমনে তোমায়।
যদি তুমি তার না কর সহায় ?

মানুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে।
মনুষ্য তোমায় হইবে হইতে॥

কিবা হও প্রভু কিবা হও পিতা।
ভাই কি ভগিনী প্রাণনাথ মাতা॥ ৪২০

কিবা বন্ধু হও দুহিতা তনয়।
কি মানুষ হ'য়ে হও হে উদয়॥

রূপে গুণে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া।
শীতল চরণে লও আকর্ষিয়া॥

তবে ত কান্দিব চরণে পড়িয়ে।
যেন নারী কান্দে পতি মুখ চেয়ে॥

চরণ ধোয়াব আঁখি বারি দিয়া।
প্রাণ জুড়াইব বচন শুনিয়া॥

তুমি নিরাকার তুমি তেজোময়।
তাহাতে আমার কিবা এসে যায়? ৪৩০

আমার উদ্দেশ্য তোমারে পাইব।
নিরাকার সনে কিরূপে মিলিব ?

যেন কলাগাছের সনে হয় বিয়া।
তেমনি পিরীতি তেজেরে বরিয়া॥

যারা প্রেম করে নিরাকার সনে।
প্রেম মুখে বলে বস্তু নাহি জানে॥

তেজোময় কেহ মনেতে স্মরিয়া।
হায় হায় করে মস্তক কুটিয়া॥

বলে এই প্রেম করিনু ঈশ্বরে।
ভালবাসা ভাণ ভয় করে তারে॥ ৪৪০

মস্তক কুটিয়া যা'কে খুসি কর।
সে ত অতি মন্দ নির্দয় নিঠুর॥

যাহারে অসুর ভাব তুমি মনে।
ভয় বিনা প্রেম করিবে কেমনে?

মুখে বল প্রেম মনে কর ভয়।
এমন প্রেমেতে মোর কায নাই॥"

বলিতে বলিতে দেখিছে স্বপন।
সুন্দর বিপিন নারী কয় জন॥

পঞ্চসখী সভা ।

ভুবন মোহিনী রূপ রস খনি
শৈশব যৌবন মেলা ।
মাধবী তলায় কুসুম শয্যায়
অচেতন নব বালা ॥
বসিয়া নিকটে করিছে বীজন
রূপবতী এক জন ।
বালার বদনে তরঙ্গ খেলিছে
করিছে তা' নিরীক্ষণ ॥
আর তিন নারী ক্রমে তথি এল
কোথা হতে নাহি জানি । ১০
দেখিছে চাহিয়া বসি চারি ভিতে
মুখে কারু নাহি বাণী ॥
রমণীর মেলা দৈবে মিলিয়াছে
কেহ কারে নাহি চিনে ।

অচেতন বালা দেখে সবে চাহি
সেবা করে এক মনে॥

নয়ন মেলিল অচেতন বালা
জনে জনে মুখ হেরে।

চিনিতে নারিয়া কহিবারে গিয়া
সলাজে কহিতে নারে॥ ২০

যত সখিগণ যুবতী রূপসী
অবলা সরলা বালা।

সুস্নিগ্ধ নয়নে পরস্পরে চাহি
সখি ভাব উপজিলা॥

পুছে এক সখি, "কেন অচেতন
কিবা নাম কোথা ঘর।

কাহার হৃদয় শীতল করহ
কোথা তব প্রাণেশ্বর?

এ ঘোর বিপিনে আইলে কেমনে
কেন হলে অচেতন। ৩০

বদন কমল প্রফুল্ল নেহারি
পেয়েছ কি প্রাণধন?"

কথা শুনি বালা লাজেতে কাতর
কথ কহে ধীরে ধীরে।

"তোরা কেগো ধনি ভুবন মোহিনী
পরিচয় দেগো মোরে॥"

কেহ ত কাহারে কভু দেখে নাই
করে মুখ নিরীক্ষণ।

এক নব বালা রঙ্গিনী সে নামে
কহে নিজ বিবরণ॥ ৪০

আগ্রহ করিয়া কাহিনী শুনিতে
বসিল সকল নারী।

মধুর হাসিয়া সখি মুখ চেয়ে
কহে বালা ধীরি ধীরি॥

——0——

প্রথম সখীর কাহিনী ।

রস রঙ্গিনী ।

রঙ্গিনীর উক্তি :—

গৃহের চৌদিকে সুন্দর বাগান
গবাক্ষ হইতে দেখি।

কভু বা বাগানে ছুটাছুটি করি
চপলিয়া টুনু পাখি ॥

দৈবে এক দিন সম্মুখে দেখিনু
ফুটেছে দোপাটি ফুল।

কলি এক তুলি চাহিয়া দেখিনু
চিত্রের নাহিত তুল ॥

দলে দলে দেখি সুন্দর এঁকেছে
মরি একি অপরূপ। ১০

দেখি যত ফুল এঁকেছে সুন্দর
দিয়াছে মধুর রূপ ॥

ধরিব সে জনে যেবা আঁকে বনে
দিবা নিশি ভাবি তাই।

জিজ্ঞাসি সবারে তার পরিচয়
যাহারে সম্মুখে পাই॥

কেহ হাসি কয়, "অবোধ বালিকা
ও সব আপনি হয়।"

আমি কহি তারে, "মন দিয়া তুমি
চিত্র রঙ্গ দেখ নাই॥ ২০

এই দেখ চেয়ে এক ফুল গাছ
একই তাহার মূল।

আপনি হইলে এক রূপই হ'ত
কেন দুই বর্ণ ফুল?

প্রতি দলে দলে কত কারিগিরি
মন দিয়া যেবা দেখে।

এ সব সৌন্দর্য্য আপনি হয়েছে
এ ভরম নাহি থাকে॥"

কেহ বলে, "বালা কে জানে কে আঁকে
জানি খুজি কিবা ফল।" ৩০

আমি ভাবি মনে পাইলে সে জনে
তা'সনে কাটাব কাল॥

কেমনে কি হয় কোথা রঙ পায়
কিরূপে কুসুমে মাথে।
কি তুলিতে আঁকে পুছিব তাঁহাকে
শুনিব তাঁহার মুখে॥

কোন এক বালা বড়ই মধুর
বলিল আমার ঠাম।
"নির্জ্জনে বসিয়া কুসুম আঁকয়ে
রসিক শেখর নাম॥" ৪০

কি মধুর নাম রসিক শেখর
কর্ণ মোর জুড়াইল।
অবোধ বালিকা কিছু নাহি বুঝি
নামে কেন সুখ দিল॥

কত তাঁর রূপ মধু রস কূপ
আপাদ মস্তক মিঠে।
তাঁহারে ভাবিতে কত ছবি চিতে
সুখের তরঙ্গ উঠে॥

বেড়াইব খুঁজে এই বন মাঝে
যেখানে তাঁহারে পাই। ৫০
আড়ালে দাঁড়ায়ে আঁকিবে দেখিব
দিবা নিশি ভাবি তাই॥

কত ফুল-দল নিহারে সরস
কত কলি ফুটিয়াছে।
মনে হয় যেন ফুলে রঙ দিয়া
এই মাত্র পলায়েছে॥
নিকটেতে আছে ইহাই ভাবিয়া
ধরিতে ছুটিয়া যাই।
নিকুঞ্জ দেখিলে চুপে দ্রুত গিয়া
উকি মারি দেখি তাই॥ ৬০
রসিক শেখর খুজিয়া বাগানে
বড়ই কাতর হনু।
দিবা নিশি হেন ভাবি আর খুঁজি
কোথাও নাহিক পেনু॥
কখন বা আসে কোন ঠাঁই বসে
কোন পথে ফিরে যায়।
প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে খুজিয়া বেড়াই
পদ-চিহ্ন নাহি পাই॥
লুকাইয়া আঁকে লুকাইয়া রাখে
পাছে কেহ দেখে ভয়। ৭০
এমন মানুষে দেখিবারে সাধ
দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়॥

প্রাসাদ উপরে গবাক্ষ খুলিয়া
ফুলের বাগানে চাই।
স্পন্দ-হীন হয়ে থাকি দাঁড়াইয়ে
যদি দেখিবারে পাই॥

নিরাশে কাতর ক্ষীণ কলেবর
ভাবিলাম মনে মন।
সমুদয় মিছা বৃথা শ্রম মোর
সুধু ঘোর বিড়ম্বন॥ ৮০

ভাবিতে ভাবিতে পরাণ দ্রবিল
নয়নে বহিল বারি॥
ছায়া মত দেখি বাগানে বসিয়া
রসিক শেখর হরি॥

* * * *

দ্রুত ধেয়ে যাই পাঁজর বাজয়
শুনিয়া লুকাল বনে।
কত বা খুজিনু উদ্দেশ না পানু
ফিরিলাম দুঃখ মনে॥

জাগি কি স্বপনে কি দেখিনু বনে
সত্য কি দেখিনু তাঁরে। ৯০

ভাবি ভাবি কিবা পাগল হইনু
মায়ায় বঞ্চিল মোরে॥

আশা নাহি যায় খুঁজিয়া বেড়াই
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে থাকি।

রসিক শেখর গুণের সাগর
বলিয়া কান্দিয়া ডাকি॥

কি জানি কেমনে এত পরিশ্রমে
নাহি বোধ হয় ক্লান্তি।

বরঞ্চ খুঁজিতে সুখ পাই চিতে
মনে যেন কত শান্তি॥ ১০০

বহু দিন পরে দেখি বন মাঝে
বিরলে বসি কি করে।

কহে বলরাম চুপে চুপে যাবে
তবে সে ধরিবে তাঁরে॥

* * * *

যাই ধীরি ধীরি পদাঙ্গুলে দিয়া ভর।
পাঁজর খুলিয়া চলি সভয় অন্তর॥

পথে পাছে ধরা পড়ি ইতি উতি চাই।
বন্ধু জনে ধরে পাছে লুকাইয়া যাই॥

গোপনীয় পথে চলি আড়ালে আড়ালে।
ক্রমে ক্রমে দাঁড়ালাম্ কামিনীর তলে॥ ১১০

বুঝিনু রসিকবর কুঞ্জের ও ধারে।
কি করিব কি কহিব চিন্তিনু অন্তরে॥

চুপে চুপে গেনু দেখি বৃক্ষ হেলা দিয়ে।
বসিয়া আছেন কেহ ভয়ঙ্কর হয়ে॥

* * * *

দেখিয়া তাঁহারে প্রাণ উড়ে ডরে
দাঁড়ানু স্তবধ হয়ে।

প্রকাণ্ড আকার অতি ভয়ঙ্কর
থর থর কাঁপি ভয়ে॥

বুঝিনু তখনি যিনি হন ইনি
আমাদের জাতি নয়। ১২০

ইঁহার সহিতে নারিব মিলিতে
স্বতন্ত্র এ বস্তু হয়॥

ভীষণ লোচন বিকট দশন
খাঁড়া রহিয়াছে পাশে।

সে রূপ দেখিয়া দ্রুত পলাইয়া
ফিরিয়া আইনু ত্রাসে॥

গৃহেতে ফিরিয়া নিরাশ হইয়া
পড়িয়া রহিনু ধরা।
"এই কি আমার রসিক শেখর
"দেখি ভয়ে প্রাণহারা? ১৩০
"রসিক শেখরে কায নাই মোরে
"কায নাহি বাঁচি প্রাণে।
"জলে ঝাঁপ দিব পরাণ ত্যজিব
দৃঢ় করিলাম মনে॥"
এমন সময় দেখিলাম চাহি
প্রজাপতি উড়ি এল।
যেন তায় আঁকি সুন্দর করিয়া
এই মাত্র ছাড়ি দিল॥
সুন্দর এঁকেছে কি রঙ দিয়েছে
মুগধ হইয়া চাই। ১৪০
সে চিত্র দেখিয়া উঠিনু কান্দিয়া
বলিয়া রসিক রায়॥
অন্তরে ভাবিনু প্রকাণ্ড সে তনু
দীঘল অঙ্গুলি গুলি।
এ সূক্ষ্ম আঁকিবে কেমনে ধরিবে
এই রূপ সূক্ষ্ম তুলি॥

ভ্রম কি হইল কেহ কি বঞ্চিল
আগে লব এ সন্ধান।
এখন আমার ভয় কিবা আর
পুছি যাই তার স্থান ॥ ১৫০

নিকটেতে যাব কোন্দল করিব
মারিবারে যদি আসে।
বলিব তাহারে, "বালিকারে মেরে
জগ ভরিবে তু যশে ॥

মরিব বলিয়া এসেছি নিকটে
গলা চেপে মোরে মার।
বাঁচিয়া কি ফল অসুর হইল
আমার রসিকবর ॥"

মনে দৃঢ় করি চলিলাম ধীরি
দাঁড়াইনু লুকাইয়া। ১৬০
না দেখিল মোরে আমি দেখি তাঁরে
তাঁর ভাব ঠাহরিয়া ॥

হেনই সময় চারি দিকে চায়
কা'কে নাহি কাছে দেখি।
ক্রমে উন্মোচন অঙ্গের সাজন
করিতে লাগিল সখি ॥

এক মনে আঁকে, ইহা আমি দেখে,
পশ্চাতে দাঁড়াইনু গিয়া। ১৭৪

দেখি স্তব্ধ হয়ে মুখোস পরিয়ে
হইয়াছে ভয়ঙ্কর।
বড় বড় হাত বড় বড় দাঁত
কিছুই নহেক তাঁর॥ ১৭০

সকলি ফেলিল মানুষ হইল
তবে সূক্ষ্ম তুলি লয়ে।
এক মনে আঁকে ইহা আমি দেখে
পশ্চাতে দাঁড়ানু গিয়ে॥

* * * *

সেটি বন ফুল সুন্দর অতুল
রাখিলেন তৃণ মাঝে।
কত লোক যায় নাহি দেখে তায়
বিব্রত সংসার কাযে॥
আপনি আঁকিয়া দেখিছে বসিয়া
নয়নে বহিছে ধারা। ১৮০
আমি দাঁড়াইয়া সেও জ্ঞান নাই
আনন্দে আপন-হারা॥
তুলিতে সুগন্ধ যতনে মাখিয়া
ফুলেতে দিতেছে ছিটে।

কুসুম আঁকিছে সুখেতে হাসিছে
ক্ষণে শিহরিয়া উঠে॥

সামুক লইয়া আঁকিতে লাগিল
হঠাৎ দেখিল মোরে।

তরস্ত হইয়া সাগরে ফেলিল
অবনত মুখ করে॥ ১৯০

অতি লজ্জা পায় মুখ না উঠায়
আমি পা'নু লজ্জা অতি।

নমিত বদনে রনু দাঁড়াইয়া
আত্ম-হারা শূন্য-মতি॥

* * * *

কাঁপি থর থর বুক দুর দুর
মুখে নাহি কথা সরে।

লজ্জা ও আতঙ্ক আশা ও আনন্দ
হৃদয়েতে খেলা করে॥

আমার অবস্থা দেখিয়া তখন
বুঝি দয়া হ'ল মোরে। ২০০

ঈষৎ চাহিল ইঙ্গিতে ডাকিল
কাছে গেনু ধীরে ধীরে॥

কিছু না কহিল আমি হেট মুখে
দাঁড়াইনু স্তবধ হয়ে।
ক্ষণেক রহিয়া কহে ধীরে ধীরে
"আগমন কি লাগিয়ে?"
কিবা কণ্ঠ স্বর অমৃতের ধার
মোহ পাইলাম সখী।
মুখ হেট করে কথা নাহি স্ফুরে
নীরবে দাঁড়ায়ে থাকি॥ ২১০
মধুর বচন সঙ্গীতের মত
শুনিয়া আশ্বাস পানু।
সাহস বাঁধিয়া লজ্জা তেয়াগিয়া
ধীরে ধীরে তাঁরে কনু॥
"মুখস পরিয়া আছিলে বসিয়া
"ভয়ে না আসিতে পারি।
"কত বা ভেবেছি কত বা কেঁদেছি
"আসি যাই ফিরি ফিরি॥"
কহিবারে গেল কিন্তু না কহিল
কেবা জানে তাঁর মন। ২২০
ক্ষণেক রহিল আবার পুছিল
"কি লাগিয়া আগমন?"

আমি—

চিত্র চারি দিকে জ্ঞান-হারা দেখে
আত্ম জিজ্ঞাসার তরে।

কেন 'বা আঁকিছ লুকায়ে রাখিছ
কিবা সুখ চিত্র করে॥

কেহ যদি দেখে দেখি না ভুলিবে
পণ্ডশ্রম মাত্র সার।

যার লাগি আঁক সেত নাহি দেখে
কি লাগি এ শ্রম ভার॥ ২৩৩

রসিক শেখর—

অবনত মুখে ক্ষণেক রহিল।
ঈষৎ হাসিল কহিতে লাগিল॥

" লোকে হবে খুসি মোর চিত্র দেখি।
" মোরে প্রশংসিবে এই লাগি আঁকি॥"

আমি—

" তা যদি হইবে সুচিত্র আঁকিয়া।
" সাগরেতে রাখ কেন লুকাইয়া ?"

রসিক শেখর—

পুনঃ অবনত বদনে সে রহে।
ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে কহে॥

"যেবা সুখ পায় মোর চিত্র দেখি।
খুঁজিয়া লইবে যথা আমি রাখি॥ ১৪০

ছবি নহে ভাল তাইবা লুকাই।
লুকায়ে উহার গৌরব বাড়াই॥

যেবা চিত্রকর করিবে স্বীকার।
চিত্র করা মত সুখ নাহি আর॥

চিত্র করি আমি বড় সুখ পাই।
আঁকিয়া আঁকিয়া এ কাল কাটাই॥

তুমি নব-বালা আনন্দ পাইলা।
শ্রম যে আমার সফল করিলা॥"

* * * *

বলিতে বলিতে হলো অদর্শন
যেন ছায়া মিলাইল। ১৫০

ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে নারিনু
কেন অকস্মাৎ গেল॥

কেমন মানুষ কিছু না বুঝিনু
ভোর হয়ে আমি ছিনু।

চেতন না ছিল তাই পলাইল
কিবা স্বপন দেখিনু॥

* * * *

আবার খুঁজিতে পাইয়া দেখিতে
আইলাম তাঁর স্থানে।

নিভৃত নিকুঞ্জে আসনে সে বসি
বসিনু তাহার বামে॥ ২৬০

বিভোর হইয়া হাতে তুলি লয়ে
আঁকেন রসিক-বর।

নিস্পন্দ রহিয়া দেখি আড় চোখে
পাছে হাত কাঁপে তাঁর॥

চিত্র সারা হ'ল সম্মুখে রাখিল
দেখি অতি সূক্ষ্ম কাজ।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতম কিছু নাহি দেখি
তবে চক্ষে দিনু কাচ॥

কাচ চোখে দিয়া মক্ষিকার শিরে
দেখি অতি সূক্ষ্ম চিত্র। ২৭০

কিবা কারিগরি যাই বলিহারি
সুখে পুলকিত গাত্র॥

এক বিন্দু জল নয়নে আইল
মুখ হেট করি রনু।

কচু পাতা এক তখনি এঁকেছে
হাতে করি তুলি লনু॥

পাতা মাঝে যেন চন্দনের ফোঁটা
তুলিতে দিয়াছে ছিটে।
পুখুরে যাইয়া কত বা ধুইনু
কিছুতে না দাগ উঠে॥ ১৮০

মুখ পানে তাঁর চাহিয়া রহিনু
কহিলাম মৃদু স্বরে।
"তোমারে দেখিয়া নাহি জানি কেন
কান্দিবার ইচ্ছা করে॥"

ইহাতে রসিক হইয়া লজ্জিত
চাহিল আমার পানে।
মুখ চেয়ে দেখি ছল ছল আঁখি
কে জানে কি তাঁর মনে॥

নয়নে নয়ন হইল মিলন
মুখ অবনত করে। ১৯০
বুঝিতে নারিনু মাথা হেট করি
কি কহিল ধীরে ধীরে॥

* * * *

দেখিতে দেখিতে ময়ূর আইল
নাচে পুচ্ছ প্রসারিয়া।

ময়ূরের নৃত্য হাতে তালি দিয়া
দেখিছে মগন হৈয়া॥

কম্বু ধীরে ধীরে, "লোকে কহে মোরে
এ সব আপনি হয়।"

আমারে চাহিল যেন ব্যঙ্গ কৈল
মুখে কথা নাহি কয়॥ ২০০

এমন সময় ক্ষুদ্র এক পাখী
গায় আম্র ডালে বসি।

শ্রবণ পাতিয়া মধু গীত শুনে
সুখে মুখে মধু হাসি॥

তখন—

ডাকিল গর্দ্দভ পাখী উড়ে গেল
আমারে শুনায়ে কয়॥

"এ জগত মাঝে বিপরীত বিনা
কভু রস নাহি হয়॥

অমাবস্যা বিনা জ্যোৎস্না সম্ভোগ
কেহ না করিতে পারে। ২১০

জ্যোৎস্না ভুঞ্জাতে অমাবস্যা হৈল
লোকে তা বুঝিতে নারে॥

নিতি পূর্ণচন্দ্র যদি দেখে লোক
চাঁদে না দিবে আনন্দ।
নিগূঢ় রহস্য লোকে না বুঝিয়া
ভবে দেখে নানা মন্দ॥”
তাহারে পুছিনু “গর্দ্দভের ডাকে
এতে কিবা কারিগরি॥”
“সুন্দর কুৎসিৎ সমান কৌশল”
কহে মোরে ধীরি ধীরি॥ ২২০

* * * *

কপোত কপোতী করিতে পিরীতি
আগে আসি দাঁড়াইলে।
আমারে চাহিল ঈষৎ হাসিল
রঙ্গ দেখে কুতূহলে॥
গলা ফুলাইয়া কপোতীর আগে
‘বকম’ করিয়া যায়।
সে রঙ্গ দেখিয়া বদন ঝাঁপিয়া
হাসি মোর পানে চায়॥
দুইটি বিড়াল যুদ্ধ করিবারে
আসিয়া দাঁড়ালো আগে। ২৩০

বিপরীত দিকে রহে তাকাইয়া
বিকট গর্জ্জন রাগে॥

সে ভাব দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া
হাসিয়া পড়িল ধরা।

আমিও তা সনে লাগিনু হাসিতে
আনন্দে নয়ন ধারা॥

এ সব নেহারি হাসিয়া হাসিয়া
বড়ই চপল হলো।

তাঁহায় আমায় বাধ বাধ ভাব
ক্রমে দূর হয়ে গেল॥ ২৪০

"রস আস্বাদিতে সাধ তব চিত্তে
এসো বেড়াইব বনে।"

রসিক শেখর চলিল উঠিয়া
আমি যাই তার সনে॥

সেই পথ দিয়া যায় কোন জন
রসিক চলিল পাছে।

চুপে চুপে যেয়ে হুঙ্কার করিল
হটাৎ তাহার পাছে॥

ভয় পেয়ে সেই যায় পলাইয়া
গালি পাড়ে বিধাতারে। ২৫০

আমারে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া
ভয় দেয় আরো তারে॥

* * * *

আর এক জনে বড় ভয় দিল
সে ত না পলায়ে যায়।

ভয় না পাইয়া ফিরে দাঁড়াইল
হাসিয়া চাহিয়া রয়॥

ইহাতে রসিক হ'য়ে অপ্রতিভ
আইল আমার কাছে।

আমি কহিলাম, "যেমন চতুর
তারি মত হইয়াছে॥" ২৬০

রসিক কহিল, "ভয় দিয়া হেন
গালি খাই হাসি তবু।

কভু ভয় দিলে ভয় নাহি পায়
সে মোরে হাসয়ে কভু॥

প্রায় দেখি লোকে ছুটে ভয় পেয়ে
পশ্চাতে নাহিক হেরে।

ফিরিয়া যে দেখে হাতে চিত্র তুলি
সে ত ভয় নাহি করে॥

তাহার নিকটে হারি মানি আমি
লজ্জা পেয়ে ফিরে আসি। ২৭০

এই কুঞ্জবনে এই রঙ্গ করি
বঞ্চি আমি দিবানিশি॥

* * * *

ঐ দেখ চেয়ে ধূলায় পড়িয়ে
কান্দে কোন জন দুঃখে।
কি লাগি কান্দিছে চল যাই কাছে
শুনি তার নিজ মুখে॥"
দুই জনে যাই বলিনু তাহায়
"এই সুখ বৃন্দাবনে।
সকলেই সুখী তুমি সুধু দুঃখী
কি দুঃখ তোমার মনে?" ২৮০
কাতর বদনে চাহি মোর পানে
বলে, "কিবা সুখ হেথা।
কখন জীবের সুখ হতে নারে
মাংস মদ নাই যথা॥"

আমি—

"ঐ দেখ চেয়ে মন্দ বায়ু বহে
সুগন্ধ মাখিয়া অঙ্গে।
শান্ত শুদ্ধ স্থান সুখে করে গান
শুক সারী পিক ভৃঙ্গে॥"

হাসিয়া সে কহে ইথে সুখ হয়ে
এ সব কবির বাণী। ২৯০

মাংস মদ্য বিনা সুখ কিছু আছে
ইহা আমি নাহি মানি॥

যদি উপকার করিবে আমার
লহ মোরে সেই স্থান।

যাইলে যে স্থলে মদ্য মাংস মিলে
খাই পিই রাখি প্রাণ॥"

* * * *

রসিক কহিল চাহি মোর পানে।
"যার যেবা রুচি পায় সেই স্থানে॥

কেহ হেথা আসি যাইতে না চায়।
সে জন অবশ্য হেথা রহি যায়॥ ৩০০

ভাল নাহি লাগে এই স্থানে এসে।
সে ত যায় ফিরে পুনরায় দেশে॥

আসিতে যাইতে শোধন হৃদয়।
পুনঃ ফিরে যেতে ইচ্ছা নাহি হয়॥"

* * * *

বলে, "হেথা রহ এখনি আসিব"
বলি কোথা গেল চলি।

সম্মুখেতে দেখি নানা খেলা করে
কাঠের পুতুল গুলি॥

পুতুলে পুতুলে করে আলিঙ্গন
কখন কলহ করে। ৩১০

কেহ ধূলা লয়ে রাখে যত্ন করে
কেহ মুক্তা ফেলে দূরে॥

অনর্থক কেহ কান্দিয়া ভাসায়
কেহ সুখী কাজে মিছা।

কেহ নিজ করে গরল খাইয়া
অন্যে দোষ দেয় পিছা॥

বাজারে বসিয়া করে বিকি কিনি
যেন কত ব্যস্ত সবে।

সন্ধ্যা হইতেছে সেও জ্ঞান নাই
বাড়ী পরে যেতে হবে॥ ৩২০

কোন সাধু বসি ক্রোড়ে "কথা" লই
খায় দন্ত কড় মড়ি।

অন্নভোজী পানে উঠায়ে উদ্গার
চাহে অতি ঘৃণা করি॥

কেহ আপনার প্রতিমা গড়িয়া
ভক্তি-ভরে পূজে তায়।

প্রতিষ্ঠার হোমে আগুন জ্বালিয়া
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়॥

কেহ নিজ কাজ করিয়া সাধন
আনেরে বেতন চায়। ৩৩০
কেহ আনে স্কন্ধে চড়িয়া যাইতে
ভূমেতে পড়িয়া যায়॥
এক অন্ধ আনে পথ দেখাইয়া
লয়ে দুহে গর্ত্তে পড়ে।
কেহ খঞ্জ হয়ে গিরি লঙ্ঘিবারে
আনে লয় নিজ ঘাড়ে॥
কেহ বোঝা লয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া
মাঝ গাঙ্গে ডুবি মরে।
কেহ বোঝা লয়ে নৌকায় চড়িয়া
অনায়াসে যায় পারে॥ ৩৪০
কেহ উড়িবারে দেহ শীর্ণ করে
তবু ত উড়িতে নারে।
কেহ ভার লয়ে পুষ্প-রথে চড়ি
অনায়াসে যায় উড়ে॥
পুতুলে পুতুলে সে রঙ্গ দেখিয়া
হাসিয়া হাসিয়া মরি।
এ রঙ্গ দেখিলে কতই হাসিত
রসিক শেখর হরি॥

কোথায় লুকাল কোন কাজে গেল
এখন না ফিরে কেনে। ৩৫০

খুঁজিতে খুঁজিতে পাইনু দেখিতে
লুকায়ে নিকুঞ্জ বনে॥

অতি সঙ্গোপনে শুতাতে পুতুল
বাঁধি লুকাইয়া বসে।

পুতুল নাচায় যথা ইচ্ছা হয়
সেই রঙ্গ দেখি হাসে॥

দেখিয়া তখন বড় হাসি পেল
রসিক দেখিল মোরে।

সরম পাইয়া ঈষৎ হাসিয়া
কাছে এল ধীরে ধীরে॥ ৩৬০

হাসিয়া কহিনু, "এত ভাল নয়
লুকায়ে ভুলাও লোকে।"

কহিল হাসিয়া "বাহিরে আইলে
খেলা কি হইয়া থাকে?"

রঙ্গিণী—

"চক্ষে নাহি নিদ ক্লান্তি নাহি দেহে
চরকি তোমারে হারে।

ঘাটে কিবা মাঠে ভূমে কি আকাশে
তোমা পাই দেখিবারে॥
ঘুমাইয়া থাকি প্রাতে উঠি দেখি
সারা নিশি জাগিয়াছ। ৩৭০
আগানে বাগানে অগম্য ত নাই
সব স্থানে বেড়ায়েছ॥
সদা ঘুরিতেছ কেহ নাহি দেখে
এ বড় আশ্চর্য্য কথা।
স্থির ক্ষণ রহ বিশ্রাম করহ
তু বড় চঞ্চল চেতা॥"
হাসিয়া কহিল, "বৃহৎ সংসার
আমার স্কন্ধেতে বই।
আরাম করিব মনে ইচ্ছা করি
করিবারে পারি কই॥" ৩৮০
বলিতে বলিতে না পাই দেখিতে
কোথা অদর্শন হলো।
সত্য না স্বপন করিনু দর্শন
কেমনে বলিব বল॥
দেখিব শুনিব রহস্য বুঝিব
থাকিব তাহার পাশ।

খুঁজিয়া বিপিনে উদ্দেশ না পেয়ে
দুঃখে বহে ঘন শ্বাস॥
খুঁজিতে খুঁজিতে পাইনু দেখিতে
ভারি সভা হইয়াছে। ৩৯০

মৌলবী যতেক আ-নাভি-লম্বিত
দাড়ি-ধারী বসিয়াছে॥
মাথে বাঁধা পাক আলবোলা আগে
আমীর সে মাঝে বসি।

এক হাত দাড়ি অতীব গম্ভীর
আরবী কহে হাসি হাসি॥
সকলি তাহারে ভকতি করিছে
মুখ তার চাহি দেখি।

চেন চেন করি চিনিতে না পারি
দাড়ি পেছে মুখ ঢাকি॥ ৪০০

এমন সময় হটাৎ সে জন
চাহিল আমার দিঠে।
নয়ন মিলিল অমনি চিনিনু
আমার রসিক বটে॥

সে বেশ দেখিয়া বড় হাসি পেল
আঁচল ঝাঁপিনু মুখে।

লজ্জা পেয়ে যেন আঁখি ঠারি বলে
"প্রকাশ কর না কা'কে॥"

একটু পরেতে সে স্থান ত্যজিয়া
আইল আমার সনে। ৪১১

হাসিতে হাসিতে চলি যাই পথে
সে চলে লজ্জিত মনে॥

আমি—

"ছুঁও না আমারে পেঁয়াজ রসুন
গন্ধ কয় গায়ে তব।

এত দিনে সখা জাতিটি খোয়ালে
সমন্বয় করাইব॥"

রসিক—

"লুকায়ে সবারে গিয়াছিনু আমি
বাহির করিলে তুমি।

চির দিন হেন যে খুঁজে আমাকে
তারে ধরা দিই আমি॥ ৪২০

আড়ালে আড়ালে সদাই বেড়াই
ঠাউরিয়া যেবা দেখে।

অল্প ধৈর্য্য ধরে পাছে পাছে ফিরে
সে ধরিতে পারে মোকে॥

উহারা আমাকে ভকতি করিয়া
মুখেতে দিয়াছে দাড়ি।
ওই রূপে ওরা পায় সুখ মনে
তেঁই ওই রূপ ধরি॥

তুমি যাহা চাও বেশ ফিরাইব
ঘুচাব পিঁয়াজ গন্ধ। ৪৩০
তোমার নয়নে সদাই মিলিব
রসিক নয়নানন্দ॥"

* * * *

আর দিন আসি তাঁর পাশে বসি
চাহিনু বদন পানে।
সুধীর গম্ভীর যেন আনমনা
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিছে মনে॥

গম্ভীর হইয়া কহিল চাহিয়া
"চঞ্চল না হবি মনে।
যা কিছু দেখিবি সুস্থির রহিবি
পাষাণ বান্ধিয়া প্রাণে॥" ৪৪০

দেখি মুখ চাই পূর্ব্ব ভাব নাই
অটল গম্ভীর যেন।
চপল রসিক কেন হেন হ'ল
চিন্তাকুল মোর মন॥

রসিকেরে সদা চপল দেখিয়া
শ্রদ্ধা ত্রুটি হয়েছিল।

সে দিন দেখিয়া সে ভাব ঘুচিয়া
ভয়ঙ্কর বোধ হ'ল॥

তখন—

নবীনা যুবতী সম্মুখে দেখিনু
কাঁদে মৃত পতি লয়ে। ৪৫০

নূতন যৌবন যেমন মদন
নিজ কোলে শোয়াইয়ে॥

সুবেশ করেছে বেণীটি বেন্ধেছে
প্রাণেশেরে সুখ দিতে।

প্রাণপতি তার পরাণে মরেছে
রজনীতে সর্পাঘাতে॥

যুবতী—

"আছিনু দু' জনা কৈলি একাকিনী
কি সুখ পাইলি বিধি।

ভয়েতে চন্দন মাখাইতে নারি
ধূলায় সে গুণনিধি॥" ৪৬০

ইহাই বলিয়া দেহ এলাইয়া
ঘন চুম্বে মৃত্ত মুখ।
সব ত্রিজগত হইল স্তম্ভিত
দেখিয়া অবলা দুঃখ॥

* * * *

তখন আমি—

রুষিয়া কহিনু রসিকের প্রতি।
" বল দেখি শুনি কি তোমার রীতি॥

পরম আনন্দে বসি চিত্র আঁক।
জীবে দুঃখ পায় চোখেতে না দেখ॥

রসিক শেখর নামটি লয়েছ।
নিঠুরের কাজ সদাই করিছ॥ ৪৭০

যেই হাতে তুমি আঁকিতেছ ফুল।
সে হাতে অবলা বুকে মার শূল॥

ছি ছি মেনে তব চরিত্র দেখিলে।
দুঃখ পায় সবে ভয়ে নাহি বলে॥

তোমার সঙ্গেতে নাহি প্রয়োজন।
এ হতে করিব আকাশ ভজন॥"

বলিয়া চাহিনু মুখ পানে তাঁর।
দেখি দুঃখে মুখ হয়েছে আন্ধার॥

দেখি দুঃখ তাঁর লজ্জিত হইনু।
কেন তাঁর দুঃখ বুঝিতে নারিনু ॥ ৪৮০

অবাক হইয়া রহিনু চাহিয়া।
মুখ দেখি তাঁর বিদরিল হিয়া ॥

* * * *

রসিক—

ক্ষণেক এরূপে চুপ করি রহে।
মুখ উঠাইয়া ধীরে ধীরে কহে ॥

" অটল রহিবে সম্মত হইলে।
কিছু না দেখিতে টলিয়া পড়িলে ?

নিতান্ত বালিকা জ্ঞান তোর অল্প।
জানিতে চাহিছ আমার সঙ্কল্প ?

জন্মিবা মাত্রেই জানিবে সকল।
যবে বড় হবে কি জানিবে বল ? ৪৯০

মোর কথা যদি বালিকা জানিবে।
তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ রবে ?

চিরকাল হেন জানিতে হইবে।
এ সন্দেহ যাবে নূতন আসিবে ॥

যত জীব আশা সব পূর্ণ হবে।
আশা সঙ্গে আশা- পূর্ণ বস্তু পাবে ॥

ক্ষুধা যেন দিনু তেমনি আহার।
সাধ দিনু তার দিনু প্রতিকার॥

জীব মনে সাধ চির বাঁচি রবে।
সেই সাধ সাক্ষী জীব না মরিবে॥ ৫০০

প্রীতি ডোরে জীব করেছি বন্ধন।
সেই প্রীতি সাক্ষী জীবের মিলন॥

জীব মন সাধ করিলে বিচার।
জীব পরিণাম হইবে গোচর॥"

রঙ্গিনী—

" আজ সে বলিব মোর মনোকথা।
তোমার নিন্দায় পাই মনে ব্যথা॥

কত বাধা পাই কিছু না মানিনু।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তোমারে ধরিনু॥

ভাবিয়া দেখিতে গূঢ় তব রঙ্গ।
অন্তরে বিভোর পুলকিত অঙ্গ॥ ৫১০

তোমা গুণ গাই সাধ না মিটয়ে।
তবে সাধ মিটে যদি সবে গায়ে॥

কেহ নাহি মানে কেহ বা জানে না।
জানিয়াও কেহ তোমারে খোঁজে না॥

নিশ্চিন্ত তাহারা সকলেতে রহে।
মোরা দুঃখ পাই তোমার হইয়ে॥

কেহ তুহা গলে মুণ্ডমালা দিল।
তুলিটি কাড়িয়া হাতে দিল শূল॥

ভয়েতে তোমার সাক্ষাতে না পারে।
অপবাদ করে প্রকার অন্তরে॥ ৫২০

আমরা সকলে তব জন হই।
তোমার হইয়া কেমনে তা সই॥

জগতে তোমার দেহ পরিচয়।
নতুবা সাক্ষাতে মরিব নিশ্চয়॥

সবারি ভরণ সবারি পোষণ।
তুমি যদি মার রাখে কোন জন॥

তুমি না বুঝালে আর কে বুঝাবে।
কত দিন আর লুকাইয়া রবে॥"

তোমারি সংসার গেল ছারখার।
বলরাম তোমা কহি অবসার॥ ৫৩০

* * * *

রসিক—

"চিরদিন ইহা প্রতিজ্ঞা আমার।
চাহিলে বাসনা পূরাই তাহার॥

বাহিরে বাসনা অন্তরেতে নাই।
প্রকৃত চাহে না তাই নাহি পায়॥

নিগূঢ় জানিতে বাসনা হয়েছে ।
যত দূর বুঝ কব তব কাছে ॥

এই জগ মাঝে মন্দ কিছু নয় ।
অবস্থানুসারে ভাল মন্দ হয় ॥

চূণে মুখ দহে পান সঙ্গে নয় ।
চূর্ণে মন্দ বলা উচিত না হয় ॥ ৫৪০

জিহ্বায় লবন দিলে দুঃখ হয় ।
তাই বলে কভু উহা মন্দ নয় ॥

আতরের স্থান নাসিকা যে হয় ।
নয়নেতে দিলে দুঃখের উদয় ॥

যে অগ্নির তাপে সুখ বোধ হয় ।
পরিমাণ দোষে অঙ্গ পুড়ে যায় ॥

স্থান পরিমাণ হইলে বিকৃতি ।
তাহাতে জগতে দুঃখের উৎপত্তি ॥

পরিমাণ আর স্থান ঠিক যদি ।
তা হলে জগতে সুখ নিরবধি ॥ ৫৫০

পিঞ্জরে না রাখি দিনু স্বাধীনতা ।
জীবে যত খানি ধরিতে ক্ষমতা ॥

পেয়ে স্বাধীনতা স্থান ভ্রষ্ট করে ।
স্থান ভ্রষ্ট করি দুঃখ আনে শিরে ॥

কিম্বা পরিমাণ করয়ে বিভ্রাট।
নিজ দোষে খুলে দুঃখের কপাট॥

পিঞ্জরে রাখিলে এ দুঃখ পেত না।
কিন্তু পরিণতি তাহাতে হত না॥

জীবের যদ্যপি না হত বর্দ্ধন।
সমান হইত মরণ বাঁচন॥ ৫৫০

এই স্বাধীনতা নাই পশুগণে।
বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ নাই সে কারণে॥

স্বাধীনতা পেয়ে করে অপচয়।
তবু পরিণামে তার ভাল হয়॥

আপন ইচ্ছায় আনে নিজ দুঃখ।
তাহে সৃষ্টি হয় নব নব সুখ॥

অত্যাচার করি দেহে আনে জ্বর।
পরিণামে হয় সুস্থ কলেবর॥

অতি দুঃখে আনে মৃত্যু নিজ শিরে।
দিব্য লোকে যায় উত্তম শরীরে॥ ৫৭০

ক্রন্দনেতে হাসি হাসিতে ক্রন্দন।
এইত নিয়মে সংসার সৃজন॥

নয়নেতে জল যেই হেতু হয়।
তার পরিণাম সুখের উদয়॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ কান্দিয়া দেখিবে
যে টুকু কান্দিবে সে টুকু হাসিবে ॥

দুঃখ পায় সবে দুঃখ দেখি ভবে।
দুঃখ সুখ-বীজ ভাবিয়া দেখিবে ॥

দুঃখ বীজ হতে সুখ অভ্যুদয়।
দুঃখে আর সুখে জীব বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৮০

পতিহীনা নারী কান্দিল সম্মুখে।
হাহাকার রবে কান্দিলে তা দেখে ॥

যত খানি দুঃখ পাইল দুঃখিনী।
পরিমাণ করি সুধিব আপনি ॥

যত কাঙ্গালিনী মোর মহাজন।
সুদের সহিত ঋণ প্রত্যর্পণ ॥

বড় সুখ মোর সুধিবারে ধার।
তোমার কৃপায় অক্ষয় ভাণ্ডার ॥

আপাতত দুঃখ দেখি পাও ব্যথা।
আমি ভেবে থাকি সুদূরের কথা ॥” ৫৯০

শুনি তবে আমি গম্ভীর হইনু।
ছল ছল আঁখি চাহিয়া রহিনু ॥

“হৃদয়েতে জানি তুমি দয়াময়।
হৃদয়ের কথা কভু মিথ্যা নয় ॥

তবু মোর মনে সন্দেহ না যায়।
কেন তোমা জনে এত দুঃখ পায়॥

সর্ব্ব শক্তিমান কেন দেহ দুঃখ।
দুঃখ নাহি দয়া সুধু দেহ সুখ॥

দুঃখ নাহি দিয়া আনন্দে ভাসালো।
সব গণ্ডগোল যাইবে তা' হলে॥ ৬০০

* * * *

রসিক—

দিনু ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান।
সেইত জীবের উন্নতি সোপান॥

ভাল মন্দ ভেদ বুঝিয়া অন্তরে।
ভাল হইবারে সদা চেষ্টা করে॥

ভাল মন্দ বুঝি অভাব দেখিয়ে।
জ্ঞান-অভিমানী স্রষ্টারে নিন্দয়ে॥

শুধু আমি পূর্ণ অপূর্ণ সে অন্য।
সৃষ্টি মাঝে দোষ আছে সেই জন্য॥

ভাল মন্দ বুঝা জ্ঞান না থাকিত।
তবে এই দোষ দেখিতে নারিত॥ ৬১০

এই জ্ঞানে ভাল হতে চেষ্টা করে।
এই জ্ঞানে দোষ দেখি নিন্দে মোরে॥

ক্রমেতে উন্নতি অভাব পূরণ।
ক্রমে ক্রমে হবে আমার মতন॥

ক্রমশঃ বিকাশ এই ত নিয়মে।
সংসার সৃজন ভাল হবে ক্রমে॥

চির পরিণতি এই জীব গতি।
অস্ফুটে আরম্ভ ক্রমশঃ উন্নতি॥

তাই ভবে মন্দ পাও দেখিবারে।
আরম্ভে নির্দ্দোষ তাই হতে নারে॥ ৬২০

শুন নব বালা দিয়া মনোযোগ।
বিয়োগ ব্যতীত নহে ত সংযোগ॥

অভাব ব্যতীত পূরণ হয় না।
বিয়োগ ব্যতীত সংযোগ ঘটে না॥

বিয়োগ সংযোগ সুখ দুঃখ সেতু।
ইহাতে উৎপত্তি দুঃখ সুখ হেতু॥

বিয়োগ সংযোগ সংসার নিয়ম।
কেবল বিয়োগে যোগ সম্ভবন॥

দুঃখের কারণ অভাব বিয়োগ।
পূরণ সংযোগে হয় সুখ ভোগ॥ ৬৩০

অভাব ব্যতীত বৃদ্ধি নাহি হয়।
বৃদ্ধি বিনা জীবে সুখ কিছু নয়॥

যে কোন কারণে সুখের উদয়।
ভোগে সে আনন্দ ক্ষয় হয়ে যায়॥

দুঃখী লক্ষ মুদ্রা পেলে সুখী হয়।
লক্ষ অধিকারী সুখ নাহি পায়॥

পতি সঙ্গ করে পতিপ্রাণা সতী।
সদা সঙ্গ করি লঘু হয় প্রীতি॥

সেই পতি যদি পর দেশে যায়।
আদর সুখের ধন তবে হয়॥ ৬৪০

যেমন বিয়োগ তেমনি সংযোগ।
শোক যত খানি তত খানি ভোগ॥

যে টুক হইবে তাহার প্রমাদ।
নিশ্চয় পাইবে সে টুকু প্রসাদ॥

যেই কোন দুঃখ হইল তাহার।
সে দুঃখ একটি সুখের আকর॥

দুঃখ যার নাই সুখ নাহি তার।
বাঁচন মরণ সমান তাহার॥

অভাব ব্যতীত বৃদ্ধি নাহি হয়।
বৃদ্ধি যার নাই সুখ তার নাই॥ ৬৫০

কার হৃদে দুঃখ পুকুর কেটেছি।
তত খানি সুধা মাপিয়ে রেখেছি॥

বালক কালেতে কত দুঃখ পায়।
বয়স হইলে কটি মনে রয় ?

কত দুঃখ পায় দেখিয়া স্বপন।
প্রভাতে সে দুঃখ সুখের কারণ॥

ক্রমশঃ আনন্দ বাড়িতে থাকিবে।
পূরবের দুঃখ ভাসিয়া যাইবে॥

যাহার বিয়োগ নহে সংঘটন।
সম সুখ দুঃখ বাঁচন মরণ॥ ৬৬০

বিয়োগ কেবল পিরীতি বর্দ্ধন।
জীবের পিরীতি সর্ব্বোত্তম ধন॥

তুমি যাকে মনে ভাবিছ মরণ।
সে কেবল, বালা, নূতন জীবন॥"

বলিতে বলিতে ঈষৎ হাসিয়া।
বলে, "নববালা দেখ না চাহিয়া॥"

* * * *

দেখিনু সে নারী পতিকে পাইয়া।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ দেখিছে চাহিয়া॥

পতি মুখ চায় সংশয় মগন।
"তুমি কি হারাণ সেই প্রাণ ধন ?" ৬৭০

আশা নাহি ছিল হইবে মিলন।
সুখ বাড়িয়াছে তাহে কোটী গুণ॥

আনন্দে বচন কহিবারে নারে।
কেবল অঝোর দুনয়নে ঝোরে॥

ঘিরি ঘিরি দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরে।
পাগলের মত কি প্রলাপ করে॥

গলাগলি হয়ে দুহুঁ দাঁড়াইল।
রসিকের মুখ প্রফুল্ল হইল॥

তখন রুষিয়া কহিলাম আমি।
"ওদের প্রকৃতি দেখিলে কি তুমি? ৬৮০

তোমার লাগিয়া এ সুখ সম্পত্তি।
তোমারে ভুলিয়া সুখে মগ্ন অতি॥"

কহিছে রসিক "ধৈর্য্য ধর মন।
আনন্দে এখন আছে অচেতন॥

আমার বিষয় হইবে সে পরে।
নয়ন জুড়াই দুহুঁ সুখ হেরে॥"

তখন তাহারা—

যুগল হইয়া গলে বস্ত্র দিয়া।
প্রণাম করিল ভূমে লোটাইয়া॥

"দুঃখ পেয়ে যত দুজনে কেন্দেছি।
কোটি গুণ তার সুখ সে পেয়েছি॥ ৬৯০

কান্দিয়া চরণে কৈনু অপরাধ।
শ্রীকর কমলে কর আশীর্ব্বাদ ॥"

তখন—

কহিছে রসিক মুচকি হাসিয়া।
"যাবি অধঃপাতে পিরীতে মজিয়া ॥

ছিঁড়িলে বন্ধন সাধুগণ বলে।
তবে লোক যায় অতি উচ্চ স্থলে ॥"

পুরুষ—

"বন্ধন ছিড়িতে হৃদয় বিদরে।
যুগল হইয়া ভজিব তোমারে ॥

পৃথ্বী আর চন্দ্র মোরা দুই জন।
তুমি সূর্য্য, পাশে করিব ভ্রমণ ॥ ১০০

আমি গীত গাব নাচিবেন প্রিয়া।
সাজাব তোমারে দুজনে মিলিয়া ॥

দুজনে মিলিয়া গাঁথি দিব মালা।
ভজিব দুজনে মনোচোরা কালা ॥

দুজনে মিলিয়া অধোগতি ভাল।
বিয়োগ লইয়া গোলকে কি ফল ?"

তখন রসিক—

মলিন বদনে আমারে চাহিল।
করুণার স্বরে কহিতে লাগিল॥

"জীবের সৌভাগ্যে পিরীতি সৃজন।
জীবে জীবে যাহে করিছে বন্ধন॥ ৭১০

হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে।
ডুবয়ে অমনি শীতল সাগরে॥

উভয় রূপেতে উভয় মোহিত।
প্রিয়া সুখ লাগি প্রাণ নিয়োজিত॥

প্রিয়ে সুখ দিয়া নিজে সুখ পায়।
দুহুঁ সম্বর্দ্ধনে প্রেম বাড়ি যায়॥

জীবের বিমল সুখের লাগিয়া।
যুগল করিনু প্রীতিতে বাঁধিয়া॥

দুঁহেতে দুঁহার দুঃখ নিবারণ।
নির্ভয় আশ্রয় অভাব পূরণ॥ ৭২০

দুঁহু দুঁহু সাথে পিরীতি শিখিবে।
সেই সুধা পিয়ে মোর তৃপ্তি হবে॥

দেখহ যুগল রসের আকর।
তাহে নাম মোর রসিক শেখর॥

অবোধিয়া জনে বিয়োগ দেখিলে।
করুণায় কান্দে মোরে মন্দ বলে ॥

বিয়োগ নহিলে সংযোগ মিলন।
নহে কভু তাই বিয়োগ সৃজন ॥

বিয়োগের দুঃখ যদি না থাকিত।
প্রীতি সুখাস্বাদ কিসে সে হইত? ৭৩০

নিশ্চিত মিলিব জানিলে দুজনে।
তবে আর সুখ থাকে কি মিলনে?

জীবের বিয়োগ যেন বজ্রাঘাত।
যারে আশা নাই পায় অকস্মাৎ ॥

দারুণ বিয়োগে হটাৎ মিলন।
মিলনের সুখ বাড়ে কোটি গুণ ॥

বান্ধি প্রেম-ডোরে করিব তা খণ্ড।
কেন তোরা মোরে ভাবিস্ পাষণ্ড?

হেন মূঢ় জন ত্রিজগতে নাই।
মাতা হিয়া হতে পুত্র কাড়ি লয় ॥ ৭৪০

কিবা পতি নারী ছাড়াছাড়ি করে।
সুখ পায় ডারি বিয়োগ সাগরে ॥

যে কাজ করিতে নারে মূঢ় জনে।
আমি তা করিব কেন ভাব মনে?

বিয়োগে সংযোগ যদি নাহি হয়।
মুকুন্দ নিঠুর ভজিও না তায়॥

মো হ'তে দয়াল তোম্‌রা যদি হবে।
তোরা ভজনীয় মোর হবি তবে॥

বিয়োগ সংযোগ যদি নাহি হয়।
আন্ধার সংসার ভগবান নাই॥" ১৫০

* * * *

হৃদয় দ্রবিল হরি কথা শুনি।
নীরবে রহিনু নাহি সরে বাণী॥

আমি কহিলাম—

"রসের লাগিয়া যুগল সৃজিলা।
নয়নে হেরিয়া আনন্দ ভুঞ্জিলা॥

হইয়া নিঠুর কিসের লাগিয়া।
দুঃখ দেহ সবে একক রহিয়া?

কারুণ্যে যখন মলিন বদন।
প্রিয়া কাছে নাহি কে মুছে নয়ন॥

প্রিয়া কাছে রহে নয়ন মুছায়।
শত গুণ আর ধারা বহি যায়॥ ১৬০

যবে ভাস তুমি আনন্দ তরঙ্গে।
কারে ভাগ দিবে প্রিয়া নাহি সঙ্গে?

কারে সাজাইবে বন ফুল দিয়া।
হেরিবে বদন বামে বসাইয়া॥

এমনি মোদের মনের গঠন।
কারে একা দেখি বিদরে যে মন॥

বড়ই তাপিত সে জন সংসারে।
একাকী যে জন বিচরণ করে॥

তুমি প্রিয় জন একাকী ভ্রম হে।
তোমার যে জন কেমনে তা সহে॥ ৭৭০

সুখ আমাদের যদি দিতে চাও।
প্রণয়িনী আনি বামেতে বসাও॥

ভুবন মোহিনী রূপসী আনিয়া।
সিংহাসনে বসো যুগল হইয়া॥

নিজ জন যত দুহে বসাইয়া।
নাচিবে গাইবে ঘিরিয়া ফিরিয়া॥"

রসিক—

"মোরে ভাল বাসে একা দেখি মোরে।
সঙ্গিনী দিবারে তাই বাঞ্ছা করে॥

মন মত জন কোথা আমি পাব।
আপনার প্রাণ যাহারে সঁপিব॥ ৭৮০

মোর জন যত আমার পালিত।
নিজ সুখ লাগি সবে লালায়িত॥

কেহ বা ভূষণ কেহ বা বসন।
কেহ বা সম্পদ লইয়া মগন॥

আমার ঐশ্বর্য্য লয়ে মোর গণ।
আমারে ভুলিয়া তাহে অচেতন॥

কাহারে ভজিব সঁপিব জীবন।
ত্রিভুবন মাঝে নাহি এক জন॥

ভজিবে আমারে আমার লাগিয়া।
তাহারে সঁপিব মন প্রাণ হিয়া॥" ৭৯০

* * * *

করে ছল ছল রসিক-নয়ন।
কহিনু তখন কাতর বচন॥

তোমারে ভুলাবে হেন কোন জন।
না মিলিবে কভু খুঁজিলে ভুবন॥

জীবে কি তোমারে ভুলাইতে পারে।
তাই দুই ভাগ কর আপনারে॥

পুরুষ প্রকৃতি দুই ভাগ হও।
এইরূপে নিজ গণে সুখ দাও॥"

* * * *

এই বন মাঝে শুন সখীগণ।
গাইয়া বেড়াই রসিকের গুণ॥ ৮০॥

প্রতি পদে দেখি তার কারি গিরি।
সুখেতে বিভোর ঝুরে ঝুরে মরি॥

সুখে রহু মোর রসিক শেখর।
বলরাম দাস মাগে এই বর॥

* * * *

দ্বিতীয় সখীর কাহিনী।

কাঙ্গালিনী।

সুন্দর ঠাকুর করুণা প্রচুর
আমার নিকটে বাস।
তাঁহার কাহিনী লোক মুখে শুনি
তাঁর দাসী হ'ব আশ॥

ক্ষীণ নিরাশ্রয় ভাসিয়া বেড়াই
নাহি কেহ নিজ জন।
ভেবে ভেবে মরি দিবস সর্ব্বরী
সদা চিন্তাকুল মন॥

তাঁর যোগ্য হ'ব তাঁর কাছে রব
বসিব পালঙ্ক তলে। ১০
দুটি রাঙ্গা পদ হৃদয়ে ধরিয়া
দুঃখ ভয় দিব ফেলে॥

সুবেশ করিতে আরশী আগেতে
বসিনু গৌরব করি।
আরশী চাহিতে ভয় হ'ল চিতে
আপন বদন হেরি॥
এত কুরূপিণী কভু নাহি জানি
হৃদয় শুখায়ে গেল।
অথবা দর্পণ মলিন হয়েছে
তাহে মুখ হেন হ'ল॥ ২০
দর্পণ মাজিনু আবার দেখিনু
আরো কদাকার রূপ।
যত আর্শী মাজি আমার কুরূপ
ফুটে তত দুঃখ কূপ॥
আবার দেখিনু ব্রণ কি বসন্ত
বদনে রয়েছে চিন্।
ক্ষত লুকায়েছে দাগ রয়ে গেছে
ক্ষত সাক্ষী রাত্রি দিন॥
সে দাগের নীচে ক্ষত রয়ে গেছে
জ্বলে উঠে রয়ে রয়ে। ৩
তাহার লাগিয়া স্বস্তি নাহি পাই
দেখিলাম ঠাহরিয়ে॥

অন্যে দুঃখ দিতে মুখ ভেঙ্গাইতে
সেই মত মুখ হ'ল।
যেই মত মুখ ভঙ্গি করেছিনু
সেই মত রয়ে গেল॥

আপনার দোষে আপনি মজিনু
মোর দুঃখ কব কা'কে।
অন্য ছিদ্র পেয়ে দোষ আঘ্রাণিতে
নাসিকা মিশা'ল মুখে॥ ৪০

সর্ব্বাঙ্গ মলিন দেহে ক্ষত চিন
তাহে সুখে বুলে কৃমি।
দুর্গন্ধ ছুটয়ে মক্ষিকা ঘিরয়ে
অস্পৃশ্য পামর আমি॥

সঙ্গিনী সবারে দংশন করিয়া
বিকট দশন মোর।
ক্রোধে মাতি মাতি রাঙ্গা দুটি আঁখি
হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর॥

লোভের নিবৃত্তি কভু নাহি করি
বদন বাহিরে জিহ্বা। ৫০
তাহা বাহি সদা বিন্দু লালা পড়ে
এই সে বদন শোভা॥

"এক দেখি হায়!" করিনু চীৎকার
স্বর যেন ক্ষুর-ধার।
যত সঙ্গিগণে কুবচন ব'লে
গর্দ্দভের মত স্বর॥

* * * *

ভাঙ্গি গেল গৌরব ও মান। ধ্রু।
সুন্দর ঠাকুর ঘর শীতল আশ্রয় যাঁর
পাব আশা ছাড়ি দিল প্রাণ॥

সেইত সুন্দর শিরোমণি। ৬০
আমি তার যোগ্য নই কেমনে তাঁহার হই
অস্পৃশ্য পামর কুরূপিণী॥

যদি দেখা পাই কভু তাঁর।
কোন মুখে কব তারে পা দুখানি দাও মোরে
লহ দেহ মলিন আমার॥

কিসে হব তাঁর দাসী যোগ্য।
পদ দিয়া মোর শিরে স্নেহ কথা কবে মোরে
কি সাধনে হবে হেন ভাগ্য॥

* * * *

হলুদ মাখিয়া রোদে বসে রই।
তাহাতে বরণ আরো মন্দ হয়॥ ৭০

বেশম মাখিয়া পণ্ডশ্রম হয়।
মলিন বরণ , কিছুতে না যায়॥

বাঁকা অঙ্গ ঋজু করি জোর করি।
পূর্ব্ব মত হয় যেই দেই ছাড়ি॥

যত মন্দ স্থান বসনেতে ঢাকি।
সব দেখা যায় লোকে হাসে দেখি॥

* * * *

সুধাংশু বদনী, কোন এক ধনী,
চলি চলি চলি যায়।

যৌবনের ভরে, চলিবারে নারে,
রুণু ঝুণু বাজে পায়॥ ৮০

তাহারে, দেখিয়া, চলিনু ধাইয়া,
নিবেদিনু তার পায়।

"এই রূপ খানি, অঙ্গের লাবণ্য,
পাইলে কি তপস্যায়?"

মধুর হাসিয়া, কহিল চাহিয়া,
"কেন ভগ্নি দুঃখ কর।

যমুনায় নিতি, দেহটি মাজিবে,
ডুবি রবে যত পার॥

যত অঙ্গ দাগ, সব লুকাইবে,
দেহ হবে মনোহর। ৯০

ধৈর্য্য ধরি অঙ্গ, নিতুই মাজিবে,
মিলিবে ঠাকুর বর॥”

*　　*　　*　　*

পরে কাঙ্গালিনী বলিতেছেন—

সাধু-বাক্য ধরিলাম শিরে। ধ্রু।

প্রতি দিন কাজ সারি, যমুনা সিনানে যাই,
অঙ্গ মাজি জলের ভিতরে॥

মাজিতে মাজিতে দেহ, ক্রমে নিরমল হ'ল,
বর্ণ যেন কাঁচা বালা সোণা।

লুকায়ে দেখিল মোরে, সেই আসি দাঁড়াইল,
সে রূপের নাহিক তুলনা॥

ছল ছল রাঙ্গা আঁখি, মোর পানে চাহে সখি, ১০০
কথা কহে গদ গদ স্বরে।

“আমারে ভুলিয়ে তুমি, কত দিন রবে আর,
আমি ম'রে আছি তোর তরে॥”

করযোড়ে বলি আমি, “আমারে ছুওনা তুমি,
মোর অঙ্গে কণ্ড রসা চলে।”

আমি পিছে পিছে যাই, পাছে ক্ষত লাগে গায়,
বাহু পসারিয়া ধরে গলে ॥

* * * *

কি আর বলিব সখি, আর কিছু মনে নাই,
অচেতন রহিনু পড়িয়া।

সে পদ পরশে মোর, চির দিন দুঃখ যত, ১১০
বহিয়া চলিল আঁখি দিয়া ॥

তিন জন দেখে পাছে, ইতি উতি চাই সখি,
ঘরে আর যাইতে পারিনে।

ঘরের বাহির সখি, জনমের মত হনু,
তার লাগি আইনু বিপিনে ॥

গুরু জন ঘরে নিতে, আসে সখি বারে বারে,
কান্দিয়া পড়িনু সবা পায়।

"প্রাণ মন দেহ ধর্ম্ম, যাহারে সঁপিনু সব,
তারে ছাড়ি যাইব কোথায়!"

* * * *

তার তিন নাম, "হরি" "কৃষ্ণ" "রাম", ১২০
ডাকিয়া বেড়াই বনে।

"কোথা দয়াময়, দুঃখিনী আশ্রয়,
দেখা দাও দুঃখী জনে ॥"

নাম বিনা আর, নাহি জানি তার,
শ্রীনাম সর্ব্বস্ব ধন।

"হরে কৃষ্ণ হরে," ডাকি উচ্চ স্বরে,
"দেহ হরি শ্রীচরণ॥"

কেবল মাত্র হরিবোল। ধ্রু।
যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
কেবল মাত্র হরিবোল॥ ১৩০

আবার—

শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া, ফুল জল দিয়া,
পূজি তারে ভক্তি করি।

কখন বিহ্বল, আঁখি ছল ছল,
তাঁর শ্রীবদন হেরি॥

কথা নাহি ক'ন, কাতরে তখন,
কান্দি পড়ি পদতলে।

"কথা কহ নাথ, কর আত্মসাত,"
কান্দি বলি আঁখি জলে॥

ইহাতে শ্রীমূর্ত্তি, দেখি মোর আর্ত্তি,
কভু হাঁসি চাহে মোরে। ১৪০

আশ্বাস পাইয়া, আনন্দে মাতিয়া,
নিরন্তরে সেবি তারে॥

* * * *

বসাইনু পঙ্কজ আসনে। ধ্রু।
প্রণমিয়া রাঙ্গা পায়, যোড় হাতে গুণ গাই,
প্রভু সুখী আমার স্তবনে॥

পঞ্চদীপে আরত্রিক করি।
কঙ্কণ বলয় বাজে, ঘণ্টা-রব মিশে তাতে,
প্রভু তৃপ্ত মোর সেবা হেরি॥

ফুল-শয্যা যতনে বিছাই।
নিদ্রা যান সুখে হরি, পদ সেবি মুখ হেরি, ১৫০
হৃদে রাখি অবশে ঘুমাই॥

পঁহু সিংহাসনে বসে, রাঙ্গা পা মুছাই কেশে,
সেই ধূলা অঙ্গের চন্দন।

ইহা বলি নব বালা, সখী পায় প্রণমিলা,
"কৃপা কর দীন হীন জন॥

তোদের চরণ ধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
ভরসা মোর তোদের প্রসাদ।"

যেন কত অপরাধি, অধোমুখে কান্দে বালা,
কাতর মলিন মুখ চাঁদ॥

মুখে জপে কৃষ্ণনাম, "পূরাও হরি মনস্কাম, ১৬০
দাসীর দাসী ক'রে রাখ মোরে।"

ঊর্দ্ধ নয়নেতে চায়, উচ্চ স্বরে ডাকে তায়,
গড়ি দেয় ধূলির উপরে॥

"বুকে যারে আমি রাখি, কোথা পলাইল সখি,
খুঁজি বেড়াই বিপিন মাঝারে।"

বলে বলরাম দাসে, ঝাঁপিয়া রাখিয়া বাসে,
কেন ফাঁকি দিতেছ সখীরে॥

তখন—

রঙ্গিণী কহিছে, মধুর হাসিয়া,
"ভূ পতি সম্মান চায়।

প্রণামের লাগি, ব্যস্ত সর্ব্বদায়, ১৭০
মনে হলে হাসি পায়॥

জীবন মরণ, করতা যে জন,
দাসী প্রণমিলে তায়।

মনে সুখ পায়, হেন জন যেই,
তার কাণ্ড জ্ঞান নাই॥

সিংহাসনে বসি, হাতে লয়ে অসি,
যেই ঠাকুরালি করে।

ক্ষুদ্র জন যারে, ত্রাহি ত্রাহি করে,
সম্মুখেতে যোড় করে॥

সবে মুখে বলে, 'তু বড় দয়াল,' ১৮০
তা শুনে ভুলিয়া যায়।

কিছু ত্রুটি পেলে, অগ্নি মেরে ফেলে,
দিবা নিশি ছিদ্র চায়॥

এমন প্রভুর, মুখেতে আগুন,
যারে এত কর ভয়।

ভক্তি কর তারে, কেমন করিয়া,
বুঝাইয়া বল ভাই॥

কাঙ্গালিনী কহিতেছেন—

ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু। ধ্রু।
সেত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিনু,
তাহাতে দুঃখিত আমার বঁধু॥ ১৯০

ও তার পদতলে করি আমি বাস।
বুকে যদি সখি যাই, পড়ি পড়ি হয় ভয়,
চরণে নাহিক সেই ত্রাস॥

ও তার হিয়া মাঝে প্রেমাগুন জ্বলে।
মোর বুকে প্রেম নাই, বন্ধুর প্রেমে দুঃখ পাই,
তাই যাই স্নিগ্ধ পদতলে॥

সখি, নিজ সুখ লাগি স্তুতি করি।
যবে বলি দয়াময়, অঙ্গ এলাইয়ে যায়,
সুখময় ত্রিজগত হেরি॥

স্তুতি শুনে বন্ধু লজ্জা পায়। ২১০
স্তুতি করি সুখ পাই, দেখি বন্ধু দয়াময়,
নিষেধ না করেন আমায়॥

কেশে পদ মুছাইতে যাই।
পঁহু মোর ধরে হাত, আমি বলি এই কেশ,
কিবা অপরাধী তুয়া পায়॥

একবার মুছায়ে দেখ সখি।
তুমি ত মুছাওনি সখি, আমি মুছাইয়া থাকি,
দেখ দেখি কেবা বড় সুখী॥

স্তুতি শুনি বন্ধু ভুলে সাধে।
যদি বন্ধু নাহি ভুলে, আমি কি ভুলাতে পারি, ২০১
বন্ধু ভুলে মোর অনুরোধে॥

কে ছোট কে বড় কে তা জানে।
বন্ধু ছোট হতে চায়, আমি নাহি দেই তায়,
ঠেলাঠেলি করি তার সনে॥

সাধে কি ভাই পাগ বান্ধে মাথে।
ক্ষুদ্র জীব নিরাশ্রয় ক্ষমতা মাত্র ত নাই,
তবু বাদ করে তার সাথে॥

আমরা সব তার কাছে দোষী।
কিবা বড়াই কর সখি, তোর সুখ সুসম্পত্তি,
পেয়েছ সেই চরণ পরশি॥ ২২০

সবে যেতে চায় তার বুকে।
আমি যদি বুকে যাই, পদ সেবা নাহি হয়,
পদ সেবা ভার দিব কা'কে ॥

জান না নদের গৌর-হরি।
দাস্য সুখ স্বাদ করে, মজিলেন একেবারে,
পাসরিল নিজ ব্রজপুরী ॥

সর্ব্বেশ্বর সে আনন্দময়।
যা' করে তোদের লাগি, করি হয় নিন্দা ভাগী,
তোদের কাছে নাহি কিছু চায় ॥

যদি পঞ্চেন্দ্রিয় নাহি দিত। ২৩০
তবে বল বলরাম, পূর্ণানন্দ-গুণধাম,
রূপ রস কিসে আস্বাদিত ॥

* * * *

তখন, কাঙ্গালিনী আবার কাহিনী বলিতে লাগিলেন—

শুন সখি পরে, কহিলাম তাঁরে,
অভিমানে হয়ে অন্ধ।
"ডাকিলে তোমায়, উত্তর না পাই,
এ বড় মনেতে ধন্ধ ॥
পরম দয়াল, তুমি চির কাল,
নিঠুরের কাজ কর।

কান্দিয়া ডাকিলে, উদ্দেশ না মিলে,
বধিরের মূর্ত্তি ধর ॥ ২৪০

ডাকি শত বার, নাহি এক বার,
পাই তুয়া নিদর্শন।

না ডাকি যখন, কর আগমন,
চঞ্চল তোমার মন ॥"

তখন—

দুটি করে ধরি, বলিলেন হরি,
"মোরে কত ডাকিয়াছ।

দেখা না পাইয়া, প্রাণ উঘাড়িয়া,
কতই না কান্দিয়াছ ॥

অপরাধী আমি, ক্ষমা কর তুমি,
এমন আর না হবে। ২৫০

আমারে দেখিতে, সাধ হ'লে চিতে,
তখনি আমারে পাবে ॥"

এ কথা শুনিয়া, বিকল হইয়া,
ভাবিলাম মনে মনে।

দুঃখ বিমোচন, বাসনা পূরণ,
হ'ল মোর এত দিনে ॥

আহ্লাদে গলিয়া, চরণে পড়িয়া,
কোটিবার প্রণমিনু।
মলিন বদনে, চাহি লুকাইল,
আমি মনানন্দে র'নু॥ ২৬০

* * * *

ডাকিলাম কোথা জগন্নাথ!
লুকায়ে ছিলেন হরি, আইলেন দয়া করি,
দাঁড়ালেন আমার সাক্ষাৎ॥

মনানন্দে প্রণমিনু পায়ে।
বলিলাম "নাথ শুন, নাহি কোন প্রয়োজন,
ডাকিনু সে পরীক্ষা লাগিয়ে॥"

পর দিন ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
আবার করুণা করি, আগে দাঁড়ালেন হরি,
প্রণমিনু জুড়ি দুই করে॥

হেন মতে ডাকি বার বার। ২৭০
ডাকিলে মাত্রতে আমি, সেই ত্রিলোকের স্বামী,
দাঁড়ান আসি আগেতে আমার॥

* * * *

হেন মতে তাঁরে ডাকি মাত্র পাই।
তখনি তা' মিলে যাহা আমি চাই॥

লোভের সামগ্রী আর না রহিল।
ক্রমেতে বাসনা কমিতে লাগিল॥

যাহা চাব পা'ব মনেতে ধারণা।
ক্ষয় হয়ে গেল সকল বাসনা॥

দেখিব শ্রীমুখ মনেতে হইলে।
আগে ভাসিতাম আনন্দ-হিল্লোলে॥ ২৮০

দেখিবার সাধ ক্রমে ঘুচে গেল।
দরশন সুখ আর না রহিল॥

কখন বা তার আঁখি মুদে ডাকি।
আগেতে আইলে নাহি মেলি আঁখি॥

ডাকিলে আসিবে জানিয়ে নিশ্চয়।
ডাকিতে বাসনা হৃদয়ে না হয়॥

বাসনা যে গেল আইল অলস।
শয়নে যাপন রজনী দিবস॥

সারা দিন রাতি ঘুমাইতে নারি।
নয়ন মুদিয়া ভূমে থাকি পড়ি॥ ২৯০

আগে ডাকিতাম তাঁরে নিতি নিতি।
ডাকিতেও এবে না হয় প্রবৃত্তি॥

শ্রীহরি সহায়ে ভয় গেছে দূরে।
দুঃখ নাহি মনে আঁখি নাহি ঝুরে॥

হাসিতে কান্দিতে কিছু নাহি পারি।
মরণ বাঁচন সমান হামারি॥

* * * *

এক দিন মনে আচম্বিত হ'ল।
ডাকি নাই তাঁরে আমি বহু কাল॥

ডাকি তাঁরে হাই তুলিতে তুলিতে।
অমনি দেখিনু আমার অগ্রেতে॥ ৩০০

নয়ন মেলিনু দেখিলাম হরি।
আমার অগ্রেতে কর-যোড় করি॥

দেখিয়া তখন কহিলাম তারে।
" কেন তুমি মোর আগে যোড়-করে॥

আমি তব দাসী তুমি মোর স্বামী।
আমার সম্মান কেন কর তুমি॥"

ইহাতে শ্রীহরি ঘাড় হেট করি।
কহিলেন মোরে অতি ধীরি ধীরি॥

" তুমি মোরে ডাক এসে থাকি আমি।
আমি আজ্ঞাবহ প্রভু যে সে তুমি॥ ৩১০

তাহাতে দাঁড়াই আমি যোড়-করে।
কেন দুঃখ তুমি পাইছ অন্তরে॥"

ইহা শুনি আমি পানু লজ্জা অতি।
কর-যোড়ে ক'নু করিয়া মিনতি॥

"শুন প্রভু তুমি ওরূপ কর না।
একে মরে আছি দিও না যন্ত্রণা॥"

* * * *

তিনি চলি গেলে ভাবিলাম মনে।
সমান আমার মরণ বাঁচনে॥

ইহা হতে মোর মরণ সে ভাল।
এরূপ জীবনে দুঃখ চিরকাল॥ ৩২০

জীব সৌভাগ্যের যাহা হয় সীমা।
দয়াল শ্রীহরি দিয়াছেন আমা॥

আবার ডাকিব মাগিব এবার।
এরূপ জীবন সহে না আমার॥

মরিব মরিব হইব নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ মুকতি দেহ ভগবান॥

ইহাই বলিতে হৃদয় দ্রবিল।
বহু দিন পরে নয়নেতে জল॥

হৃদয় কপাট দৃঢ় বদ্ধ ছিল।
যে মাত্র খুলিল তরঙ্গ উঠিল॥ ৩৩০

হা নাথ ! বলিয়া ভূমিতে পড়িনু।
অচেতন হয়ে পড়িয়া রহিনু ॥

* * * *

বহুক্ষণ পরে মেলিনু নয়ন।
কি জানি কেন যে পুলকিত মন॥

দেখি শিওরেতে শ্রীহরি বসিয়ে।
সকরুণে মোরে রয়েছেন চেয়ে॥

উঠিয়া তখন পড়িনু চরণে।
বলিলাম, "প্রভু ! ক্ষম দীন জনে॥

সুখে রেখেছিলে ভাল না লাগিল।
তোমা উপদেশ দিতে রুচি হ'ল॥ ৩৪০

কিসে ভাল, কিসে মন্দ, নাহি জানি।
তবু বর মাগি লইনু আপনি॥

এবে এই মাগি তুয়া রাঙ্গা পায়।
দেহ বর যাহা তব ইচ্ছা হয়॥"

"তথাস্তু তথাস্তু" বলিলেন নাথ।
বলি অদর্শন হলেন হঠাৎ॥

কি বর পাইনু নারিনু বুঝিতে।
কি বর পাইনু লাগিনু ভাবিতে॥

শেষে বিচারিনু তাঁহারে ডাকিব।
কি বর পাইনু বুঝিয়া লইব॥ ৩৫০

ইহা ভাবি মনে ডাকিনু তাঁহারে।
" দেখা দাও হরি " ডাকি উচ্চৈঃস্বরে॥

না এলেন হরি ইথে হলো ভয়।
বার ব্যার ডাকি " কোথা দয়াময়॥

রাম কৃষ্ণ হরি দেখা দাও মোরে।"
মৃদু স্বরে ডাকি ডাকি উচ্চৈঃ স্বরে॥

দিবা নিশি ডাকি কাতর অন্তরে।
আর ত দেখিতে না পাই তাঁহারে।

তাঁরে হারাইয়া আন্ধার ভুবন।
দিবা নিশি এবে করি অন্বেষণ॥ ৩৬০

কহে বলরাম শুন কাঙ্গালিনি।
জীব হিত লাগি সুদুর্ল্লভ তিনি॥

তৃতীয় সখীর কাহিনী।

কুলকামিনী।

শৈশবে বিবাহ, নাহি চিনি নাথ,
কাণে শুনি নাহি জানি।
যৌবন অঙ্কুরে, মনে হ'ল তারে,
কিসে পাব অনুমানি॥

পতি পরদেশ, না জানি উদ্দেশ,
আমি ভাসি নিরাশ্রয়।
ভরণ পোষণ, করে কোন জন,
কিসে ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥

খেলায় ধূলায়, কভু ভুলে যাই,
রয়ে রয়ে মনে পড়ে। ১০
খেলা ফেলি যাই, বিরলে লুকাই,
নিরাশে পরাণ উড়ে॥

লজ্জা পরিহরি, সুধাই সবারি,
নানা জনে নানা বলে।
কি বুদ্ধি করিব, কোন পথে যাব,
কেমনে মিলিব কুলে॥
কেহ বলে মোরে, তোর প্রাণেশ্বর,
মন্ত্রৌষধে বশ হবে।
বিবিধ প্রক্রিয়া, দিল শিখাইয়া,
তাই করি নিশি দিবে॥ ২০
উপবাস করি, শরীর শুখাল,
মুখে মন্ত্র জপ করি।
যোগাসনে বসি, কত ক্রিয়া করি,
মনেও রাখিতে নারি॥
পড়িবারে যাই, মন্ত্র ছুটে যায়,
কত কথা পড়ে মনে।
পুন ভাবি পতি, নহে সর্প জাতি,
মন্ত্রে বশ হবে কেনে?
পুরুষ প্রবল, আমি ক্ষুদ্র নারী,
সে যে স্বামী আমি দাসী। ৩০
ছিটা ফোঁটা দিয়া, তাহারে বান্ধিব,
মনে হলে আসে হাসি॥

কেহ শিখাইল, দিবস রজনী,
তার নাম মুখে বল।
ডাকিতে ডাকিতে, ত্বরিত আসিবে,
শুধু বল "হরি বোল॥"

নাম জপ করি, বদন শুখায়,
দায়ে ঠেকি নাম লই।
জপিতে জপিতে, পুনঃ পুনঃ হেরি,
কত বাকি আছে তায়॥ ৪০

আবার কখন, সংসারে মগন,
অভ্যাসেতে নাম লই।
তার নাম লই, আন কথা কই,
সতীত্বে কলঙ্ক হয়॥

তাঁর নাম নিব, হৃদয় দ্রবিবে,
তবে ত চরণ-দাসী।
শুষ্ক নাম নিতে, ভয় বাসি চিতে,
অপরাধ মনে বাসি॥

নিয়ম করিয়া, নাম নিতে নারি,
যবে ভাল লাগে লই। ৫০
বসিয়া বিরলে, প্রাণনাথ সনে,
মনে মনে কথা কই॥

না পাই উত্তর, তবু সুখে ভোর,
পতি চিন্তা বড় মধু।

"নিরাশ্রয় ভাসি, মনে কর দাসী,
কোথা অশরণ বঁধু॥"

মনে মনে বলি—

লোকে বুঝায়, নাহি বুঝে মন। ধ্রু।
যারা আসে বুঝাইতে, কেন্দে বুলে পথে পথে,
তারা দুঃখী আমারি মতন॥

আছ কি না আছ, আমায় বল। ৬০
একটি বার কথা বলে, অনায়াসে যেও চলে,
সেই কথা করিব সম্বল॥

যদি কোন নিদর্শন পাই।
সব দুঃখ সয়ে রব, আর ত্যক্ত না করিব,
শত বর্ষ রব পথ চাই॥

এক বার কও দুটা কথা।
কবে আমি স্থির হব, আর কত দোল খা'ব,
আকাশে বান্ধিয়া আশালতা॥

* * * *

আইল সঙ্গিনী, হাসি মোরে বলে,
"কি ভাবিছ মনে মনে। ৭০

পতির উদ্দেশ, পেয়েছ কি ভাই,
এসেছিল কোন দিনে?"

আর কোন জন, করে জ্বালাতন,
বলে "কেবা কার পতি।
জ্ঞান যবে হবে, তখনি জানিবে,
ও সব মনের ভ্রান্তি॥"
আমি বলি, "ভাই, আমি ভজি তায়,
তোর তাহে কিবা ক্ষতি।
সে জ্ঞানেতে মোর, কিবা লাভ হবে,
যদি নাহি মিলে পতি॥ ৮০
থাকে বা না থাকে, পাই বা না পাই,
রব তার অন্বেষণে।
যোগিনী হইয়ে, কুণ্ডল পরিয়ে,
বেড়াইব বনে বনে॥
যদি তারে পাই, জুড়াব হৃদয়,
তাপিত আমার হিয়া।
না পাই তাহারে, অধিক কি হবে,
যেন আছি রব তাই॥"

* * * *

আবার—

বিরলে যাইয়া, কান্দি ফুকারিয়া,
"এস এস প্রাণেশ্বর। ৯০

ভ্রমিয়া কাতর, একাকিনী চির,
দেখা দাও একবার॥"

সুবেশ করিয়া, সিন্দূর পরিয়া,
পথে যেয়ে বসে থাকি।

চাহিয়া চাহিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
আঁধার হইল আঁখি॥

আঁচল পাতিয়া, ভূমেতে শুইয়া,
কান্দি আমি শূন্য ঘরে।

দেখিনু স্বপনে, যেন কোন জনে,
আমা আলিঙ্গন করে॥ ১০০

* * * *

স্বপ্ন।

তড়িতের মত এলো যে সে জন।
বাহু পসারিয়া চুমিল বদন॥

হৃদয়ে ধরিল অতি অল্প ক্ষণ।
নয়ন মেলিতে হ'ল অদর্শন॥

ঘুমের আবল্লি নয়ন বিভোর।
লখিতে নারিনু মোর চিতচোর॥

কয় দিন র'নু পাগল মতন।
বুঝিতে নারিনু সত্য কি স্বপন॥

যবে সত্য ভাবি আনন্দ উথলে।
মিথ্যা ভাবি যদি ভাসি আঁখি জলে॥ ১১০

* * * *

স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি।

কে জানে সে মন, সেই অশরণ,
করিল স্মরণ মোরে।

বুঝি কোন দিন, মোর দুঃখ কথা
বলেছিল কেহ তারে॥

করিল স্মরণ, বিচিত্র বসন,
সিন্দুরের কৌটা দিয়া।

বিবিধ গহনা, মুকুতার মালা,
দিল মোরে পাঠাইয়া॥

কলম কাগজ, পড়িবার পুঁথি,
পাঠায়েছে সেই সনে। ১২০

লিখিতে পড়িতে, হইবে আমায়,
বুঝিলাম মনে মনে॥

পুন ভাবি মনে, পাঠালো সে জনে,
তাহার প্রমাণ কই।

কিবা প্রবঞ্চনা, করে কোন জনা,
পাঠালো সে নাম লই॥

আইল সঙ্গিনী গণে। ধ্রু
কেহ বড় সুখী, কেহবা বিমুখী,
নানা কথা নানা জনে॥

কেহ ধন্য বলে, কেহ হাসি বলে, ১৩০
কৃত্রিম ভূষণ তব।

পাঠাইবে তোরে, কেহ হেন নাই,
তৈয়ারি তোমার সব॥

শুনি সব কথা, কভু পাই ব্যথা,
কভু উড়াইয়া দেই।

আপনার দুখ, সঙ্গিনীর সনে,
বিরলে বসিয়া কই॥

* * * *

পুঁথি খুলে দেখি, পাঠায়েছেন মোরে,
দুই খানি ভাগবত।*

শ্রীচরিতামৃত, আর চন্দ্রামৃত, ১৪০
লোচন নাটক গীত॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর চন্দ্রামৃত, ঠাকুর লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দ, এবং রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটক।

পড়িতে বুঝিতে খুঁজিতে খুঁজিতে,
অতি সূক্ষ্ম বর্ণে লেখা।
দু' ছত্র মাঝারে, লুকায়ে লিখেছে,
তাঁর লিপি পানু দেখা॥

* * * *

মধুর ভগিনী, নব অঙ্গে মোর,
ভূষা পরাইয়া দিল।
"দর্পণ লইয়া, মুখ দেখ ভাই,
রূপ তোর ফিরি গেল॥"
সীঁথায় সিন্দুর, হাসিয়া সে দিল, ১৫০
বলে "চিহ্ন দিনু তোরে।
আজ হ'তে তুই, তাঁহারি হইলি,
যুগে যুগে ভজ তাঁরে॥"
লজ্জা-বস্ত্র দিয়া, বদন ঝাঁপিল,
বলে, "আজ হ'তে তোরে।
কু-দৃষ্টি করিতে, নারিবে ছুইতে,
যক্ষ রক্ষ কিবা নরে॥"

* * * *

লুকাইয়া লিপি লিখিল সে জন।
বুক দুর দুর আনন্দে মগন॥

সত্য কি তাহার হস্তের লিখন। ১৬০
কিবা মোরে কেহ করিছে বঞ্চন ॥

ইহাতে নয়নে ঘন বারি পড়ে।
অমনি সন্দেহ সব যায় দূরে ॥

আমারে প্রাণেশ স্মরণ করেছে।
পিরীতি পত্রিকা লুকায়ে লিখেছে॥

কি মধুর লিপি লিখিয়াছে মোরে।
চুম্বিয়া লুকানু হৃদয় মাঝারে ॥

লিখেছে পত্রিকা এমনি ভাবেতে।
কত কাল দেখা শুনা তার সাথে ॥

তিনি মোর জন এ কথা স্বীকার। ১৭০
করেছেন পুঁথি মাঝে বার বার ॥

* * * *

স্বামীর পত্র।

"যাইতে না পারি এই কয় ছত্র।
"পাঠানু তোমারে উপদেশ পত্র ॥

"চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে।
"যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে ॥

"তেমন হইব যেমন হইবে।
"যেরূপ বাঞ্ছহ সেরূপে পাইবে ॥

"যখন দেখিতে ব্যাকুল হইবে।
"তখন নিশ্চয় দেখিবারে পাবে॥

"বহু দিন হ'ল ছিল পরিচয়। ১৮০
"আবার মিলিতে চঞ্চল হৃদয়॥

"কি তোরে লিখিব কি তুই বুঝিবি।
"ক্রমে ক্রমে মোরে জানিতে পারিবি॥"

মধু হতে মধু এ পত্র পড়িয়া।
ঘুচিল আন্ধার দ্রবি গেল হিয়া॥

তবে কি সে জন প্রভু সে আমার।
আমা প্রতি এত মমতা তাঁহার?

এতই আনন্দ হৃদয়ে উঠিল।
বাহু তুলি নাচি বলি হরি-বোল॥

* * * *

সঙ্গিনী আইল লিপি দিনু হাতে। ১৯০
বলে, "এই ত পেলি তোর প্রাণনাথে॥

চাহিলে এখনি পাবি তারে সই।"
আমি বলি, "ভাই চাহি তারে কই?

"ভাবি দেখ সখি গূঢ় অর্থ পাবে।
"যেমন হইব সে তেমন হবে॥

" আমি ত মলিন প্রভুরে ডাকিলে।
" গায় ছাই মাখি আসিবেন চলে॥

" আমি ত নির্গুণ ডাকি যদি 'এস।'
" পতি তবে পাব নির্গুণ পুরুষ॥

" পতি নাহি চাহি আগে সাধি ব্রত। ২০০
" সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করি প্রাণনাথ॥

" মধুর হইব পতি মধু হবে।
" সুন্দরী হইলে সুন্দর মিলিবে॥"

* * * *

তখন—

বিরলে বসিয়া, শ্রীমুখ লিখিয়া,
চিত্র নিরীক্ষণ করি।

কখন চরণ, আঁকি ভক্তি ভরে,
তাহে লুটাইয়া পড়ি॥

কখন কুৎসিত, যদি হয় ছবি,
দুখ পেয়ে মুছে ফেলি।

আঁকি আর মুছি, মুছি আর আঁকি, ২১০
দিবা নিশি এই কেলি॥

মোর প্রাণনাথ, আঁকি মনোমত,
মনোমত সাজাইয়ে।

সম্মুখেতে রাখি, আঁখি ভরি দেখি,
এক দৃষ্টে থাকি চেয়ে॥

দেখিতে দেখিতে, ভাব উঠে চিতে,
এ সংসার ভুলে যাই।

যেন সেই ছবি, জীবন পাইয়া,
সপ্রেম নয়নে চায়॥

করুণ নয়নে, হেরে মোর পানে, ২২০
এই ভাব উঠে প্রাণে।

তার মুখ কথা, শুনিবার তরে,
চেয়ে থাকি তার পানে॥

কথা নাহি কহে, চুপ করি রহে,
ইথে পাই দুঃখ অতি।

ভাবি মোর সনে, কথা কবে কেনে,
আমি অতি মূঢ়মতি॥

করি যোড়-কর, বলি, "প্রাণেশ্বর,
মোরে দুটি কথা বল।

তুমি প্রাণনাথ, তোমার আশ্রিত, ২৩০
তুয়া দাসী চিরকাল॥"

* * * *

আইল সঙ্গিনী, কহে হাসি হাসি,
"আঁকিতেছ প্রাণেশ্বর।
কিবা তার রূপ, কিবা তার গুণ,
কত বড় তোর বর॥"

আমি—

"যেমন আঁকিব, সেই মত পাব,
তিনি লিখেছেন মোরে।
দেখ দেখি ভাই, কেমন এঁকেছি,
মনে ধরে কিনা ধরে॥
মোর প্রাণেশ্বর, নবীন পুরুষ, ২৪০
শুন কহি কাণে কাণে।
বদন চন্দ্রমা, পূর্ণিমার শশী,
সদা হাসি সে বয়ানে॥
গলে বন-মালা, ক্ষীণী মাঝা খানি,
কমল নয়নে চায়।
নাসিকা ললাটে, অলকা শোভিছে,
পরাণ কাড়িয়া লয়॥
শ্রীঅঙ্গ বহিয়া, লাবণ্য ঝুরিছে,
সর্ব্ব সঙ্গে শুধু মধু।"

প্রশস্ত হৃদয়ে, বলা'য়ে জুড়াবে, ২৫০
সেই কালাচাঁদ বঁধু॥

আবার বলিলাম—

রাগিণী আলেয়া।

কি কব বন্ধুয়ার কথা, আমি কি তায় দেখেছি নয়নে।
বিরলে বসিয়া তারে, যতনে আঁকি মনে মনে॥
তিনি নাকি পরম স্থন্দর, লোক মুখে শুনেছি শ্রবণে।
অভাগিরে মনে করে, যদি আসেন মোর ঘরে,
রূপ গুণ ক'ব তোর সনে॥

* * * *

বকুল ফুটেছে, বসিনু তলায়,
পদ্ম-দল করে নিয়া।
নয়ন অঞ্জন, নিহারে গুলিয়া,
লিখিনু সে কালি দিয়া॥ ২৬০

* * * *

কুল-কামিনীর পত্র।

সখী সনে বনে বুলি, মনানন্দে ফুল তুলি,
কত বা গাঁথিব আর মালা।
গাঁথি মালা তুমি নাই, ফেলে দিই যমুনায়,
দিবানিশি করি এই খেলা॥

পেতেছিনু কুসুম-শয্যা। ধ্রু।
জ্বালিয়া মোমের বাত্তি, জাগি পোহাইনু রাতি,
বিফল এ সব মোর সজ্জা॥

এস নাথ ছাড় চতুরালী।
যা' চাহিবে তাহা দিব, কৃপণতা না করিব,
দিবা নিশি দুই জনে কেলি॥ ২৭০

মোর নৃত্য দেখিবারে চাও?
আধ সে বদন ঢাকি, নয়নে নয়ন রাখি,
নাচিব, ত্যজিয়া লাজ ভয়॥

যদি ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আঁচলে বাতাস দিব, উপন্যাস শুনাইব,
ঊরু পর শির তব রাখি॥

আসে পাশে রসের বালিস।
হৃদয় মাঝারে থো'ব, আদরে ঘুম পাড়াইব,
মিটাইও অঙ্গের আলিস॥

* * * *

বিদেশীর আগমন।

(তখন) এল কোন জন কেহ হয় তাঁর। ২৮০
পিতা ভ্রাতা বন্ধু কি তাঁর কিঙ্কর॥

জিজ্ঞাসিলে বলে শুধু 'আমি তাঁর।'
নাহি পাই কোন পরিচয় আর॥

সর্ব্বদা আমার সাথে সাথে রয়।
প্রাণনাথ কথা মোর সনে কয়॥

যদিও সদাই রহে সাথে সাথে।
বদন তাহার না পাই দেখিতে॥

আমারে কহিল "শুন বিরহিণী।
বড়ই নিঠুর তোর স্বামী যিনি॥

নিজ জন প্রতি করে অত্যাচার। ২৯০
বিবিধ যন্ত্রণা দেয় বারে বার॥"

শুনিয়া এ কথা সুখের স্বপন।
চির দিন আশা ভাঙ্গিল তখন॥

তবে কি কেবল দুখের লাগিয়া।
জনমিনু মুই ধরাতে আসিয়া?

তবে কি আপন মোর কেহ নাই।
অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই?

কাতর হইয়া উঠিনু দাঁড়ায়ে।
কহিনু বিধিরে দু' কর জুড়িয়ে॥

"নিঠুরের হাতে মোরে সঁপে দিলি। ৩০০
কোন্ অপরাধে এ ভবে আনিলি?

অবলা রমণী নিঠুরের হাতে।
কে রক্ষিবে মোরে সে ভাঙ্গিলে মাথে?

স্বামী বই আর কে আছে আশ্রয়।
যাব কার কাছে স্বামী নিরদয়॥

কিসের লাগিয়া করিলি সৃজন।"
কাঁদিয়া কাতরে হনু অচেতন॥

সখী পাশে বসি শিয়রে সে জন।
কহিতে লাগিল মধুর বচন॥

"তোর প্রাণনাথ নিঠুর সে নয়। ৩১০
নিদয় দেখায় কিন্তু প্রেমময়॥

তোকে যা লিখিল ভুলি না যাইবি।
যেমন হইবি তেমন পাইবি॥"

শুনিয়া, আশ্বাস পাইলাম মনে।
দুঃখ আর কারু নাহি দিব প্রাণে॥

দয়ালু হইলে দয়াল পাইব।
তবে পতিব্রতা ধরম সাধিব॥

কহে সেই জন "পতিব্রতা শুন।
তোর স্বামী হয় ভুবন মোহন॥

কুরূপিণী তুই তোরে নিবে কেন। ৩২০
তোমা হতে ভাল কত তার গণ॥"

এ কথা শুনিয়া কান্দিনু বিকলে।
ধুইলাম অঙ্গ নয়নের জলে॥

মলিন বলিয়া পতি ত্যাগ করে।
তবে কে আশ্রয় দিবে আর মোরে ?

হাসিয়া কহিল "ভাল বে'সো তারে।
আদরে রাখিবে হৃদয় মাঝারে॥"

ইহাতে মনেতে গৌরব হইলে।
কান্দায় আবার কটু কথা বলে॥

কোন নিজ জনে বাসিতাম ভাল। ৩৩০
কে আসি তাহারে হরিয়া লইল॥

বহু দিন কান্দি শোকের লাগিয়া।
অবিরত ধারা পড়ে আঁখি দিয়া॥

সর্ব্বাঙ্গ মলিন হৃদয়েতে তাপ।
অন্তরে বাহিরে কত মোর পাপ॥

সে সব, শোকেতে দ্রবীভূত হ'ল।
আঁখি-বারি রূপে বাহিয়া চলিল॥

যখন অধীর বড় হয় হিয়ে।
মোরে শান্ত করে মধু কথা কয়ে॥

এই মত মোর কত দিন গেল। ৩৪০
ক্রমে ক্রমে মন কিছু শান্ত হ'ল॥

তখন কহিল "চল মোর সাথ।
দেখাব তুহারে তোর প্রাণনাথ॥"

আনন্দে চলিনু বনে লয়ে গেল।
কাঁটা বনে ফেলি কোথা পলাইল॥

সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষত আইলাম ঘরে।
বলে "পা'র কাঁটা দিব বা'র করে॥"

কহিলাম আমি "আর কাজ নাই।
ভুলিব না আর তোমার কথায়॥"

যমুনায় যাই ঝারি লয়ে কাঁকে। ৩৫০
গহ্বর করিয়া সেই পথে রাখে॥

পড়ে ব্যথা পাই ঝারি ভেঙ্গে যায়।
হাসে দাঁড়াইয়া হাতে তালি দেয়॥

ফাকি দিয়া পুন কূপে ফেলাইল।
কৃপা করি ধরি পুনঃ উঠাইল॥

আমি যদি কান্দি অঙ্গে দুঃখ পাই।
তাহে দুঃখ নাই হাসিয়া উড়ায়॥

এই মত রঙ্গ করে মোর সনে।
কখন দারুণ ক্রোধ হয় মনে॥

আবার দেখিয়া সরল ব্যাভার। ৩৬০
তার প্রতি ধায় অন্তর আমার॥

আবার কখন ধরে মোর করে।
কাণে কাণে বলে "ভজহ আমারে॥"

রাগ আমি করি পলায় সে ত্রাসে।
দূরে দূরে রহে নিকটে না আসে॥

দুর্ব্বলা রমণী পায়ে পায়ে ভয়।
বিভীষিকা দেখি প্রাণ উড়ি যায়॥

স্বামী নিরুদ্দেশ সে জন রয়েছে।
মোর রক্ষা লাগি সদা কাছে আছে॥

এ সব দেখিয়া ক্রোধ দূরে যায়। ৩৭০
পুন ভুলি যাই তাহার কথায়॥

এক দিন দেখি আড়ালে বসিয়া।
মৃদু স্বরে কান্দে কাতর হইয়া॥

সব কথা কাণে নাহি প্রবেশিল।
যেন আধ বোলে মোর নাম নিল॥

কিছু নাহি জানি কিবা তার মনে।
ক্ষণেক বিলম্বে মিলিল মু সনে॥

তার ভাব দেখি চিন্তিত হৃদয়।
ভাবিলাম আজ লব পরিচয়॥

কহিলাম তারে বিনয় করিয়া। ৩৮০
" পতি কাছে মোরে চল গো লইয়া॥

জানিলাম মনে তুমি মোর সখা।
বল পতি সনে কিসে হয় দেখা॥"

বলিল আমারে " লব তার কাছে।
তোর প্রাণেশ্বর যেথা লুকি আছে॥"

ভাবিতে ভাবিতে গেনু তার সাথে।
দেখি কত লোক বসিয়া সভাতে॥

ইতি উতি চাই পতি দেখিবারে।
আনন্দে হৃদয় দুর দুর করে॥

দেখাইয়া বলে " ওই তোর পতি।" ৩৯০
তাঁহারে দেখিয়া ভয় পানু অতি॥

হাড়মালা গলে ভস্ম মাখা গায়।
নিরাশ আগুনে শুখালো হৃদয়॥

হাসিয়া কহিল, " অপরাধ কৈলে।
পতি দেখে ভয়ে নয়ন মুদিলে?"

আমি—

উহারে দেখিলে ভক্তির উদয়।
হৃদয়ে ধরিতে মনে ভয় হয়॥

প্রাণেশ্বর হবে হৃদয়ে ধরিব।
অমিয় সাগর মাঝারে ডুবিব॥

ইনি গুরু জন দেখে ভক্তি হয়। ৪০০
বল বল মোর প্রাণনাথ কই॥

তিনি—

“ ভাল বলিয়াছ		ওই দেখ চেয়ে।
স্বামী গজ মুখ		আছেন বসিয়ে॥

পরম সুন্দর		সুবলিত দেহ।
নয়ন ভরিয়া		পতি মুখ চাহ॥”

দুঃখেতে কহিনু		“ শুন মহাশয়।
মানুষে গজেতে		প্রীতি নাহি হয়॥

গজের যে রূপ		করিণী বুঝিবে।
মানুষ কেমনে		সে রূপে ভুলিবে?

দেখিব যখন		পিয়া মুখ চন্দ।		৪১০
উথলিবে প্রাণে		কেবল আনন্দ॥”

ইহাতে কহিল		ব্যঙ্গ করি অতি।
“ কোথা পাব তোর		মনোমত পতি?

পতি দেখ চেয়ে ”		দেখা’ল আমারে।
অনেক রমণী		সভার মাঝারে॥

কেহ দশভূজা		কারু হাতে বীণা।
কেহ উলঙ্গিনী		বিকট দশনা॥

আমি কহিলাম		বিরক্ত হৃদয়।
“ রমণী রমণী		মিলন কি হয়?

এরা হবে মোর মাতা কি ভগিনী। ৪২০
কেহ দিদি বুড়ি কেহ বা সঙ্গিনী॥

প্রাণ কান্দে মোর পতির লাগিয়া।
কি করিব মুই রমণী লইয়া?

মনে বোধ হয় রহস্য করিছ।
মনোদুঃখ মোর কিছু না দেখিছ॥

চরণে মিনতি বেদনা দিও না।
মোর প্রাণনাথ কোথায় বল না॥

আশা দিয়া দিয়া, নাচাও আমারে,
কথা শুনে ভুলে যাই।

আশা ভাঙ্গি ভাঙ্গি, জ্বালহ আগুণ, ৪৩০
বুক পুড়ে হয় ছাই॥

অতি দুঃখী আমি, ভুলেছেন স্বামী,
স্বামী লোভ দেখাইয়া।

দুঃখ দাও মোরে, দগ্ধ অবলারে,
কঠিন তোমার হিয়া॥"

এ কথা বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
তথায় বসিয়া পনু।

কান্দিনু ফুকরী, "উহু মরি মরি,"
বদন ঝাপিয়া রনু॥

তখন—

হাসি তেয়াগিল নীরব হইল। ৪৪০
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহিতে লাগিল॥

" শুন হে সরলে কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী!
কি বলিব তোরে সুধাংশু-বদনী॥

কহিতে তুহারে মনে বাসি ভয়।
তোর প্রাণ-পতি মোর মত হয়॥"

বদন তুলিয়া চাহ মোর পানে।
কাল মুখ যদি ধরে তোর মনে॥"

মনে মনে ভাবি রহস্য করিছে।
ক্রন্দন দেখিয়া মনেতে হাসিছে॥

কিন্তু ভঙ্গ স্বরে কহিল আমারে। ৪৫০
তাহাতে বুঝিনু কান্দিছে অন্তরে॥

তখন চাহিনু তাহার বদনে।
কত সুধা ঝরে কমল-নয়নে॥

হাসিবারে গেল নয়ন দ্রবিল।
আমার হৃদয়ে শেল বিঁধি গেল॥

কহিল আমারে " হে সরল মতি!
অকৃপা ক'র না আমি তোর পতি॥"

* * * *

আঁচলে ঝাঁপিনু মুখ। ধ্রু।

চিরদিন মনে, যা' ছিল সঞ্চিত,
উথলে উঠিল দুখ॥ ৪৬০

কান্দিয়া কান্দিয়া, অধীর হইনু,
তিনি বসিলেন আগে।

কর ধরি কহে, "তোর পতি আমি,
ভালবাসা ভিক্ষা মাগে॥

কঠিন এ হিয়া, উঠিছে কান্দিয়া,
দেখিয়া তুহার দুঃখ।

নয়ন মুছহ, মোর পানে চাহ,
দেখি তোর চন্দ্র-মুখ॥

যদি অপরাধী, তোর কাছে থাকি,
তবু তোর পতি হই। ৪৭০

তুই পতিব্রতা, আমি তোর স্বামী,
কৃপা কর কৃপাময়ী॥"

অবাক হইয়া, রহিনু চাহিয়া,
দেখিয়া তাহার কাজ।

"কি কর কি কর," বলিয়া শ্রীকর,
ধরিনু হৃদয় মাঝ॥

"তুমি সর্ব্বেশ্বর, সবার উপর,
তুমি যদি ক্ষমা যাচ।
অধীনী কিঙ্করী, বল হে কি করি,
যাইবে তোমার কাছ॥ ৪৮০

একে অপরাধী, তাহে নিরবধি,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি।
তুমি ক্ষমা চাহ, যেন কত দোষী,
কেমনে সহিতে পারি॥

এরূপ সৌজন্য, শুধু তোমা ভিন্ন,
অন্যে না সম্ভব হয়।
বলি যুড়ি হাত, দৈন্য রাখ নাথ,
হৃদয় ফাটিয়া যায়॥

দুর্ম্মতি প্রবলা, অবলা দুর্ব্বলা,
সদা মোর ভ্রান্ত মন। ৪৯০
নিজ কর্ম্ম দোষে, বেড়াইনু ভেসে,
কূল পাইনু এখন॥

কহি মনোকথা, মুখে পতিব্রতা,
মনে ভক্তি মাত্র নাই।
বলি দয়াময়, ভাবি নিরদয়,
ভয়ে জনম গোঁয়াই॥

আছে কি না আছে, সমুদায় মিছে,
রহিব কি হব লয়।

ইহাই ভাবিয়া, তোমা না ভজিয়া,
জনম করিনু ক্ষয় ॥ ৫০০

আগে যদি জানি, তুমি গুণমণি,
তবে কি এ দশা হয়।

তোমারে খুঁজিয়া, যৌবন যাচিয়া,
সঁপিতাম রাঙ্গা পায় ॥

এ মোর যৌবন, বৃথা বহি গেল,
থাকিতে এ গুণমণি।

এই দুখ মোর, উথলে হৃদয়ে,
ক্ষম তোর কাঙ্গালিনী ॥

সহস্র সহস্র, দিন বয়ে গেল,
এ দুখ কহিব কাকে। ৫১০

তোমারে ভুলিয়া, কেমনে রহিনু,
তুমি শুয়ে মোর বুকে ॥"

* * * *

কোলেতে করিল মুছাল নয়ন।
"অতি গুপ্ত কথা বলি প্রিয়া শুন ॥

পুরিবে বাসনা   নিশ্চিত জানিলে।
মিলনে কভু কি   আনন্দ উথলে?

সন্দেহ কেবল   পিরীতি বর্দ্ধন।
সন্দেহ জীবের   বহুমূল্য ধন॥

বিয়োগ সন্দেহ   যদি না রহিত্।
তবে কি সংসার   সরস হইত?   ৫২০

এবে কোলে, তবু   সন্দেহ করিবি।
সন্দেহ করিয়া   আবার কান্দিবি॥"

যে বলিল আর   দেখিতে না পাই।
কোথায় গিয়াছে   ফেলিয়া আমায়॥

কি দেখিনু মুই   সত্য কি স্বপন।
বলাই কি তারে   পাবে দরশন?

চতুর্থ সখীর কাহিনী।

প্রেম-তরঙ্গিণী।

মধুর নিকুঞ্জে, অলি-কুল গুঞ্জে,
মত্ত মধু খাই খাই।
অবলা সরলা, নাহি প্রেম-জ্বালা,
কুসুম তুলিতে যাই॥

নির্জ্জনে সচ্ছন্দে, মনের আনন্দে,
বেড়াই কুসুম-বনে।
ফুল-ডাল ধরি, সুখে শোভা হেরি,
নাসিকা মাতয়ে ঘ্রাণে॥

মালতী তুলিয়া, মালাটি গাঁথিয়া,
আপন গলায় পরি। ১০
দর্পণ লইয়া, বিপিনে বসিয়া,
আপন বদন হেরি॥

বেণী বান্ধি মাথে, গন্ধরাজ তাতে,
মনে হলে বেণী খুলি।

আনন্দে অজ্ঞান, সুখে করি গান,
অঙ্গের বসন ফেলি॥

না জানি কারণ, কখন কখন,
আপন মনেতে হাসি।

আবার কখন, কি করে পরাণ,
কান্দি বৃক্ষ-তলে বসি॥ ২০

* * * *

নির্জ্জন কাননে, শুনি কোন দিনে,
যেন কে শবদ করে।

মনে বোধ হয়, আড়ালে দাঁড়ায়ে,
কেবা যেন দেখে মোরে॥

ইহাতে কিঞ্চিৎ, হইনু কুণ্ঠিত,
পুন ভাবিনু অন্তরে।

দেখিছে আমায়, ক্ষতি কিবা তায়,
না দেখিব আমি ওরে॥

কখন বা পাছে, কখন বা পাশে,
সদাই আড়ালে থাকে। ৩০

আনমনা হ'য়ে, যবে দেখি চেয়ে,
ছায়া-মত দেখি তাকে॥

যখন সে যায়, কিবা বাজে পায়,
রুণু ঝুনু শুনি কাণে।

পাছে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
অঙ্গ-গন্ধ পাই ঘ্রাণে॥

যেন বংশী-ধ্বনি, দূর হ'তে শুনি,
কেমন করয়ে মন।

শুনিবারে যাই, ফিরি ভয় পাই,
কি জানি সে কোন জন॥ ৪০

দেখিবারে তারে, কভু ইচ্ছা করে,
কাঁপিয়া উঠয়ে প্রাণী।

আড়চোখে চাই, দেখিতে না পাই,
তবু কাছে আছি জানি॥

চির একাকিনী, সঙ্গী নাহি জানি,
একি দায় হ'ল মোরে।

কিবা ভাবে মনে, মঞ্জীর চরণে,
কেন পাছে পাছে ফিরে॥

* * * *

মালতী শুঁকিয়ে, বিভোর হইয়ে,
ভাবি শুঁকাইব কারে। ৫০

একলা শুঁকিয়ে, তিরিপ্তি না হয়ে,
তাই মনে পড়ে তারে॥

গাঁথি গুঞ্জহার, অতি মনোহর,
ভাবি কারে দেখাইব।

সুন্দর সুজন, পাই কোন জন,
তবে তারে পরাইব॥

একাকী বেড়াই, যদি কারু পাই,
মোর মনোমত হয়।

দু'জনে বেড়াব, সুখে কথা কব,
মালা গাঁথি দিব তায়॥ ৬৯

* * * *

করুণার স্বরে, বংশী ধ্বনি করে,
লুকাইয়া বুলে বনে।

কি জানি কেমনে, দ্রব হয় প্রাণে,
বাঁশীর করুণ-গানে॥

বৃক্ষ-তলে বসি, শুনিলাম বাঁশী,
নয়নে চলিল ধারা।

অবলা রমণী, কিছু নাহি জানি,
যেন কিবা ধনে হারা॥

ধৈরয ধরিয়া, তাহার লাগিয়া,
গাঁথিনু চিকণ হার। ৭০

বকুলের ডালে, রাখিলাম তুলে,
লবে, ইচ্ছা হ'লে তার॥

বিপিন ঘুরিয়া, দেখিনু আসিয়া,
নাহিক আমার মালা।

নূতন গেঁথেছে, সেখানে রেখেছে,
বাসে ভৃঙ্গ মাতোয়ালা॥

আমার লাগিয়া, রেখেছে গাঁথিয়া,
লয়েছে আমার মালা।

নিব কি না নিব, কিবা উপেক্ষিব,
হাম অবোধিনী বালা॥ ৮০

হাম অভাগিনী, কেমনে তা জানি,
দেখিনু সুন্দর মালা।

জীর্ণ পুষ্প-হার, এত শক্তি তার,
ফাঁসেতে বান্ধিবে গলা॥

সেই মালা নিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া,
গলায় তুলিয়া দিনু।

মুখ তুলি চাই, দেখিবারে পাই,
নবীন নীরদ কানু॥

* * * *

বৃক্ষ হেলা দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া,
আছে দাঁড়াইয়া দেখি। ৯০

কি জানি প্রথমে, ধান্ধায় নয়নে,
দেখিতে নারিনু. সখি॥

ক্রমেতে ফুটিল, পরিষ্কার হ'ল,
আগে দেখি পদ দুটি।

রাতুল চরণ, পল্লব নবীন,
পদ্ম আধ কিবা ফুটি॥

নৃত্য করিবারে, সোণার মঞ্জীরে,
সাজিয়াছে পা দু' খানি।

ডাল ধরি আছে, আঁটিয়া বেন্ধেছে,
অতি ক্ষীণ মাজা খানি॥ ১০০

অতি সুকুমার, নবীন নাগর,
গলে দোলে বন-মালা।

আদরে ভাসিছে, গলিয়া পড়িছে,
বরণ চিকণ কালা॥

বদন দেখিতে, তারা নাহি উঠে,
একি দায় মোর হ'ল।

পালটে চাহিতে, আঁখিতে আঁখিতে,
তারা তারা মিলি গেল॥

নয়ন কমল, রসে টলমল,
আরোপিল মোর মুখে। ১১৯

প্রসন্ন বদন, প্রেম নিকেতন,
বিন্ধে গেল মোর বুকে॥

কোন বা রসিকা, অলকা তিলকা,
দিয়াছে সে চাঁদ-মুখে।

একি চমৎকার, রূপ সরোবর,
ধরিল না মোর চোখে॥

স্তম্ভিত হইয়া, রহিনু চাহিয়া,
আঁখি নাহি কথা শুনে।

রমণী গৌরব, লজ্জা ভয় সব,
টানি নিল নিজ গুণে॥ ১২০

বিম্ব ওষ্ঠাধর, কাঁপে থর থর,
কি কহিল ধীরে ধীরে।

বুঝিতে নারিনু, চাহিয়া রহিনু,
তমাল তরুটি ধরে॥

বদন কমলে, নানা ভাব খেলে,
ছল ছল রাঙ্গা আঁখি।

রুণু ঝুনু বাজে, এলো ধীরে কাছে,
মোর দুর দুর বুকি॥

পলাইতে চাই, শকতি ত নাই,
নয়নে বেন্ধেছে মোরে। ১৩৫

অবশিত অঙ্গ, হৃদয় তরঙ্গ,
শুধু কাঁপি থর থরে॥

কথা না কহিল, চিবুক ধরিল,
চুম্বিল বদন মোর।

স্পর্শ ঘ্রাণ পেয়ে, প'নু মুরছিয়ে,
ধরিল আপন কোর॥

* * * *

চেতন পাইয়া, চলিনু ধাইয়া,
লুকাইনু গৃহ কোণে।

বিরলে বসিনু, কান্দিতে লাগিনু,
ধৈরয না মানে প্রাণে॥ ১৪০

ফিরিল প্রকৃতি, ফিরিল আকৃতি,
সঙ্গিনী চিনিতে নারে।

চঞ্চল আছিনু, গম্ভীর হইনু,
কথা নাহি কহি কারে॥

অন্তর নির্ম্মল, আপনি হইল,
কি লাগি বলিতে নারি।

আনন্দ হৃদয়ে, খেলিছে সদায়ে,
দিবস রজনী ঝুরি॥

আমি কোন জন, বুঝিনু তখন,
আগে জানি না অন্তরে। ১৫০

আছে নিজ জন, বুঝিনু তখন,
একা নহি এ সংসারে॥

আছে মোর ঘর, সংসার আমার,
এ বাড়ী আমার নয়।

আমি না আমার, আমি হই তার,
হইল এ জ্ঞানোদয়॥

যত নিজ জন, আপন আপন,
আছয়ে সংসার লই।

শুদ্ধ সে আমার, কেহ নাহি আর,
সেই নিজ জন বই॥ ১৬০

কেবল আমার, কেহ নাহি আর,
ইহাতে আনন্দ উঠে।

তার নাম কথা, বাস তার যথা,
সব মোর লাগে মিঠে॥

তাহার সম্বন্ধ, যে কোন প্রবন্ধ,
যথা শুনি যাই চুপে।

নয়ন মুদিলে, হৃদয়-কমলে,
হেরি সেই রস-কূপে॥

সম্মুখে দর্পণ, দেখিতে বদন,
চন্দ্র-মুখ দেখি তার। ১৭০

অতি লজ্জা পাই, মুখ ফিরি চাই,
দেখিতে না পাই আর॥

স্বপন নিশিতে, দেখি কত মতে,
প্রভাতে না থাকে মনে।

সদাই হুতাশ, ঘন দীর্ঘ শ্বাস,
তার চিন্তা রাতি দিনে॥

চমকি চমকি, উঠি থাকি থাকি,
সখীগণ পুছে মোরে।

"কিবা আগে ছিলি, কিসে হেন হলি,
কি ব্যথা হয়েছে তোরে॥" ১৮০

সখীরে কহিনু, "বিপিনে দেখিনু,
নবীন পুরুষ রত্ন।

সত্য কি দেখিনু, কি ধান্ধায় পনু,
কিবা দিবাভাগে স্বপ্ন॥"

সখীরা কহিলে, "নন্দের দুলালে,
দেখিলি বিপিনে সই।

তাহারে ভজিবে, কান্দিতে হইবে,
আগে তোরে বলে থুই॥”

যাই বন মাঝে, বুলি অতি লাজে,
চকিত হরিণী মত। ১৯০

আড় চোখে চাই, উদ্দেশ না পাই,
ফিরি আসি মর্ম্মাহত॥

আর নাহি শুনি, মুরলীর ধ্বনি,
না শুনি মঞ্জীর রব॥

কুসুম ফুটিলে, গন্ধ নাহি মিলে,
নিরানন্দ দেখি সব॥

ঘরেতে বসিয়া, গবাক্ষ খুলিয়া,
আঁখি দিয়া বহে লোর।

স্থির হয়ে থাকি, এক দিঠে দেখি,
যদি যায় চিত্ত-চোর॥ ২০০

রুণু ঝুণু ধ্বনি, যদি কভু শুনি,
চমকিয়া উঠি চাই।

দেখি দেখি দেখি, কোথা প্রাণপাখী,
আর না দেখিতে পাই॥

বনেতে খুঁজিব, হবে প্রিয় লাভ,
সংকল্প করিনু মনে।

যদি নাহি পাব, ঘরে না ফিরিব,
বনে রব চির দিনে॥

নিজ জন সব, ছাড়ি বনে রব,
কান্দিয়া উঠিল প্রাণে। ২১৫

আপন যে আছে, সকলের কাছে,
বিদায় লইনু মনে॥

* * * *

বৈশাখ বিকালে, বেলা-মালা গলে,
কবরীতে গন্ধরাজ।

নয়নে কাজর, মল্লিকা বেসর,
পাগলিনী মত সাজ॥

আঙ্গিনা আসিয়া, ভূমে লোটাইয়া,
প্রণমিনু নিজ বাড়ী।

কান্দিতে কান্দিতে, চলি যাই পথে,
বনেতে প্রবেশ করি॥ ২২০

মালঞ্চ মাঝারে, ক্রমে যাই ধীরে,
দাঁড়ানু টগর তলে।

হইয়া অবলা, খুঁজি নন্দলালা,
লাজ ভয় দিনু জলে॥

আইনু তাঁহারে, বনে খুঁজিবারে,
কোথায় খুঁজিব তাঁয়।

দেখি দেখি দেখি, কোথা যায় লুকি,
রুণু ঝুনু বাজে পায়॥

সহজে স্বপনে, কি দেখিনু বনে,
সত্য কি পাইব তাঁরে। ২৩০

সত্য কি বিপিনে, থাকে সেই জনে,
যুবতী বধের তরে?

চৌদিকে বিজন, দেখিনু বিপিন,
গাইতে লাগিনু গান।

কোকিল ময়ূরী, ভৃঙ্গ শুক সারি,
সঙ্গেতে ধরিল তান॥

সুরট—ঝাঁপতাল।

সেইত কাল শশী
চাহিল ঈষৎ হাসি
হৃদয়ে গেল পশি
উহু উহু বিন্ধিল বাণ। ২৪০

হাম ত কুলবালা
না জানি প্রেম-জ্বালা
কি কৈলে চিকণ কালা
নিল নিল রে কুল-মান।

কিবা রূপ ধরিল
আগে আসি দাঁড়াইল
অবলার পরাণ নিল
এস এস রাখ পরাণ।

মন চুরি করিয়া
একা গেল ফেলিয়া ২৫০
কাঁপে অবলা হিয়া
গুরুজন রুষিছে মোরে।

বাহু পসারিয়া
হৃদি মাঝে চাপিয়া
নিয়ে চল লুকাইয়া
বন-বাসিনী কর মোরে।

গাইতে গাইতে গীত পদ্ম গন্ধ পাই।
নাসিকা মাতিল গন্ধে চারিদিকে চাই॥

রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু বাজিয়া চলিল।
মাধবী লতার মাঝে যেন সে লুকাল॥ ২৬০

শুনিছে শুনিছে গীত নিশ্চয় জানিনু।
লজ্জায় কাতর হয়ে বদন ঝাঁপিনু॥

কি করিব কোথা যাব একাকিনী নারী।
ভাবিলাম যমুনায় ঝাঁপ দিয়া মরি॥

এমন সময় শুনি বন প্রান্ত ভাগে।
মোহন মুরলী বাজে যেন মোরে ডাকে॥

স্তম্ভিত হইয়া শুনি দিক নাহি জানি।
এক দিকে বাজে চারি দিকে প্রতিধ্বনি॥

বৃক্ষ মঞ্জরিত হ'ল পরিমল ঝরে।
শুক শারী মৃগ সুখে কলরব করে॥ ২৭০

বাঁশী রবে ত্রিজগত শীতল হইল।
আমার পরাণ সখি কান্দিয়া উঠিল॥

এমন করুণ স্বরে মুরলী বাজায়।
কান্দিয়া উঠয়ে প্রাণী কাম গন্ধ নাই॥

কেন কান্দে কেন কান্দে কিবা দুঃখ মনে।
বাঁশী ছলে কেন কান্দে এ ঘোর কাননে॥

কার প্রেমে কান্দি বুলে অধীর হইয়া।
প্রেম বিনা কেন কান্দে এরূপ করিয়া॥

ধিক্ ধিক্ নিঠুরা সে কালারে কান্দায়।
ক্রন্দন শুনিলে সেই বজ্র গলে যায়॥ ২৮৭

মতিচ্ছন্ন হ'ল সখি ভাবিতে ভাবিতে।
যোড় করে ঊর্দ্ধ মুখে চলি যায় পথে॥

* * * *

তখন—

কাত্যায়নী ঠাঁই, পূজিবারে যাই,
সে স্থান বিরল অতি।

কুসুম চন্দনে, পূজিনু চরণে,
"দাও মোর প্রাণপতি॥

মাতার হৃদয়ে, স্নেহ রূপ হয়ে,
তুমি মা বিরাজ কর।

অন্নপূর্ণা হয়ে, জীবে অন্ন দিয়ে,
ক্ষুধার্ত্তের দুঃখ হর॥ ২৯০

বিপদে পড়িলে, তোমারে ডাকিলে,
'মাভৈ' বলিয়া এস।

ত্রৈলোক্য-তারিণী, ভক্তি প্রদায়িনী,
ঘুচাও আমার ক্লেশ॥

তুই মা জননী, মমতার খনি,
দুঃখিনী তনয়া তোর।

যৌবন হয়েছে, পরাণ কান্দিছে,
কোথা প্রাণনাথ মোর॥

আমারে ছুঁয়েছে, পরাণ নিয়েছে,
পশেছে হৃদয়ে রূপ। ৩০০

ঘান্ধা কটি আঁটি, রাঙ্গা আঁখি দুটি,
দে মা সেই রস কূপ॥"

*　　*　　*　　*

অতঃপর—

বিরল পাইয়া, হৃদয় খুলিয়া,
বলিতে হৃদয় ব্যথা।

যেন মোর পাছে, দাঁড়াইয়া আছে,
শুনে সে আমার কথা॥

মুখ ফিরি চাই, দেখিতে না পাই,
কোথা লুকাইল বনে॥

পূর্ব্বকার মত, শ্রবণ অমৃত,
রুণু ঝুণু শুনি কাণে॥ ৩১০

অবাক হইয়া, রহিনু চাহিয়া,
জননীর মুখ পানে।

লজ্জা পেয়ে অতি, কহি তাঁর প্রতি,
ধারা বহে দু' নয়নে॥

"যেথা আমি যাই, কাছে দেখি তায়,
মন কথা ক'তে নারি।

দেখা নাহি দিবে, পশ্চাত ফিরিবে,
কি উপায় মাগো করি॥"

মা-জননী যেন, হাসিল তখন,
আমা প্রতি স্নেহ করি। ৩২০

মুকুটে যে ফুল, খসিয়া পড়িল,
ধরিনু অঞ্জলি পূরি॥

সেই ফুল দিয়া, বেণী সাজাইয়া,
চলিনু গহন বনে।

যাই থাকি থাকি, বিভীষিকা দেখি
কত ভয় হয় মনে॥

যবে হয় ভয়, শুনিবারে পাই,
মধুর মঞ্জীর ধ্বনি।

দূরে যায় ভয়, ভরসা উদয়,
কাছে আছে মনে জানি॥ ৩৩০

না পারি যাইতে, এ ক্লান্ত দেহেতে,
বসিনু বৃক্ষের তলে।

আন্ধার ভুবন, নমিত বদন,
হিয়া ভাসে আঁখি জলে॥

"কি হ'ল দুরাশা, মোর ভালবাসা,
সঁপিনু কাহার পায়।

আমি বাসি ভাল, তার কিবা বল,
তার কিবা এসে যায়॥

ভালবাসি যেন, কিনিনু সে জন,
সে কেন বাসিবে ভাল। ৩৪০

আমি কুরূপিণী, সে ত সুধা-খনি,
স্বেচ্ছাময় চির কাল॥

বাসে যদি ভাল, তবে কেন বল,
আমা দেখি যায় দূরে।

সর্ব্বদাই কাছে, সঙ্গেতে ফিরিছে,
দেখা ত না দেয় মোরে॥"

কান্দিয়া কহিতে, পাইনু শুনিতে,
সেই মঞ্জীরের ধ্বনি।

মুখ তুলে চাই, দেখিবারে পাই,
সেই নীলকান্ত মণি॥ ৩৫০

* * * *

চাহি মোর পানে, করুণ নয়নে,
শুনিছে আমার কথা।

লজ্জা পাই মনে, নমিত বদনে,
আঁচলে ঝাঁপিনু মাথা॥

তাহার চরিতে, কিবা হ'ল চিতে,
চলিলাম ক্রোধ ভরে।

ভরসা মনেতে, সে আসি পশ্চাতে,
সাধিবে বিনয় করে ॥

বহু দূর যাই, শুনিতে না পাই,
মধুর মঞ্জীর কাণে। ৩৬০

পাছে ফিরে চাই, নাহি দেখি তায়,
বসিনু নিরাশ প্রাণে ॥

হৃদয় জানিল, তবু উপেক্ষিল,
আর না বাঁচিতে সাধ।

তাঁহার সম্মুখে, প্রাণ দিব দুঃখে,
দিয়া তাঁরে অপরাধ ॥

হেন কালে দেখি, যত প্রিয় সখী,
আমা খুঁজিতেছে বনে।

আমারে দেখিয়া, তুরিত আসিয়া,
বসে সবে সেই খানে ॥ ৩৭০

বলে সখীগণ, "শ্রীনন্দ-নন্দন
ভজিয়া এ দুঃখ তোর।

"কহিনু তখনি, না শুনিলি বাণী,
কান্দি এবে হলি ভোর ॥

"কথা শুন সখি, বাঁকা পথ রাখি,
চল সোজা পথ ধরি।

"চির প্রচলিত, যেই সাধু পথ,
কুল রাখ, কুল-নারী॥"

বিচারিনু মনে, কহে সখীগণে,
আমার হিতের কথা। ৩৮০

পরাণ যে হতে, দিনু তাঁর হাতে,
সেই হতে মনোব্যথা॥

এই ব্রজপুরী, যত কুল-নারী,
সুখেতে সংসারে বুলে।

করিতে পিরীতি, হইল দুর্ম্মতি,
এবে ভাসি আঁখি-জলে॥

সখীরে কহিনু, "মনে বিচারিনু,
আর না ভজিব তাঁরে।

রহিব সংসারে, যেন সবে করে,
ফিরে যাব চল ঘরে॥" ৩৯০

এ কথা কহিতে, পাইনু দেখিতে,
হিয়া মাঝে দাঁড়াইয়ে।

যারে ভালবাসি, সেই কাল-শশী,
এক দিঠে মোরে চেয়ে॥

মলিন বদন, কাতর নয়ন,
মু'খানি শুখায়ে গেছে।

যেন ভয় পেয়ে, সাধিছে বিনয়ে,
আমি তাঁরে ছাড়ি পাছে ॥

সে মুখ দেখিয়া, "যাব না" বলিয়া,
মূরছি পড়িনু ধরা। ৪০০

"কি হ'ল" "কি হ'ল," সখীরা ধরিল,
আমি রই জ্ঞান-হারা ॥

হেন অচেতন, ছিনু বহুক্ষণ,
কিছুই না আমি জানি।

পদ্ম গন্ধ পাই, আঁখি মেলি চাই,
মঞ্জীরের রব শুনি ॥

সখী কহে কাণে, "চাহ আঁখি কোণে,
শিওরে কে, সখি হের।"

এ কথা শুনিয়ে, মস্তক ফিরায়ে,
দেখি মোর প্রাণেশ্বর ॥ ৪১০

* * * *

তাপ অতিশয়, অঙ্গে বস্ত্র নাই,
যখন হেরিনু তারে।

অতি লজ্জা পেয়ে, বদন ঝাঁপিয়ে,
রহি আমি পাশ ফিরে ॥

পুন ভাবি মনে, পলাবে এখনে,
যদি না সম্ভাষ করি।
আসনে বসিতে, সখীরে ইঙ্গিতে
কহি, আমি ধীরি ধীরি॥
কহে সখী কাণে, "শুয়ে আছ কেনে,
বঁধুরে আদর কর।" ৪২০
আমি কহি কাণে, "উঠিতে পারিনে,
ক্ষীণ অঙ্গ জর জর॥"
কহে সখীগণ, "শুন সুবদন,
সঙ্গিনী কাতর হের।
সম্ভাষ করিতে, নারিছে উঠিতে,
কৃপা করি ক্ষমা কর॥"
সে কথা শুনিয়া, শিওরে বসিয়া,
কহিতে লাগিল বঁধু।
প্রথম তখন, পাইল শ্রবণ,
বচন কমল মধু॥ ৪৩০
কহে চন্দ্রমুখ, "মনে পাই দুখ,
দেখিয়া বালার ব্যথা।"
এ কথা শুনিয়ে, আরো লজ্জা পেয়ে,
হৃদয়ে লুকানু মাথা॥

কহিছে আবার,　　"কি ব্যথা ইহাঁর,
কি লাগিয়া মর্ম্মাহত।
শকতি আমার,　　থাকে উপকার,
করিব যে সাধ্যমত॥"

শুনি এই বাণী,　　কাতর পরাণী,
বলি "সখি গৃহে চল।　　৪৪০
"এখনি চলিব,　　হেথা নাহি রব,
কি লাগি রহিব বল?

"আমি দুখ পাই,　　কা'র ক্ষতি নাই,
কেবা মোর আমি কা'র।
"নিজ কর্ম্মযোগ,　　করিব সে ভোগ,
নাহি চাহি উপকার॥"

কহে সখীগণ,　　"শুন সুবদন,
সখীর যে মনোব্যথা।
জিজ্ঞাস উহাঁয়,　　কি দুঃখে ধরায়?
তুমি উনি কহ কথা॥"　　৪৫০

কহিছে নাগর,　　"বড়ই কাতর,
তোদের সঙ্গিনী দেখি।
"কি দুঃখ উহাঁর,　　হৃদয় মাঝার,
বিবরিয়া কহ সখি॥"

সখীগণ—

"নিবেদন করি, শুন হে শ্রীহরি,
এনেছি নবীন বালা।
"মোদের সরলে, দিবে তব গলে,
গেঁথেছে চিকণ মালা॥
"শ্রীকর কমলে, সঁপিনু সরলে,
রাখিবে যতন করি। ৪৬০
"না জানে কেমনি, পিরীতি কাহিনী,
শিখাইবে ধৈর্য্য ধরি॥
"হবে রসাভাস, * তুমি রসরাজ,
পাইবে হৃদয়ে ব্যথা।
"ক্ষমি অপরাধ, করিবে প্রসাদ,
কহিবে মধুর কথা॥
"প্রেমের সঞ্চার, হৃদয়ে উহার,
তোমারে সঁপেছে প্রাণ।
"বাহু পসারিয়া, হৃদয়ে লইয়া,
কর আলিঙ্গন দান॥ ৪৭০
"বন ফুল দিয়া, প্রিয়া সাজাইয়া,
আদরিণী করি তারে।

---

* রসাভাস—রসভঙ্গ।

"কুসুম কাননে, বেড়াও দুজনে,
দেখিব নয়ন ভ'রে॥"

তখন তরঙ্গিণীকে কহিতেছেন—

"এবে মোরা যাই, তুমি রহ ভাই,
দুহে লহ পরিচয়।"

* * * *

সখীরা যাইতে, কিবা হ'ল চিতে,
কিছু মাত্র জ্ঞান নাই॥

হইয়া ব্যাকুল, ধরিনু অঞ্চল,
"কোথা যাহ কারে দিয়া। ৪৮০

কি কহিলে তুমি, না বুঝিনু আমি,
ভয়ে কাঁপে মোর হিয়া॥

নহে পরিচিত, না জানি চরিত,
তার কাছে রাখি মোরে।

যদি ফেলে যাবে, কলঙ্ক হইবে,
আর ত না নিবে ঘরে॥

কার লাগি বল, দুকুল নির্ম্মল,
ত্যজি সব নিজ জন?

উনি যে সুজন, হৃদয় কেমন,
জানিয়াছি এই ক্ষণ॥ ৪৯০

চল ঘরে যাই,"　　উঠিনু দাঁড়াই,
ধরিনু সখীর গলে।
কাঁধে মুখ দিয়া,　　কাঁদি ফুকরিয়া,
"কি হ'ল" "কি হ'ল" বলে॥

তখন সখী কহিতেছেন—

একি গো সরলে,　　কান্দিছ বিকলে,
সুপাত্রে সঁপিনু তোরে।
যে জন তোমার,　　চিরদিন যার,
দুঃখ কেন, পেয়ে তারে?
ধুই আঁখি জলে,　　ও পদ কমলে,
কেশ দিয়া মুছাইবে।　　৫০০
যতন করিয়ে,　　রাখিবে হৃদয়ে,
অঙ্গে ব্যথা নাহি দিবে॥
যাহা বাস ভাল,　　মথিবে সকল,
তাহাতে উঠিবে মধু।
সেই মধু দিয়া,　　আদর করিয়া,
তুষিবে আপন বঁধু॥
নব নব রাগে,　　নূতন সোহাগে,
কত সুখ বঁধু দিবে।
প্রেম সরোবরে,　　দু' জনে সাঁতারে,
চিরকাল জুড়াইবে॥　　৫১০

ঘেরিলে আলিসে, রসের বালিসে,
যতনে শোয়ায়ে বঁধু।
ভুজেতে বাঁধিয়া, মুখে মুখ দিয়া,
পিবে সে কমল মধু॥
নয়নে নয়ন, করিয়া মিলন,
নিমিখ হারায়ে র'বে।
নয়ন সলিল, উঠিবে উথলি,
দুহুঁ মুখ ভেসে যাবে॥
কথা কহিবারে, যাবে ধারে ধারে,
কথা না বাহির হবে। ৫২০
অন্তরে অন্তরে, ঝুরিবি নির্ঝরে,
চোখে চোখে কথা কবে॥
আঁচল লইবি, বদন মুছাবি,
বঁধু মুছাইবে তোর।"
শ্রীগৌর-চন্দ্রমা, করুণার সীমা,
বলরাম চিত-চোর॥

* * * *

সখীগণ ফেলি গেল বসিনু তরাসে।
লজ্জায় নমিত মুখ ঝাঁপিলাম বাসে॥
যাই কি না যাই ইহা ভাবিতে ভাবিতে।
অমৃতের ধার কথা পাইনু শুনিতে॥ ৫৩০

তখন নাগর—

মাথা হেঁট করি, কহে ধীরি ধীরি,
"নবীনা বালিকা শুন।

হৃদয় দেখেছ, কঠিন জেনেছ,
তবে না ফিরিলে কেন?

কার কথা শুনে, ফের বৃন্দাবনে,
জান না এ দেব-স্থান?

এখানে ভ্রমিলে, জ্ঞান যায় টলে,
শুনিয়া বাঁশীর গান॥

কে বলিল তোরে, মালা গাঁথিবারে,
গাঁথিলি কাহার তরে? ৫৪০

শ্রীহস্তে গাঁথিলে, তারে সমর্পিলে,
সে কেমনে ত্যাগ করে?

তাহার প্রসাদ, করিলি আস্বাদ,
সেচ্ছায় পরিলি মালা।

কে বলিল তোরে, মালা পরিবারে,
এবে কান্দ কেনে বালা?

শূন্য তু হৃদয়, আবর্জ্জনা নাই,
তাই দেখি বনদেবে।

শূন্য ঘর পেয়ে, প্রবেশিল গিয়ে,
কেন সে বাহির হবে? ৫৫০

কাত্যায়নী ঠাঁই, কান্দ উভরায়,
মা তোকে দিলেন বর।

পিরীতি মাগিলি, পিরীতি পাইলি,
এবে কেন রাগ কর?

সরল দেখিয়ে, মন উঘাড়িয়ে,
কহিব সরল কথা।

আমারে ভজিবি, কেবল কান্দিবি,
পদে পদে পাবি ব্যথা॥

বিপিনে বেড়াই, মায়া গন্ধ নাই,
চির দিন স্বেচ্ছাময়। ৫৬০

তোরে একা ফেলি, যাব সদা চলি
খুঁজিলে না পাবি মোয়॥

এ ঘোর অটবী, একাকী রহিবি,
বিপদে ডাকিবি পড়ি।

যদি ডাক শুনি, আসিব তখনি,
প্রতিজ্ঞা করিতে নারি॥

প্রেমেতে মজিবি, ভস্মে ঘি ঢালিবি,
পিয়াসে মরিবি তুই।

ধন জন করি, কিছু দিতে নারি,
দীন আমি ধন নাই॥ ৫৭০

বসন ভূষণ, তোমায় তোষণ,
হবে না কাঙ্গাল হতে।

মোর ক্ষুধা পেলে, কিছু খেতে চেলে,
হবে মোর হাতে দিতে॥”

করুণার স্বরে, কহিছে নাগরে,
অধিক বাড়িল মায়া।

ঘাড় হেট রহি, কথা নাহি কহি,
বিদরিয়া যায় হিয়া॥

তখন আমি—

ঘোমটা আড়ালে, প্রিয় দেখি ছলে,
প্রিয় না দেখিল মোরে। ৫৮০

দেখিনু বঁধুর, বদন মধুর,
ইন্দু মুখে সুধা ঝরে॥

এ বস্তু আমার, আমি ত তাঁহার,
আমি তার, কি সে মোর।

মন আর প্রাণে, জীবনে মরণে,
সুখে দুখে আমি ওর॥

* * * *

পুন কহে মোরে, করুণার স্বরে,
“আর কিছু বলি শুন।”
কহিবারে গেল, নীরব হইল,
কেবা জানে তার মন? ৫৯০

কহে ধীরে ধীরে, “ভালবাসি মোরে,
যাহা দিবে মোর করে।
গ্রহণ করিব, আনন্দে ভুঞ্জিব,
সাধুবাদ দিব তোরে॥

মোর এক গুণ, আছে বালা শুন,
কহিব সরল হয়ে।
ক্রোধ মোর চিতে, না পাবে দেখিতে,
শান্ত স্নিগ্ধ মোর হিয়ে॥

দুঃখ কভু পাবে, যদি গালি দিবে,
তাতে মোর দুঃখ নাই। ৬০০
করি অপরাধ, মাগিব প্রসাদ,
ধরিব তোমার পায়॥”

আড়চোখে দেখি, ছল ছল আঁখি,
কত ভাব খেলে মনে।
উত্তর শুনিতে, অতি ব্যগ্র চিতে,
চাহিল আমার পানে॥

কি দিব উত্তর, লজ্জায় কাতর,
নানা ভাবে মন-ক্লান্ত।
তার কথা শুনে, নমিত বদনে,
কান্দিলাম অবিশ্রান্ত॥ ৬১০

কিছু ধৈর্য্য ধরি, কহি ধীরি ধীরি,
"তুমি জগ-মনোহর।
রূপে আর গুণে, মধুর বচনে,
অবলারে প্রাণে মার॥

ক্ষমা উপকার, স্বভাব তোমার,
শাস্ত্রেতে শুনিতে পাই।
সত্য কহ মোরে, বঞ্চো না আমারে,
মায়া কি তোমার নাই?"

এই কথা বলি, মুখ খানি তুলি,
বদন-কমলে চাহি। ৬২০
আমার সে ক্ষণ, বড়ই বিষম,
লজ্জা ভয় কিছু নাহি॥

মু পানে চাহিল, হাসিয়া কহিল,
"তুমি তাকি জান না হে?
নির্ম্মোহ নির্গুণ, মায়া-গন্ধ-শূন,
শাস্ত্রেতে বাখানে মোহে।"

সে কথা শুনিয়ে, মর্ম্মাহত হয়ে,
লজ্জা কুণ্ঠা তেয়াগিয়ে।
কর যোড় করি, দীন ভাব ধরি,
ক্লেশে কহি মুখ চেয়ে॥ ৬৩০

"বনদেব শুন, বাঁচন মরণ,
সমান হইল এবে।
তুয়া কাছে বর, মাগি বনেশ্বর,
চাহিলে কি আমা দিবে?
শুণ রূপামৃত, পিয়ু অবিরত,
পর্শ-সুখ করি নাই।
তুয়া বাম কর, দেহ একবার,
পরশি মরিয়া যাই॥"
এ কথা বলিয়া, হাত বাড়াইয়া,
দু'করে লইনু কর। ৬৪০
দুই কর মাঝে, শ্রীকর বিরাজে,
কাঁপে অঙ্গ থর থর॥
চাপি অল্প মাত্র, পুলকিত গাত্র,
ত্রিভুবন সুখময়।
পুন কর লই, কপালে ছোঁয়াই,
জুড়াইল তাপত্রয়॥

কোমল শীতল, রাঙ্গা করতল,
নাসায় লইনু ঘ্রাণ।
দূর গন্ধে যার, ভৃঙ্গ মাতোয়ার,
মোর বিগলিত প্রাণ॥ ৬৫০
সুখ আস্বাদিয়া, বিভোর হইয়া,
কহিলাম যোড় করে।
"মাগিছি বিদায়, ঘরে আমি যাই,
কিবা আমি যাই ম'রে॥
তোমারে ভজিব, তোমা না পাইব,
মায়া শূন্য তুমি প্রভু।
যুগে যুগে যদি, সেবি নিরবধি,
না হবে সম্বন্ধ তবু॥
আমার যে প্রেমা, না ছুঁইবে তোমা,
তুয়া মায়া গন্ধ নাই। ৬৬০
আমার সম্বল, পিরীতি কেবল,
শক্তিহীন তোমা ঠাঁই॥
এমন সুন্দরে, গুণের সাগরে,
হৃদয় থাকিত যদি।
যুগ যুগ যুগ, ওই পদ-যুগ,
পূজিতাম নিরবধি॥"

এ কথা বলিয়া, রহিনু চাহিয়া,
উত্তান নয়ন-তারা।
আশা ফুরাইল, অঙ্গ এলাইল,
মূরছি পড়িনু ধরা॥ ৬৭০

* * * *

হেন অচেতন, ছিনু কত ক্ষণ,
কিছু ত নাহিক জানি।
শীতল শয্যায়ে, যেন আছি শুয়ে,
মধুর সঙ্গীত শুনি॥
অৰ্দ্ধ বাহ্য মত, নয়ন মুদিত,
সঙ্গীত শুনি যে কাণে।
পুলকিত অঙ্গ, প্রেমের তরঙ্গ,
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে॥

* * * *

রাগিণী—সুরট।

নিঠুর কঠিন নিপট কি সে নটবর। ধ্রু।
কাহে জগ মাঝে, মাধুর্য্য বিরাজে, ৬৮০
কাহে রসের পাথার॥
গাঢ় আলিঙ্গন, বদন চুম্বন,
যে কৈল মানুষে দান।

প্রেম ডোর দিল, আর আঁখি জল,
সে কি নিঠুর আমার কান?

মধু হাসি মুখে, লজ্জা অবলাকে,
যে দিল সতীত্ব ধর্ম্ম।

বিন্দু প্রেম পেয়ে, কহিছে বলা'য়ে,
কি জানিবে তার মর্ম্ম?

* * * *

সুস্বরে গাইছে, ঘিরিয়া নাচিছে, ৬৯০
নূপুর বাজিছে পায়।

নয়ন মেলিনু, দেখিবারে পানু,
বহু দেব-নারী গায়॥

কুসুম শয্যায়ে, আমি আছি শুয়ে,
বন্ধুয়া দক্ষিণ পাশে।

প্রসন্ন বদন, সে প্রেম নয়ন,
মোর পানে চাহি আছে॥

সে দৃষ্টি দেখিয়া, দ্রবি গেল হিয়া,
বঁধু বলে ধীরে ধীরে।

"বহু ক্ষণ আছি, বিদায় মাগিছি, ৭০০
কৃপায় ভুলো না মোরে॥

আমারে খুঁজিয়া, কান্দিয়া ভ্রমিয়া,
পাইয়াছ প্রিয়ে দুখ।

দুর্লভ না হলে, চাহিলে মিলিলে,
মিলনে নাহিক সুখ॥"

এ বোল বলিল, কপাল চুম্বিল,
নয়নে বহিল জল।

নয়ন মুছিয়া, চলিল ধাইয়া,
রসে তনু টলমল॥

"দাঁড়াও দাঁড়াও, মুখ ফিরি চাঁও," ১১০
ডাকি বাহু পসারিয়া।

"আর না বলিব, আর না ভাবিব,
তোমার কঠিন হিয়া॥

তিষ্ঠ প্রাণনাথ, যাব তব সাথ,
আমার পরাণ তুমি।

পরাণ লইয়া, যাইছ ফেলিয়া,
তুমি হে আমার স্বামী॥

অবোধিনী আমি, ফেলে যাও তুমি,
ক্রোধ করি আমা প্রতি।

জীবনের নাথ, ক্ষম অপরাধ," ১২০
বলরাম করে স্তুতি॥

পঞ্চম সখীর কাহিনী।

সজল-নয়না ।

শ্রীনন্দ-নন্দনে, ভজিনু কি ক্ষণে,
কান্দি কান্দি কান্দি মনু।

তার দুঃখ দেখি, মোর দুঃখ সখি,
সকলি ভুলিয়া গেনু ॥

কদম্ব কাননে, বসিয়া নির্জ্জনে,
বাম করে মুখ রাখি।

নয়ন ঝুরিছে, বদন ভাসিছে,
অরুণ বরণ আঁখি ॥

রস ভঙ্গ ভয়ে, ধীরে ধীরে গিয়ে,
সম্মুখে দাঁড়ানু সখি। ৮০

সহিতে নারিয়া, অঞ্চল লইয়া,
মুছিনু বঁধুর আঁখি ॥

আমারে দেখিয়া, সলাজে চাহিয়া,
বন্ধুয়া নামাল মুখ।
মলিন বদন, নীরব ক্রন্দন,
দেখিয়া বিদরে বুক ॥
ব্যাকুল হইয়ে, শিরে হাত দিয়ে,
কহি, "শুন চন্দ্রমুখ!
হে প্রাণবল্লভ, একি অসম্ভব,
তোমার কিসের দুখ! ২০
তাপিত হইলে, তোমারে ডাকিলে,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়।
দুঃখের সাগরে, ডাকিলে কাতরে,
আনন্দে ভাসাও তায় ॥"
নীরব রহিল, আঁখি ছল ছল,
কেবা জানে তার দুখ।
শুষ্ক মুখ-ইন্দু, চক্ষে বহে বিন্দু,
নব নব ভাব মুখ ॥
কথা না কহিল, ঝুরিতে লাগিল,
ইহা সহে কার প্রাণে। ৩০
যে প্রাণবল্লভ, আনন্দে রাখিব,
কান্দে সে বিষণ্ণ মনে ॥

আনন্দের খনি, মোর গুণমণি,
হৃদয় সুখের সিন্ধু।

নিজ দুঃখ কথা, কহি দিই ব্যথা,
তাই কি কান্দিছে বন্ধু?

দুঃখ না কহিব, আর না কান্দিব,
আর না মাগিব সুখ।

বলিনু, মাগি যুড়ি হাত, "বল প্রাণনাথ,
কিসে ঘুচে তব দুখ?" ৪০

রাগিণী—লুম্।

পড়ে বাঁশী, মুখশশী মলিন, বন্ধুয়া কেনে তোর।
কি অপরাধ কৈলাম আমি, আঁখিবারি দেখাও তুমি,
শুখায়েছে মুখ-চাঁদ, তুমি কার লাগি কাঁদ,
ওষ্ঠ কাঁপে থর থর, রাঙ্গা আঁখি ঝর ঝর,
তোমার নয়নে জল, কি হয়েছে বল বল,
বলাই বলিতে নারে, শ্যামচাঁদ কেন ঝুরে॥

* * * *

তখন, চাহি মোর পানে, গেল কহিবারে,
ভাবে কণ্ঠ রোধ তার।

কমল নয়ন, তারা ডুবু ডুবু,
মুখে বহে শত ধার॥ ৫০

তখন কহিলাম—

"বল বল বল, কি বলিতেছিলে,
তোমার চরণ ধরি।

তুয়া হিয়া ব্যথা, বাঁটিয়া লইব,
কান্দিব জীবন ভরি॥

নয়নের জলে, পাখালি চরণ,
তব হিয়া জুড়াইব।

করুণার জলে, দু' জনা ডুবিব,
দুঃখ না আসিতে দিব॥"

পুন মুখ তুলি, কহে ধীরি ধীরি,
"কি পুছসি চন্দ্রমুখি। ৬০

দুঃখের কাহিনী, বলিতে না জানি;
দুঃখ সদা শুনে থাকি॥

মোর দুঃখ-কথা, তুহারে কহিব,
পুড়িয়া মরিবে তুমি।

তোর দুঃখে মোর, আরো দুঃখ হবে,
সহিতে নারিব আমি॥"

আমি কহিলাম—

"এ কি প্রাণেশ্বর, কহ অসম্ভব;
পাষাণে গড়েছে মোরে।

দুঃখে নাহি টলে, না পোড়ে, না গলে,
বল তুমি অকাতরে॥ ৭০

তোমার হইয়ে, তোমা উপেখিয়ে,
নিজ সুখ লাগি ঘুরি।

আপনার দুঃখে, বড়ই কাতর,
প্রেম-দম্ভ মিছা করি॥

বলে প্রাণনাথ, "শুন প্রাণপ্রিয়ে,
বদন ঘামিছে মোর॥

আঁচল লইয়া, বাতাস করহ,
মুখ দেখি আমি তোর॥"

* * * *

মধুর বচন, মধুর বদন,
মধুর চরিত স্বামী। ৮০

বল হে সজনি, কেমনে বঁধুর,
ঋণ শোধ দিব আমি?

* * * *

কাতর হইয়া, কহিনু চরণে,
"শুন শুন প্রাণেশ্বর।

কিসের লাগিয়া, আমারে ভজ হে,
কি লাগিয়া স্নেহ কর॥

দিবা নিশি মোর, চিন্তহ মঙ্গল,
অপরাধ নাহি লহ।
আমি দুঃখ-ভার, তোমার উপর,
কেন তুমি এত সহ॥ ৯০

তোমার অভাব, কিছু ত দেখি না,
থাকিলে পূরাতে নারি।
কেমনে ভজিব, কেমনে তুষিব,
সেই ভেবে ভেবে মরি॥"

বলে প্রাণনাথ, "শুন প্রাণপ্রিয়ে,"
মলিন মুখেতে হাসি।
বঁধুর বদন, বোধ হল যেন,
কুয়া ঢাকা পূর্ণশশী॥

বন্ধু কহিলেন—

"জননী সন্তানে, কি লাগিয়া ভজে,
কেন তার এত সহে। ১০০
অন্ধ কি বধির, অবাধ্য অস্থির,
কি লাগিয়া পালে তাহে?

এক বিন্দু স্নেহ, হৃদয়ে আছয়ে,
তাহে অকারণে ভজে।

বল প্রাণপ্রিয়া, এই স্নেহ-বিন্দু,
কে দিল সে হিয়া মাঝে?
সেই স্নেহ-বিন্দু, আমার আছয়ে,
নতুবা কেমনে দিনু।
তাই প্রাণপ্রিয়া, অকারণে ভক্তি,
নিগূঢ় তুহারে কনু॥ ১১০

এই জগ মাঝে, দয়াবান আছে,
অন্য লাগি প্রাণ দেয়।
আমি দিনু দয়া, তবে সে পেয়েছে,
অকারণে ভক্তি তায়॥

মোর জনে আছে, আমার তা নাই,
এমন হইতে নারে।
মোর জন হতে, যদি ছোট হই,
কি বলিবে প্রিয়া মোরে?

ভক্তে বাসি ভাল, নানা গুণ দিল,
এবে মন্দ হতে নারি। ১২০
যদি মন্দ হই, মর্ম্মাহত হয়ে,
ভক্তগণ যাবে মরি॥"

মধুর বদন, মধুর বচন,
ছল ছল দুটি আঁখি।

প্রাণবঁধু ঋণ, কেমনে শোধিব,
বল মোরে প্রিয়সখি॥

তখন কহিলাম—

"আমারে বঞ্চিলে, কিছু না কহিলে,
কান্দ তুমি কি লাগিয়া।
বদন চন্দ্রমা, কেন বা মলিন,
কেন কান্দে মোর হিয়া॥" ১৩০

নিদ্রা।

বীজন করিতে বঁধুর ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আঁচল পাতিয়া ধীরি শোয়ালাম সখি॥

উরু পর শির রাখি যতন করিয়া।
কান্দি পরিশ্রান্ত বঁধু পড়ে ঘুমাইয়া॥

ধীরে ধীরে বাঁধা চূড়া এলাইয়া দিনু।
বাম হাতে কেশ সেবা করিতে লাগিনু॥

দক্ষিণ করেতে বায়ু করিতে বীজন।
মন্দ হাস চন্দ্র-মুখ মুদিত নয়ন॥

অবনত মুখে দেখি সো চাঁদ-বদন।
দেখিব কি সখি মোর সজল নয়ন॥ ১৪০

কখন মলিন মুখ কখন সহাস।
হিয়ার তরঙ্গ মুখ-কমলে প্রকাশ॥

চমকিয়া উঠি বঁধু নয়ন মেলিলা।
সপ্রেমে আমারে চাহি নয়ন মুদিলা॥

নয়ন মুদিয়া বঁধু কহে ধীরে ধীরে।
মুখে কান দিনু, কিবা সুগন্ধ অধরে॥

বলিলেন—

"সুস্বরেতে বারাযিয়া সুরে গীত গেয়ে।
তাপিত আমার প্রাণ দাও জুড়াইয়ে॥

চমকি চমকি উঠি নারি ঘুমাইতে।
ঘুমাইব তুয়া গান শুনিতে শুনিতে॥" ১৫০

বঁধুর আদেশ তাই সলাজ বদনে।
অবনত হ'য়ে রহিলাম কতক্ষণে॥

সখী সনে মিলে গীত শুনাইয়া থাকি।
কভু বঁধু আগে গীত গাইনি একাকী॥

আঁচলে ঝাঁপিয়া মুখ মাথা হেঁট করি।
গাইতে না পারি গীত কাঁপি থর থরি॥

করুণ স্বরেতে গাই হিয়া উঘাড়িয়া।
আঁখি নীরে বঁধু-মুখ চলিল ভাসিয়া॥

রাগিণী—বারোয়া।

কি দিয়ে তুষিব তোমায়, সুন্দর বদন, কালাচাঁদ।
চির দিন গীত গাই, গুণ অগণন, কালাচাঁদ॥ ১৬০
কোথায় কি পাব, আমি কুলবালা, কালাচাঁদ।
যতনে গাঁথিয়া দিব মালতীর মালা, কালাচাঁদ॥

তখন—

সপ্রেম নয়নে, তারা ডুবু ডুবু,
চাহিল আমার পানে।

সে ভাব দেখিয়া, উঠিনু কাঁপিয়া,
ঢুলে পড়ি সেই খানে॥

চেতন পাইয়া, নয়ন মেলিয়া,
দেখি শুয়ে বঁধু কোলে।

শ্রী-কর কমল, অঙ্গে বুলাইছে,
চাহিয়া আমার পানে॥ ১৭০

* * * *

কথা।

উঠিবারে চাহি, মন নাহি সরে,
বঁধু কোল বড় মধু।

সৌরভ লাবণ্য, পিয়ে নাসা মন,
আঁখি পিয়ে মুখ ইন্দু॥

বঁধু কহে "প্রিয়ে, থাকহ শুইয়ে,
এই ত তোমার স্থান।

এ অঙ্গ আমার, সঁপেছি তোমারে,
মোরে কেন ভাব আন ॥

তুমি অবোধিনী, সদাই কুণ্ঠিত,
পাছে আমি রাগ করি। ১৮০

দীনতার খনি, সুধাংশু বদনি,
ভয়ে কাঁপ থর থরি ॥

ননীর পুতলি, আমার পালিত,
আমি দুঃখ দিব তোরে।

অনর্থ ভাবিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
ক্ষিণ তোর কলেবরে ॥

কান্দিয়া কান্দিয়া, ছুরিকা হানিয়া,
দুঃখ দেহ তুমি মোরে।

অবোধ অবলা, কথা ত শুন না,
কি করিতে পারি তোরে ॥" ১৯০

তখন—

তুরিত উঠিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া,
চরণে পড়িনু সখি।

"শুন প্রাণেশ্বর, ভক্তি দেহ বর,
তুয়া পায় বর মাগি ॥

কোলেতে শুইয়া, সোয়াস্তি না পাই,
একি দশা হ'ল মোর।

আনন্দে ডারিলে, ভক্তি নাহি দিলে,
একি রঙ্গ প্রাণেশ্বর ॥

জীবন যৌবন, করেছি অর্পণ,
বিনা মূলে তুয়া পায়। ২০০

তুয়া দুখে দুখ, তুয়া সুখে সুখ,
নারীর ধরম হয় ॥

আমি ত আপনি, কেহ নাহি জানি,
সকলি তোমারি হয়।

দুঃখ দুঃখ বলি, কান্দিয়া আকুলি,
বল মোরে সদুপায় ॥"

* * * *

ভোজন।

ঈষৎ হাসিয়া বঁধু ভুলালে আমায়।
"কিছু খেতে দেহ প্রিয়ে জ্বলিছি ক্ষুধায় ॥"

বন্ধু কথা শুনে আমি সব ভুলে গেনু।
বন মাঝে কোথা পাব ভাবিতে লাগিনু ॥ ২১০

সরল বঁধুয়া মোর কিছু নাহি জানে।
খেতে দেহ বলে আছে আপনার মনে॥

আমি যে অবলা নারী ক্ষমতা বিহীন।
বঁধু নাহি ভাবে এ যে গহন বিপিন॥

আসি বলি তাড়া তাড়ি বন মাঝে গেনু।
কি, আনিব কোথা পাব ভাবিতে লাগিনু॥

সম্মুখেতে সহকার তরু এক দেখি।
আঁচল পাতিয়া তলে বসিলাম সখি॥

বলিলাম, "বঁধু মোর ক্ষুধায় কাতর।
দাসী ভিক্ষা মাগে তুয়া কাছে তরুবর॥" ২২০

অমনি সে তরুবর ফলবান হলো।
আচল পুরিয়া মোরে মিষ্ট ফল দিল॥

আনন্দেতে ডগ মগ যমুনায় গেনু।
ধুই পদ্মপাত্রে করি বঁধু আগে আনু॥

রসাল দেখিয়া বঁধু সহাস্য বদন।
"ধন্য ধন্য প্রাণপ্রিয়া তোমার যতন॥

এস বসো দুই জনে করিব আহার।"
আমি বলি, "প্রসাদ থাকিবে সে আমার॥"

বঁধু বলে, "এস দুই জনে বসে খাব।"
আমি বলি, "ক্ষমা দাও তাহা না পারিব॥" ২৩০

বঁধু বলে, "প্রাণপ্রিয়ে চাকি দেখ তুমি।
যদি মিষ্ট হয় তার পরে খাব আমি॥"

খোসা ফেলি চাকি দেখি সুমিষ্ট লাগিলে।
তুলি দিনু সেই ফল শ্রীকর-কমলে॥

মুখে দিয়া বঁধু বলে "অপূর্ব্ব এ ফল।
ধর প্রাণপ্রিয়ে খাও হইবে শীতল॥"

দু' কর যুড়িয়া ফল করেতে লইয়া।
প্রসাদ পেলেম বৃক্ষ আড়ালেতে গিয়া॥

বঁধু বলিলেন—

"সংগ্রহ করিয়া ফল খাওয়ালে আমায়।
কৃতার্থ হলেম প্রিয়ে তোমার সেবায়॥" ২৪০

* * * *

শুনিয়া বঁধুর কথা, মনেতে পাইনু ব্যথা,
বলিলাম গদ গদ হয়ে।

"কি দিব তোমারে আমি, আমি নারী তুমি স্বামী,
তুয়া সেবি তুয়া ধন দিয়ে॥

তুমি ভরণ পোষণ, তুমি লজ্জা নিবারণ,
সতীত্ব ধরম রক্ষাকারী।

না জানি সেবিতে স্বামী, অবোধ দুর্ম্মতি আমি,
সেই দুঃখে কেঁদে কেঁদে মরি॥"

তখন—

শ্রীকর-কমল দিয়া, মম মুখ আবরিয়া,
বলে, "প্রিয়ে কেন দেহ ব্যথা। ২৫০

আমারে করহ স্তুতি, আমি লজ্জা পাই অতি,
প্রেমডোরে তুমি আমি গাঁথা॥"

বাহু ধরি উঠাইল, বলে, "বন মাঝে চল,"
বামে করি লইয়া চলিল।

হেলি দুলি চলি যায়, নূপুর বাজিছে পায়,
অঙ্গ গন্ধে বিপিন ভরিল॥

* * * *

বন বিহার।

অঙ্গ গন্ধে মাতি, ভৃঙ্গ যূথে যূথে,
ঘেরল বন্ধুরে আসি।

"তুয়া গন্ধ পেয়ে, ভ্রমর মাতিল,"
বলে বন্ধু হাসি হাসি॥ ২৬০

কাণ পাতি শুনি, ভ্রমরের রব,
বুঝি বঁধু গুণ গায়।

বৃক্ষের তলায়, বঁধুয়া দাঁড়ায়,
বৃক্ষ কুসুমিত তায়॥

পুষ্প মধু ঝরে, প্রাণ বঁধু শিরে,
প্রেমে বৃক্ষ পানে চায়।

বৃক্ষ ডালে বসি, পিক শুক সারী,
কালাচাঁদ গুণ গায়॥

সপ্রেম নয়নে, তাদের দেখিল,
পুলকিত পক্ষী-কুল। ২৭০

শ্রীকর পাতিল, কুসুম পড়িল,
আঁচলে বাঁন্ধিয়া দিল॥

কুরঙ্গ ময়ূর, যুগল হইয়া,
মিলল বঁধুরে ত্বরা।

কতই পীরিত, তাদের সহিত,
যেন চির বন্ধু তারা॥

তারা কিবা বলে, বঁধু কিবা কন,
সে ভাষা জানি না সখি।

সবারে পাইয়া, আনন্দে ভাসিছে,
ঝরিছে বঁধুর আঁখি॥ ২৮০

লবঙ্গের লতা, শ্রীকরে ধরিয়া,
শুঁকিছে লবঙ্গ ফুল।

বলে, "প্রাণপ্রিয়া, লবঙ্গ লতায়,
মজাইল জাতি কুল॥"

কাহারে চুম্বন, কারে আলিঙ্গন,
কাহার মাথায় হাত।
জনে জনে বনে, করি সম্ভাষণ,
চলে মোর প্রাণনাথ॥

সবার সুহৃদ, সবে বাঞ্ছে হিত,
পীরিতি সবার সনে। ২৯০
সকলের প্রাণ, নয়ন আনন্দ,
কি মোহন মন্ত্র জানে॥

বৃক্ষের তলায়, নব পত্র এক,
দেখিয়া বিরস মুখ।
বলে, "নূতন পাতাটি, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া,
পাইল সে কিবা সুখ?"

মন্দ বায়ু বহে, চূড়ে ফুল নড়ে,
চূড়াতে বকুল ফুল।
বল হে সজনি, সাধে কি দুঃখিনী,
ত্যজিল সংসার কুল? ৩০০

উচ্চ ডাল ধরি, অবনত করি,
বলে, "প্রিয়া ফুল শুঁক।"
বিভোর হইয়া, থাকি দাঁড়াইয়া,
সুখে দেখি বঁধু মুখ॥

বধু বলিতেছেন—

"কি দেখ মোহিনি, কাল মুখ খানি,
প্রেমে অন্ধ আঁখি তোর।

তো হেন সুন্দরী, বাস এত ভাল,
এই বড় ভাগ্য মোর॥

মাধবী নিকুঞ্জ, উপরে কুসুম,
তলাতে শীতল ছায়া। ৩১০

দুহু গিয়া বসি, হেরি তোর মুখ,
জুড়াই তাপিত হিয়া॥"

বামে বসাইল, অঙ্গ পরশিল,
সুখে কাঁপি থর থর।

মুখ পানে চেয়ে, গদ গদ হ'য়ে,
গীত গায় প্রাণেশ্বর॥

রাগিণী—সিন্ধু।

প্রেম সরোবরে সোণার কমল,
প্রিয়ে, তুমি আমারি।

নয়ন ভরিয়ে হেরি, ও রূপ মাধুরি।
মধু ভরে টল মল, বহে প্রেমের হিল্লোল, ৩২০

উঠাইলে প্রেম-পাথার, ডুবিনু না জানি সাঁতার,
তুমি আমার চিরদিন, আমি তোমারি ॥

তখন আমি—

আগে দাঁড়াইনু, দুই কর যুড়ি,
গলায় বসন দিয়া।

বলিলাম—

"ছিলাম গম্ভীর, লজ্জাশীলা বালা,
নিয়ে যাও ভাসাইয়া ॥

লজ্জা জ্ঞান গেল, যেন মাতোয়াল,
দিগ্ বিদিগ্ নাহি জানি।

সত্য কি আমারে, এত ভালবাস?
কেন তাহা কহ শুনি ॥ ৩৩০

কি দিয়ে তোমারে, তুষিবারে পারি,
না তুষিলে দণ্ড কিবা।

এবে স্নেহ কর, এ স্নেহ কি রবে,
কিবা পরে ফেলে দিবা?

নয়নের জল, দেখালে আমায়,
বিস্মিত হইনু আমি।

তুমি কান্দ কেন, যেন দীন হীন,
তুমি ত্রিজগত-স্বামী ॥"

নাগর গদ গদ হইয়া বলিতেছেন—

"শুন প্রিয়ে কহি মনোব্যথা। ধ্রু
কহিবারে লজ্জা পাই, বার বার বল তাই, ৩৪০
লজ্জা খেয়ে কহি নিজ কথা॥

নির্গুণ মুই জ্ঞানীলোকে জানে।
তবু কান্দ মোর লাগি, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
তাই আমি কান্দি তোর সনে॥

যদি মোর নাম শুন প্রিয়ে।
কান্দিয়া উঠহ প্রেমে, ধারা বহে দু' নয়নে,
আমি স্থির থাকি কি করিয়ে?

দুঃখ পাও ভবের সাগরে।
মোরে দোষ নাহি দাও, সব দোষ শিরে লও,
তাই কান্দি তোর ভক্তি হেরে॥ ৩৫০

কত দুঃখ দিয়া থাকি আমি।
আমি ঠেলি তোরে পায়ে, আরো কাছে এস ধেয়ে,
অদোষ-দরশি প্রিয়া তুমি॥

দিবানিশি কান্দ মোর লাগি।
দেখি তোর আঁখি বারি, স্থির থাকিবারে নারি,
কান্দি হই তোর দুঃখভাগী॥

তাই প্রিয়া বসিয়া বিরলে।
ভাবি তোর রূপ গুণ, শুধিবারে নারি ঋণ,
অঙ্গ স্নিগ্ধ করি আঁখি-জলে॥"

নাগর আবার বলিতেছেন—

"পিরীতি যেখানে, সেথা আঁখি ঝুরি। ৩৬০
সেই জলে বাড়ে, পিরীতি অঙ্কুরি॥
মোর মত যবে, পিরীতে মজিবি।
তুই দিবানিশি, এমনি কাঁদিবি॥
নয়নের জল, জাহ্নবী যমুনা।
স্নান কৈলে আর, ত্রিতাপ থাকে না॥
প্রিয়া দুঃখে কান্দে, মোর কান্দে হিয়া।
পরাণ জুড়াই, নিভৃতে কান্দিয়া॥"
ইহা বলি বঁধু, না জানি কারণ।
অকস্মাৎ মোরে, হলেন অদর্শন॥
বন্ধু অদর্শনে, পড়ি ভূমিতলে। ৩৭০
তোমরা আসিয়া মোরে চেতাইলে॥

—

সকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন।

নিকুঞ্জে বসিয়া, সেই সব নারী।
সকলে কালার, পীরিতি ভিখারী॥

* * * *

হেনকালে সেই, পথে চলি যায়,
মহাসাধু তপধারী।

কৌপীন পরেছে, মাথা মুড়ায়েছে,
অঙ্গে লেখা "কৃষ্ণহরি"॥

নিকুঞ্জ তলায়, দেখে সব বালা,
রূপেতে করেছে আলো।

বদন কমল, সরল নির্ম্মল,
প্রেমে আঁখি টলমল॥ ১০

সাধুরে দেখিল, সকলে উঠিল,
প্রণমিল তাঁর পায়ে।

বলে—"কৃষ্ণধন হারা, বেড়াই বিপিনে,
বল পাব কি উপায়ে॥"

তাদের বদন, করি নিরীক্ষণ,
সাধু আঁখি ছল ছল।

বলিছে দুঃখেতে, শুন "অবোধিনি,
কৃষ্ণ কোথা পাব বল॥

সহস্র বৎসর, তপস্যা করিয়া,
ধ্যানে নাহি মিলে যাঁরে। ২০

নিকুঞ্জে বসিয়া, কুসুম গাঁথিয়া,
কিসে পাবি তোরা তাঁরে?"

কুলকামিনী বলিতেছেন—

"কৃষ্ণ হেন ধন, অমনি না মিলে,
তাহা মোরা বেশ জানি।

যা তুমি বলিবে, সকলি করিব,
কৃষ্ণ লাগি দিব প্রাণি॥"

সাধু কহিতেছেন—

"উপবাস করি, শরীর শুখাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।

কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে॥" ৩০

* * * *

অবাক হইয়া, যত নব বালা,
মুখ চাহা চাহি করে।

"মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সুখী হবে,
এ'ত কভু হ'তে নারে?

দুঃখের কাহিনী, শুনিলেই তিনি,
কান্দি হন আত্মহারা।

দুঃখ মোরা নিব, তারে কান্দাইব,
এ ভজন কেমন ধারা?"

* * * *

সাধু হাসিয়া কহিতেছেন—

"কেশের মমতা, ঘুচাইতে হবে,
মুড়াইতে হবে মাথা। ৪৫

তুলসী তলাতে, মস্তক কুটিলে,
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ-পিতা॥"

* * * *

চমকি শুনিয়া, মুখ চাহাচাহি,
করে সব নব বালা।

যে রস-রঙ্গিণী, বলে "সাধু শুন,
একি কথা শুনাইলা?

কেশ ঘুচাইব, বেণী না বান্ধিব,
কোথা গুঁজি থোব চাঁপা।

মালতীর মালা, চিকণ গাঁথিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা॥ ৫০

সে ভঙ্গিম বেণী, রসিক শেখর,
দেখি যত সুখ পাবে।

তার মন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে॥"

কাঙ্গালিনী কহিতেছেন—

"রাঙ্গা পদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয়া থাকি কেশে।

কেশ মুড়াইব, বন্ধুপদ ধুয়ে,
মুছাইব বল কিসে?"

কুলকামিনী কহিতেছেন—

"যোগ যাগ করি, তারে ভুলাইব,
সেতো মোর পর নয়। ৬০

স্নেহ সেবা করি, তাহারে তুষিব,
সে যে মোর স্বামী হয়॥"

প্রেমতরঙ্গিণী কহিতেছেন—

"বিরহে যখন, বড় দুঃখ পাই,
কেশ এলাইয়া দেখি।

সেই কেশ মোর, কৃষ্ণেরে স্মরায়,
মুড়াতে নারিব সখি ॥"

সজল-নয়না কহিতেছেন—

"কেশ মুড়াইয়া, কৌপীন পরিয়া,
ধরিলে দুঃখিনী বেশ।

কান্দিয়া আকুল, হবে কালাচাঁদ,
আমি তারে জানি বেশ ॥" ৭০

রসরঙ্গিণী কহিতেছেন—

"শুন সাধু শুন, সন্দেহ হতেছে,
তুমি কৃষ্ণ বল কারে।

সে কৃষ্ণই বা কে, তোমার সহিত,
কিবা সে সম্বন্ধ ধরে ?"

সাধু কহিতেছেন—

"শুন অবোধিনি, কৃষ্ণ নহে তুই,
তিনি হন সর্ব্বেশ্বর।

তুষিলে সম্পদ, রুষিলে বিপদ,
সবা পরে দণ্ডধর ॥

তাঁহারে তুষিতে, কত দুঃখ পাই,
তবু না তুষিতে পারি। ৮০

নিয়ম তাঁহার, পাছে ভঙ্গ হয়,
এই ভয়ে ভেবে মরি॥"

* * * *

সাধুর বচনে প্রফুল্ল বদন।
বিনয়ে সকলে কহিছে তখন॥

"তোমার বচনে প্রাণ গিয়াছিল।
এখন বুঝিনু, পরাণ আইল॥

যাঁর কথা তুমি কহিলে এখন।
তিনি যিনি হৌন প্রাণনাথ নন॥

আমাদের পতি শ্রীকৃষ্ণ যে হন।
দণ্ডধারী কিবা বরদাতা নন॥ ৯০

মোরা নিজ জন তাঁর পরিবার।
সকলি মোদের যত কিছু তাঁর॥

তাঁর কাছে চাব কিবা কারণেতে।
ভাণ্ডারের চাবি আমাদের হাতে॥

দণ্ড কথা শুনে, ভয় লাগে মনে।
মোরা সব তাঁর, দণ্ড দিবে কেনে?

যদি অত্যাচার করি রোগ হয়।
নিজ জনে তিক্ত ঔষধ খাওয়ায়॥

কখন বা ব্রণে ছুরিকা হানয়॥
কেবা বল তারে দণ্ড বলি কয়? ১০০

কেবল মঙ্গল সেই প্রাণনাথ।
কত করি তাঁর উপরে উৎপাত॥

নিজ জনে যদি না করে শাসন।
তবে বল আর করে কোন জন?

স্নেহে যদি দণ্ড করে প্রাণনাথ।
দণ্ড সে'ত নয় পরম প্রসাদ॥

আরও শুন—

তোমরা পুরুষ রাজসভা যাহ।
স্বার্থের লাগিয়া তাঁরে কর দেহ॥

আমাদের কর যদি দিতে হয়।
আমাদের পতি দিবেন নিশ্চয়॥ ১১০

কিবা করে দণ্ড কিবা পুরস্কার।
পতি জানে, তাতে নাহি অধিকার॥

যদি কাজ থাকে সে রাজার সনে।
আমরা রমণী প্রাণনাথ জানে॥

আমাদের দায় বঁধুরে দিয়াছি।
দেহ প্রাণ মন সে পদে সঁপেছি॥

সেই কৃষ্ণ রাজা সেবিতে নারিব।
রাজসভা গেলে ভয়েতে মরিব॥

পুরস্কার লাগি রাজা কাছে যাব।
সরলা রমণী নাহি জানি স্তব॥ ১২০

তুমি সাধু ঋষি কিবা হও মুনি।
তোমার চরণে কি বলিতে জানি?

আমরা সংসারী পতি ঘর করি।
সংসার বাহিরে যাইবারে নারি॥

কৃষ্ণ প্রাণনাথ গিয়াছে ছাড়িয়া।
বেড়াই তাঁহারে বিপিনে খুঁজিয়া॥

এই বন মাঝে লুকাইয়া থাকে।
কহ কৃপা করি দেখেছ কি তাঁকে?"

তখন, বালাগণে দেখি নির্ম্মল সরল।
সাধুর আইল নয়নেতে জল॥ ১৩০

বলে, "বালাগণ করি নিবেদন।
ভাল নাহি বুঝি তোদের বচন॥

তোমাদের পতি কিবা তার রূপ।
বুঝাইয়া বল কি তার স্বরূপ॥"

এ কথা শুনিয়া যত সখীগণ।
আনন্দে মগন প্রফুল্ল বদন॥

রসরঙ্গিণী কহিতেছেন—

"কমল নয়ন, সুচাঁদ বদন,
মোর পতি বনমালী।"

"সেই! সেই! সেই! মজাইল কুল"
সবে দেয় করতালি॥ ১৪০

"শুন সাধু শুন, অগণন গুণ,
কেমনে বলিব তায়।"

"কৃতার্থ করিলে," বলি কাঙ্গালিনী,
ধরে রঙ্গিণীর পায়॥

সজল-নয়না, গুণ কহিবারে,
কণ্ঠরোধ হ'ল তার।

প্রেম তরঙ্গিণী, ধরিয়া তাহারে,
চুম্বে মুখ বারে বার॥

কুলবালা উঠি, বলে "সখি শুন,
একবার নৃত্য করি। ১৫০

তোমরা সকলে, করতালি দিয়ে;
মুখে বল হরি হরি॥"

হেলিয়া দুলিয়া, নাচিতে লাগিল,
ভূমে এক পদ রাখি।
নিজ দুঃখ ভুলি, দিয়া করতালি,
নাচে যত সব সখী॥
সেই সঙ্গে সাধু, নাচিতে লাগিল,
ভব বন্ধ গেল তার।
বলরাম দাস, লিখিয়া লিখিয়া,
সুধিছে গৌরাঙ্গ ধার॥ ১৬০

* * * *

তরঙ্গিণী বলিতেছেন—

কালিয়া চঞ্চল বাধ্য নহে কার।
কিশোর বঁধুয়া করে অত্যাচার॥
যত অত্যাচার করে চপলিয়া।
আরো প্রাণ কান্দে তাঁহার লাগিয়া॥
ছিলাম গভীর করিল বাউরী।
সব দিনু তবু করয়ে চাতুরি॥
তবু প্রাণ কান্দে তাহার লাগিয়া।
কালারে বান্ধিব সুন্দরী আনিয়া॥
প্রেমডোরে বান্ধি সংসারী করিব।
চঞ্চলিয়া মতি ঘুচাইয়া দিব॥ ১৭০

সজল-নয়না বলিতেছেন—

ত্রিভুবন মাঝে উত্তম সে জন।
কি দিয়া ভুলাবি সখি, তার মন ॥

নিজ অঙ্গ দিনু বাধ্য নাহি হলো।
মলিন এ অঙ্গ সে ত সুনির্ম্মল ॥

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যদি কারু পাই।
সর্ব্ব মতে তার উপযুক্ত হয় ॥

নির্ম্মল রসিকা পিরীতির খনি।
সলাজ সরলা ভুবন-মোহিনী ॥

এমন রতন কালিয়ারে দিব।
তবে তার আঁখি বারি নিবারিব ॥ ১৮০

সাধিয়া আনিব এরূপ নাগরী।
তবেত বান্ধিব গোলোকের হরি ॥

[তখন শ্রীরাধাকে সখীগণ আহ্বান করিতেছেন।]

কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহরা ॥ ধ্রু

এস আহ্লাদিনি, ভুবন-মোহিনি,
কালশশি-চিত্ত-চোর।

কত রবে শুতি, এস লজ্জাবতি,
হাতে লয়ে প্রেমডোর ॥

চপল চঞ্চল, সে চিকণ কালা,
আর কেবা ধরে তারে।
কারো বাধ্য নয়, সদা স্বেচ্ছাময়, ১৯৫
বান্ধ তারে প্রেম-ডোরে॥

* * * *

কাত্যায়নী ঠাঁই, সব সখী যাই,
পূজা করে যোড় করে।
"ভগবান আধা, সুন্দরী শ্রীরাধা,
দে মা জীবে কৃপা করে॥
পুরুষ প্রকৃতি, রূপে তাঁর স্থিতি,
দেহ মা বিভাগ করি।
শ্রীরাধা ভজিব, তা হ'লে পাইব,
সেই গোলোকের হরি॥"

* * * *

অমনি বিপিনে, মধুর মুরলী, ২০০
বাজিল করুণ স্বরে।
বৃক্ষ লতা যত, সব পুলকিত,
কুসুমেতে মধু ঝরে॥
জননী হৃদয়ে, স্নেহ নীর ক্ষরে,
যুবতীর নীবী খসে।

যত আত্মারাম, তপস্যা ছাড়িয়া,
মজিল কারুণ্য রসে॥

পক্ষী মুখ হ’তে, আধার খসিল,
শিশু স্তন ছাড়ি দিল।

কিসের লাগিয়া, কেহ নাহি জানে, ২১০
ত্রিজগৎ সুশীতল॥

* * * *

দক্ষিণ হইতে ধাইছে রমণী।
সোণার পুতলী ভাবে পাগলিনী॥

বৃন্দাবন আলো শ্রীঅঙ্গ আভায়।
চমকিত সবে রূপের ছটায়॥

গোবিন্দ মোহিনী ঢলিয়া চলিছে।
জগত মোহিত চাহিয়া দেখিছে॥

কখন বলিছে উর্দ্ধমুখ হয়ে।
“ছেড়ে দাও মোরে, ধরি তব পায়ে॥

কভু নাহি জানি পিরীতি কাহিনী। ২২০
আর কি জগতে নাহিক কামিনী?”

আবার বলিছে “কোথা ননদিনী।
কুলে দাগ দিল, হনু কলঙ্কিনী॥”

"নিল, নিল" বলি চলিল ধাইয়া।
তমাল ধরিয়া পড়ে মূরছিয়া॥

সকলে ধরিল দাঁড়াল উঠিয়া।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে দাঁড়াইয়া॥

বলে, "আমি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়ে।
দিব সে রাধায় পাগল করিয়ে॥"

আবার বসিল দু জানু পাতিয়া। ২৩০
"কানু, কানু" বলি উঠিল কাঁদিয়া॥

নয়ন মুদিত কুঞ্জের ভিতরে।
হাত দিয়া খোঁজে কালিয়া বঁধুরে॥

আবার মধুর বাজিল বাঁশরী।
"এলাম" বলিয়া ধাইল কিশোরী॥

ধাইল সে সাথে যত বালাগণ।
রুণু ঝুনু বাজে নূপুর কঙ্কণ॥

পথের দু ধারে ডালে বসি পাখী।
গায়, আদরিণী এসো চন্দ্রমুখি॥

ময়ূর, রাধার আগে নাচি যায়। ২৪০
বেণী ফুলে বসি ভৃঙ্গ মধু খায়॥

ঢলিয়া ঢলিয়া পথে চলি যায়।
বৃক্ষ হ'তে ফুল পড়িছে মাথায়॥

শ্যাম অঙ্গ গন্ধে বিপিন ভরল।
দু বাহু পসারি কিশোরী ধাইল॥

আবার বাজিল মধুর মুরলী।
বদন তুলিল দেখে বনমালী॥

* * * *

শ্যাম পানে রাই পালটি চাহিয়া।
ফিরিয়া দাঁড়াল বদন ঝাঁপিয়া॥

ধীরে ধীরে শ্যাম আইলেন কাছে। ২৫০
চরণে নূপুর রুণু ঝুনু বাজে॥

মিলিল মিলিল মিলিল দুজন।
এত দিনে হ'ল শীতল ভুবন॥

সংসারী হইবে চঞ্চল কালিয়া।
মোদের ঝিয়ারী হবে তার প্রিয়া॥

ভগবান সনে হলো কুটুম্বিতা।
রাধারে এনেছি আর যাবে কোথা?

দুর্লভ অসাধ্য পড়ি গেল ধরা।
আনন্দে বলাই হলো মাতোয়ারা॥

* * * *

ভুবন উজ্জলা অবলা সরলা। ২৬০
লজ্জায় কাতরা কান্দে নব বালা॥

বামে বসাইতে আকিঞ্চন করে।
যাইতে না চাহে রহে সখী ধরে॥

হাতে ধরি লয় অধোমুখে যায়।
রুণু ঝুনু রুণু বাজে রাঙ্গা পায়॥

নাগর আইল ধরে রাধা করে।
হটয়ে নাগরী কাঁপে থরে থরে॥

সখী বলে, "বঁধু অধীর হ'য়ো না
অধীর হইলে সখীরে পাবে না॥"

কত বুঝাইয়া লইয়া চলিল। ২৭
ধীরে ধীরে শ্যাম বামে বসাইল॥

আবার উঠিয়া পলাইতে চায়।
সখীগণ বেড়ি ধরি রাখে তায়॥

* * * *

কাতর বদনে, চাহি সখী পানে;
বলিছেন কালাচাঁদ।

"কিবা আমি ছিনু, কি মোরে করিলে,
সখি কি সাধিলে বাদ?

ছিনু স্বেচ্ছাময়, ক্ষুদ্র এক বালা;
হিয়া চুরি করি নিল।

বুঝিলাম মনে, প্রেমের উদয়,
এত দিন পরে, হলো ॥ ২৮০

রাজ্য সুখ মোর, নাহি ভায় আর,
রাজ্য অন্য হাতে দিব।

পিয়ার সহিত, তোদের লইয়া,
বৃন্দাবনে সদা রব ॥"

রাই প্রতি চাহি, বলে "শুন প্রিয়ে,
কহি যুড়ি দুটি কর।

আমি অভিমানী, চির কাল হ'তে,
কেন অপমান কর?

ত্রিভুবন পতি, তাহারে বান্ধিয়া,
পথে নিয়া বেড়াইবে। ২৯০

প্রেমেতে বান্ধিয়া, যদি হেন কর,
তোমারে নিন্দিবে সবে ॥"

এ কথায় রাই, জ্ঞান হারা হই,
পড়িল কালার পায়।

"দাসীর দাসীরে, শুন প্রাণনাথ,
ইহা কি বলিতে হয়?"

উঠালেন শ্যাম, শ্যামে না চাহিয়া,
রাই, সখী প্রতি বলে।

"হাম শিশুমতি, সেবা কি পিরীতি,
নাহি জানি কোন কালে॥ ৩০০

তুহু কেহ আসি, শ্যাম বামে বসি,
ঘুচাও আমার বাধা।

পাগল করিল, যে শ্যাম মুরলী,
আর না ডাকুক রাধা॥"

কহিছে রঙ্গিণী, "গিয়াছিনু কাছে,
কিছুকাল ছিল ভাল।

দুই দিন পরে, গম্ভীর হইল,
ভয়ে প্রাণ উড়ি গেল॥"

কহে কাঙ্গালিনী, "হৃদয় ত্যজিয়া,
পদ চাহি লই আমি। ৩১০

যুগল চরণ, দেহ গো আমারে,
শ্যাম অঙ্গ লহ তুমি॥"

কুলবতী বলে, "যবে প্রাণ দিনু,
নিশ্চিন্ত হইনু মনে।

শ্যামের বামেতে, বসিবারে হবে,
ভাবি নাই কোন দিনে॥"

তরঙ্গিণী, রাই মুখ পানে চাই,
কাতরে বলিতে গেল।

বলিতে বলিতে, কাঁপিতে লাগিল,
কণ্ঠরোধ তার, হ'লো ॥ ৩২০

সজল নয়না, বলে, "শুন রাই,
বন্ধুয়া মনের দুখ।

কিছুতে গেল না, সাধ মিটিল না,
সদাই মলিন মুখ॥

জনে জনে মোরা, বন্ধু নিমু বুকে,
না নিভিল অগ্নি তার।

লইয়া হৃদয়ে, বঁধুরে জুড়ায়ে,
নিবার নয়ন ধার॥"

* * * *

শুন ভক্তগণ, কেন সখীগণ।
কৃষ্ণ হস্তে রাধা, করিল অর্পণ॥ ৩৩০

সর্ব্বোত্তম বস্তু, অতি প্রিয় জনে।
দিতে ইচ্ছা হয়, সকলের মনে॥

আপনারে দিয়া, তৃপ্তি নাহি হলো।
আপনে মলিন, মনেতে বুঝিল॥

রাধার পিরীতি, পবিত্র নির্ম্মল।
কৃষ্ণের হৃদয়, করিবে শীতল॥

তাই শ্রীমতীর, দাসী পদ নিল।
কৃষ্ণে রাধা দিয়া, তাঁরে সুখ দিল॥

রাধা পেয়ে কৃষ্ণ, সুখী অতিশয়।
সখীর চরম সেই সুখ হয়॥ ৩৪০

* * * *

তবে শ্যাম বামে, বসাইল রাই।
আগে সব সখী, প্রণমিল পায়॥

গুঞ্জ পুষ্প হার, ছুঁহে পরাইল।
সব সখীগণ, আনন্দে মাতিল॥

যন্ত্র মিলাইল, গায়িতে লাগিল।
শ্যাম গুণ সুধা, বিপিন ভরিল॥

মণ্ডলী করিয়া, ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে।
নাচি নাচি যায়, রাধা শ্যামে চেয়ে॥

রাগিণী—আলেয়া সিন্ধু।

সকলে { ত্রিভুবন শীতল হ'লো, যুগল মিলনে। ধ্রু
কালাচাঁদে চাঁদবদনী মিলল, মধুর বৃন্দাবনে। ৩৫০ }

১ম সখী, { সখি দেখে নে, সখি দেখে নে—
ছুটি নয়ন ভ'রে দেখে নে— }

২য় সখী, { রাধা মাধব, রূপ-সাগরে, ডুবিনু সখি,
ধর ধর আমারে,—

৩য় সখী—দেখ দেখ আঁখি ভঙ্গিমা—ও হানল পাঁচ বাণ।

৪র্থ সখী—অঙ্গ গন্ধে ভ্রমরা মাতল—মাতল আমার প্রাণ॥

সকলে—বলরাম শ্যাম গুণ গান—

কালাচাঁদে সোণারচাঁদে মিলল॥

তখন কালাচাঁদ—

সজল নয়নে, চাহি সবা পানে,
কহে গদ গদ স্বরে। ৩৬০

"এই বৃন্দাবনে, শোভিত যে ধনে,
দেখাইব তু সবারে॥

জগত সুন্দর, প্রাণ-সুখ-কর,
যতেক সামগ্রী আছে।

সবার জীবন, দিয়া বৃন্দাবন,
সুগঠিত হইয়াছে॥

মাধবী মালতী, বেলা যুথী যাতি,
জড় জগ করে শোভা।

সবার লাবণ্য, লয়ে বৃন্দারণ্য,
সকল শোভার আভা॥ ৩৭০

সুন্দর যতেক, লই পরতেক,
জড় ভাগ ফেলি দিনু।

লাবণ্য লইয়া, স্তরে সাজাইয়া,
বৃন্দাবন করেছিনু॥

মাধুর্য্যে মগন, সরল সুজন,
ঐশ্বর্য্য নাহিক মাঙ্গে।

এই বৃন্দাবনে, চির চির দিনে,
থাকিব তাদের সঙ্গে॥

বন অধিকারী, "রাগ" নামধারী,
কামাদি তাঁহার ভৃত্য। ৩৮০

তাঁহার সহায়ে, নিজ জন লয়ে,
লীলা করি হেথা নিত্য॥

রাজকার্য্য ভার, অন্যের উপর,
দিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে।

দিবানিশি কেলি, নিজ জন মেলি,
করি সুখ বৃন্দাবনে॥"

* * * *

মরকত ন্যায়, দুর্ব্বার শয্যায়,
প্রিয়া সঙ্গে করি হরি।

যমুনা পুলিনে, সখীগণ সনে,
বসিলেন সারি সারি॥ ৩৯০

যমুনার জল, করে ঝলমল,
শ্রীঅঙ্গের আভা পেয়ে।

সপত্র কমল, করে টলমল,
মন্দ মন্দ বায়ু বহে॥

পাখী বসি দূরে, গাইছে সুস্বরে,
করে শ্যাম গুণগান।

ময়ূর ময়ূরী, আগে নৃত্য করি,
করিছে আনন্দ দান॥

হেন সময়—

কটোরা পূরিয়ে, সেবা বস্তু লয়ে,
বৃন্দা করে আগমন।* ৪০০

শ্যামেরে ভুঞ্জাতে, সাধ বড় চিতে,
ব্যস্ত হলো সখীগণ॥

আঁখিজলে শ্যাম- পদ ধুয়াইল।
বেণী খুলি কেশে চরণ মুছাল॥

হৃদি পদ্মাসন, সখী পাতি দিল।
কালাচাঁদে তাহে, বসিতে বলিল॥

---

* বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃন্দা সখীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেবার বস্তু আহরণ করেন।

কহিলেন শ্যাম, "প্রিয়াগণ শুন।
আমারে সেবিয়া, থাক চিরদিন॥

অন্যে সেবা সুখে, আমি তো বঞ্চিত।
আজি সেই সুখ, ভুঞ্জিব কিঞ্চিত॥ ৪১০

আজি বৃন্দাবনে, গৃহস্থ হইব।
সাধ মিটাইব, তোদের সেবিব॥"

ক্ষীণ কটি আঁটি বাঁধিলেন হরি।
সখী হাত ধরি, বসালেন সারি॥

ভাগবত লীলা, সুবর্ণের থালা।
সখী আগে শ্যাম, আপনি রাখিলা॥

"আগে ইহা পিও, ক্ষুধা তীক্ষ্ণ হবে।
তবে সব দ্রব্যে, আস্বাদ বাড়িবে॥"

ইহা বলি শ্যাম, ভরি ঘট হেম।
সম্মুখে রাখিল, "ভক্তি" আর "প্রেম"॥ ৪২০

যত সখী তত কালাচাঁদ হলো।
প্রতি সখী আগে, বঁধুয়া বসিল॥

লজ্জায় কাতরা, অবলা সরলা।
প্রেম সুধা পানে, লজ্জা দূরে গেলা॥

পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া, সেবা বৃন্দাবনে।
সেই সেবা শ্যাম, শিখায় যতনে॥

বলে "প্রিয়া শুন, বৃন্দাবন ধন।
একে একে তোরে, করিব বর্ণন॥

এই সব দ্রব্য, দেখ অগণন।
আঁখি দিয়া প্রিয়া, করিবা ভোজন॥ ৪৩০

এই পাত্রে দেখ, পূর্ণ চাঁদ আলা।
ঐ দেখ রূপ, পূর্ণ এক থালা॥"

রঙ্গিণী কহিলেন—

রূপ সরোবর, বৃন্দাবনে আছে।
এক থালা ভরি, বৃন্দা আনিয়াছে॥

শ্যাম বলিতেছেন—

বাতাবী ফুলের গন্ধ এক পাত্র।
আনিলাম প্রিয়া, দেখ এই মাত্র॥

বায়ুর কটোরা, স্বচ্ছ ও পবিত্র।
বেলা-গন্ধ পূর্ণ, দেখ এই পাত্র॥

এই সব দ্রব্য ময় বৃন্দাবন।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়া, করিবা ভোজন॥ ৪৪০

ফটি(ই)ক জল, পাখীটি সংসারে।
রসিক জনেরে, আনন্দ বিতরে॥

সে পাখীর স্বর, পাত্রেতে পূরিয়া।
রাখিয়াছি হেথা এই, দেখ প্রিয়া॥

কর্ণ দিয়া প্রিয়া, করিবা ভোজন।
কর্ণানন্দ দ্রব্যে, পূর্ণ বৃন্দাবন॥"

রাখিলেন, তবে, আম্রের আস্বাদ।
শীতল সুগন্ধ, বায়ু বলপ্রদ॥

* * * *

শ্রীরঙ্গিণী বলিতেছেন—

বায়ু বলপ্রদ, শীতল সুগন্ধ।
সমভাবে বহে, শরীরে আনন্দ॥ ৪

তমালের তলে, লতার বিতান।
নিকুঞ্জ নিলয়, উপরে বিমান॥

বৃন্দাবনে নাহি, প্রাচীর প্রাসাদ।
নাহি কারাগার, নাহিক বিষাদ॥

বৃন্দাবন বায়ু, পবিত্র মধুর।
পরশ মাত্রেতে, তাপ করে দূর॥

সকল অঙ্গেতে, করিবে সেবন।
ঘুচিবে ঘুচিবে, ত্রিতাপ দহন॥

* * * *

শ্রীবৃন্দা বলিতেছেন—

"রসাল আস্বাদ সুগন্ধে জড়িত,
শীতল কোমল, পুলক পূর্ণিত,

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ নাম সুধা।
রসনে লইবে, না রহিবে ক্ষুধা॥"

"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি, সখীরা গাহিল।
লজ্জা পাই হরি, বদন নমিল॥

শ্রীবৃন্দা আবার বলিতেছেন—

"আজি শিক্ষা গুরু, সাজিনু যে আমি।
তুঁহু মম শিষ্য আমি মন্ত্র-স্বামী॥

ক্ষম সখিগণ, না করি বড়াই।
কোন মতে শ্যাম- নাম গুণ গাই॥

বৃন্দারণ্য সুখ, করিবে যে শিক্ষা।
কৃষ্ণ নাম বিনা, নাহি অন্য দীক্ষা॥ ৪৭০

কৃষ্ণ নাম মন্ত্র, কৃষ্ণ নাম সুধা।
জপিবে ভুঞ্জিবে, না রহিবে ক্ষুধা॥

বৃন্দারণ্যে এই, পরম রহস্য।
শিখানু শিখিলে, বুঝিলে অবশ্য॥"

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ," সখীরা গাইল।
পুন নত মুখ, শ্রীহরি হইল॥

* * * *

প্রেমের উৎসব, বৃন্দাবনে জানি।
তূর্ণ আইলেন, দেবী বীণাপাণি॥

শির লুটাইয়া, প্রণমি চরণে।
আগে দাঁড়ালেন, নমিত বদনে॥ ৪৮০

রাগ ও রাগিণী, মূর্ত্তিমন্ত হয়ে।
দেবী দুই পাশে, আছে দাঁড়াইয়ে॥

চৌষট্টি রঙ্গিণী, নানা রূপ ধারী।
দাঁড়ালেন, পাত্র হাতে, সারি সারি॥

শ্যাম কহে "এঁরা, 'ভাব' জগ মাঝে।
বৃন্দাবনে দেহ, লইয়া বিরাজে॥

বৃন্দাবনে এঁরা, দেহধারী হ'য়ে।
আনন্দ বিতরে, মন্দিরে বসিয়ে॥

কবিতার রস, যতনে মথিয়া।
আনিয়াছে এঁরা, পাত্রেতে পূরিয়া॥ ৪৯০

ইহাদের বাস, এই স্থানে হয়।
জগতে এঁদের ছায়া মাত্র পায়॥

সাধ যত আছে, জীব মন মাঝে।
নাহি মিটে, তাই, সদাই কান্দিছে॥

সর্ব্ব সুখ মাঝে, জীব যদি রয়।
তবু ত সে কভু, স্বস্তি নাহি পায়॥

বৃন্দাবনে জীব, করে আগমন।
তবে সব দুঃখ, হয় ত মোচন॥"

অতি মৃদু স্বরে, কহিলেন রাই।
"তোমা বিনা বৃন্দা- বনে সুখ নাই॥ ৫০০

তোমা বিনা করে এখানে বসতি।
বঞ্চিত বঞ্চিত, বঞ্চিত সে অতি॥"

লজ্জা পাই শ্যাম, কৃতজ্ঞ নয়নে।
কৃতার্থ হইয়ে, চাহে রাই পানে॥

* * * *

প্রেমের কলস, পরিপূর্ণ আছে।
আপনি সখীরে, শ্যাম বিলাইছে॥

গোপীগণ সুখে, আস্বাদিতে যান।
সকল দ্রব্যের, স্বাদ অফুরাণ॥

নব নব রূপ, নিমিখে নিমিখে।
নূতন আস্বাদ, চুমুকে চুমুকে॥ ৫১০

সুখের হিল্লোলে, ভাসিয়া চলিল।
নাটের শ্রীগুরু, শ্রীনন্দ দুলাল॥

* * * *

আতিথ্য করিয়া, মদন মোহন।
সবারে কহিছে, মধুর বচন॥

"বড় সুখী মোরে, তোমরা করিলে।
বর মাগো সবে, দিব কুতূহলে॥"

সখীরা ভাবিছে, কি বর মাগিব।
কি আছে অভাব, কিবা মাগি নিব॥

রঙ্গিণী কহিছে, হাসিয়া হাসিয়া।
"আমি বর নিব, সবার লাগিয়া॥ ৫২০

মোদের সবারে, পুতুল গড়িয়া।
খেলা কর তুমি, যা তোমার হিয়া॥

কখন ভাঙ্গিছ, কখন গড়িছ।
এই মত দিবা রজনী খেলিছ॥

এই মত মোরা, তু হুঁহারে লয়ে।
খেলিব সকলে, যেন চাহে হিয়ে॥

কখন মিলাব, কখন ছাড়াব।
কখন দুজনে, কলহ করাব॥

কখন শোয়াব, কখন সাজাব।
যত প্রাণে চায়, ততই ভুঞ্জাব॥ ৫৩০

যেন মত খেলা, কর লয়ে জীব।
তু হুঁহারে লয়ে, সে খেলা খেলিব॥"

"তথাস্তু!" "তথাস্তু!" কহেন মাধবে।
"যে খেলা খেলিবে, মোদের পাইবে॥

খেলিবে তোমরা, যে উদয় মনে।
নিশ্চয় তাহাতে, রব দুই জনে॥

কেহ বা বিগ্রহে, কেহ বা অন্তরে।
খেলিবে যাহার, যেবা ইচ্ছা করে॥

কল্পনা করিয়া, খেলা সাজাইবে।
আমার বরেতে, সব সত্য হবে॥” ৫৪০

* * * *

বলিয়া মাধব, হইল নীরব,
নমিত মুখেতে রহে।
নয়নের ধারা, মুকুতার পারা,
সে চন্দ্র বদনে বহে॥

কিবা ভাব মনে, জগতে কে জানে,
যে মনে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।
কে আছে সংসারে, বলিবারে পারে,
কেন শ্যাম কাঁদে হাসে॥

সবে ক্ষুব্ধ মনে, চাহে শ্যাম পানে,
কাহার না স্ফুরে বাণী। ৫৫০
সবা দুঃখ দেখি, মুছি দুটী আঁখি,
কহিছেন গুণমণি॥

“তুষিতে আমারে, জীবে কি না করে,
সে কথা ভাবিলে মনে।

কহিবারে নারি, যে হয় হামারি,
কেমন করয়ে প্রাণে॥

ক্ষুদ্র জীব অতি, কিছু নাহি শক্তি,
আমি ত ব্রহ্মাণ্ডোদর।

হেন আমা তরে, চিঁড়া গুড় ধ'রে,
বলে "শীঘ্র খাও ধর"॥ ৫৬০

রথেতে উঠায়ে, গৌরবে টানয়ে,
মোরে তুষিবার তরে।

তাদের চেষ্টায়, বুক ফেটে যায়,
অধিক কি কব তোরে॥

যারা বড় জ্ঞানী, বলবান ধনী,
ধ্যানে বিশ্বরূপ দেখে।

তাদের চেষ্টায়, নাহি আসে যায়,
দুঃখ নাহি দেয় মোকে॥

মোর কাঙ্গালিনী, যত অবোধিনী,
প্রবোধ নাহিক মানে। ৫৭০

আমি সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড আমার,
সে সব নাহিক শুনে॥

খাওয়াবে শোয়াবে, ধোয়াবে পরাবে,
রাখিবে কৌটার মাঝে।

বিগ্না দিয়ে মোর, আনন্দে বিভোর,
করতালি দিয়া নাচে॥

ইহারা আমায়, ফেলিয়াছে দায়,
হাত ছাড়াইতে নারি।

এদের যতনে, অস্থির পরাণে,
সদা ঝুরে ঝুরে মরি॥ ৫৮০

কেহ বা আমাকে, ভয়ে নাহি ডাকে,
মোর ভক্তগণে ডাকে।

ধরি ভক্ত পায়, করে অনুনয়,
"উদ্ধার করহ মোকে॥"

সবে পূজিবারে, পারে সর্ব্বেশ্বরে,
ভক্তে পূজে যেই নরে।

সেই দৈন্য ধন্য, সত্য আকিঞ্চন,
আগে দেখা দেই তারে॥

জ্ঞানী বলবান, বিশ্বরূপ ধ্যান,
সে ত বড় লোক কথা। ৫৯০

দরিদ্র কাঙ্গালে, আমারে ডাকিলে,
দিতে নারি তারে ব্যথা॥

ধনী ও কাঙ্গালে, দু জনে ডাকিলে,
কি করিব বল ভাই।

যাহা কর তুমি, তাই করি আমি,
আগে দুঃখী কাছে যাই ॥”

* * * *

তবে চাহিলেন, শ্রীমতীর পানে।
“বল প্রিয়া কিবা, আছে তুয়া মনে ॥

মনেতে আমার, আনন্দ ধরে না।
তোমা কিছু দিব, বড়ই বাসনা ॥ ৬০০

তুমি কৃষ্ণ-প্রাণা, কিছু নাহি চাহ।
ইহাতে আমারে, বড় দুঃখ দেহ ॥”

তখন শ্রীমতী, গলায় বসনে।
কাঁদি পড়িলেন, প্রভুর চরণে।

রাধার রোদন, শ্যামের বাঁশরী ॥
কেবা হারে জিনে, কহিতে না পারি ॥

রাধার ক্রন্দনে, ভুবন দ্রবিল।
আপনি মুকুন্দ, অস্থির হইল ॥

সে করুণ স্বর, যে জন শুনেছে।
তাহার কি আর, দেহ ধর্ম্ম আছে ? ৬১০

“সামাল” “সামাল”, ডাকে সখীগণ।
রাধার তরঙ্গে, ডুবিবে ভুবন ॥

তরঙ্গ উঠিতে, কালিয়া ধরিল।
শত শত চুম্ব, বদনেতে দিল॥

আপনার কোলে, প্রিয়া শোয়াইল।
পীতবাসে বায়ু, করিতে লাগিল॥

রয়ে রয়ে কত, তরঙ্গ উঠিছে।
প্রিয়া মুখ চাহি, মুকুন্দ ঝুরিছে॥

অনেক যতনে, ধৈরয ধরিয়ে।
মৃদুস্বরে কহে, বঁধুমুখ চেয়ে॥ ৬২০

"বহুদিন হ'তে, মনে দুঃখ আছে।
আজ মন কথা, কব তোমা কাছে॥

জীবগণ তোমা, ভুলিয়া রহিল।
তোমার সংসার, ছারে খারে গেল॥

সদাই কাঁদিছে, দুখেতে কাতর।
অভয় প্রদান, জীবগণে কর॥

ভয়ঙ্কর ভাবি, তোমা ভয় করে।
দিবানিশি ভয়ে, ত্রাহি ত্রাহি করে॥

তুমি কিবা বস্তু, দেহ পরিচয়।
এই বর তুয়া, কাছে দয়াময়॥" ৬৩০

প্রভু বলিতেছেন—

"এ বাঞ্ছা কেবল, তোমা উপযুক্ত।
তোমার ইচ্ছায়, জীব হবে মুক্ত॥

জনমিয়া থাকি, শিখাবারে জীবে।
তাহে অবতার, সর্ব্ব দেশে পাবে॥

যেবা জাতি যত, ধরে অধিকার।
সেই দেশে সেই- রূপ অবতার॥

ব্রজ রস কভু, না পাইল জীব।
এই বার সেই, রস বিতরিব॥

সেই রস মোর, অতি গুপ্ত ধন।
করিব আপনে, যাই বিতরণ॥ ৬

অন্য কাজ মোর, অংশ দ্বারা হয়।
প্রেম বিতরণ, অন্য দ্বারা নয়॥

নবদ্বীপ ধামে, জনম লইব।
আপনি যজিয়া, ধর্ম্ম শিখাইব॥

ঘরে ঘরে গিয়া, ব্রজ রস দিব।
তোর প্রেম-ঋণে, খালাস পাইব॥"

যদি শ্রীগৌরাঙ্গ, না হতো উদয়।
তবে বলা'য়ের, কি হতো উপায়?

* * * *

সাধুর স্বপ্নভঙ্গ।

সাধুর তখন, ভাঙ্গিল স্বপন।
মনে ভাবে যাহা, করিল দর্শন ॥

ভাবে মনে মনে, জানিলাম সব।
কিন্তু ইথে মোর, কিবা হলো লাভ ?

জানিলাম কিন্তু, না পানু তাঁহারে।
কিবা হবে লাভ, বৃথা জ্ঞানে মোরে ॥

ভাবিছে অন্তরে, বাহ্য নাহি জানে।
সব পাসরিয়া, ডাকে এক মনে ॥

নয়ন মেলিয়া, ডাকিতে লাগিল।
"দরশন দাও, ভকত-বৎসল ॥ ১০

এই যোগাসনে, বসিলাম আমি।
যাবত দর্শন, নাহি দাও তুমি ॥

দাঁড়াইয়া তুমি, একটু আড়ালে।
দেখিতেছ দুঃখ, না এস ডাকিলে॥

বুঝিবারে নারি, কি তোমার রীতি।
দরশন দিলে, কি তোমার ক্ষতি?

যেই মাত্র চিত্ত, অতি সূক্ষ্ম হলো।
অতি সূক্ষ্ম হয়ে, শ্রীপদ ছুঁইল॥

অমনি আগেতে, দেখে তেজোরাশি।
নয়ন আনন্দ, কোটি কোটি শশী॥ ২০

সে তেজ দেখিয়া, আঁখি ঝলসিল।
অল্প মূরছিয়া, সম্বিত পাইল॥

কহিতেছে সাধু, হাসিয়া হাসিয়া।
"নয়ন জুড়াল, না জুড়াল হিয়া॥

হৃদয়ে তোমার, নাহি দয়া মায়া।
ভুলাতে আইলে, বাজি দেখাইয়া॥

করিব ভকতি, করিব পিরীতি।
আলোতে কেবল, আঁখির তিরিপ্তি॥

আকার ধরিয়া, দাঁড়াও আগেতে।
তবে ত সম্পর্ক, তোমাতে আমাতে॥" ৩০

বলিতে বলিতে, করে দরশন।
আদি অন্ত নাই, অঙ্গ অগণন॥

কোটি কোটি মুখ, কোটি কোটি হস্ত।
যে অঙ্গে নিরীখে, অনন্ত সমস্ত॥

সাধু বলে "বাপ, কিবা কর তুমি।
ওরূপ দেখিয়া, ভয় পাই আমি॥

ওরূপে আইলে, ভয়েতে মরিব।
তোমা দেখে মোরা, ভয়ে পলাইব॥

ক্ষমা দেহ নাথ, ছাড়হে চাতুরী।
সুখ পাই হেন, রূপ এস ধরি॥" ৪০

ইহাতে সে রূপ, আলোতে মিশিল।
অতি দুঃখে সাধু, কান্দিতে লাগিল॥

"এস এস নাথ, হেন রূপ ধরি।
যাহে তোমা ভাল- বাসিবারে পারি॥

যাহা ইচ্ছা হও, যদি পূজা চাও।
চাহ ভালবাসা, মোর মত হও॥"

যদি সাধু কান্দে, হইয়া বিকল।
ক্রন্দনে দ্রবিল, নিরাকার আলো॥

ছিল তেজ রাশি, সে তেজ দ্রবিল।
দ্রবিয়া হইল, তেজোময় জল॥ ৫০

"এস, এস নাথ," ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ভক্তের ক্রন্দনে, জল তোলপাড়॥

তরঙ্গ উঠিল, করে ঝলমল।
নানা বর্ণ জল, নয়ন শীতল॥

"এসো" "এসো" বলি, হুঙ্কার করিল।
তেজ জল হ'তে, মুরতি উঠিল॥

দেখে সম্মুখেতে; মূরতি মোহন।
তেজোময় বপু, মুদিত নয়ন॥

মূর্ত্তি পানে সাধু, চাহিয়া রহিল।
আনন্দে পড়িছে, নয়নের জল॥ ৬০

কহে সাধু ধীরি, "শুন প্রিয়জন।
একবার মেল, ও দুটী নয়ন॥

শুনিয়াছি নাকি, ও দুটি নয়ন।
অরুণ বরণ, প্রেম নিকেতন॥

একবার চাহ, এ দাসের পানে।
দু জনে মিলাব, নয়নে নয়নে॥"

মূরতি ঈষৎ, কাঁপিতে লাগিল।
পরাণ পাইল, নিশ্বাস বহিল॥

নয়ন মেলিল, অচেতন মত।
দেখিতে দেখিতে, নয়ন জীবিত॥ ৭০

নয়নে নয়নে, হইল মিলন।
স্তব্ধ হয়ে সাধু, করিছে দর্শন॥

কৃষ্ণ দরশনে, এই বাধা হয়।
রূপে মোহ হয়, দেখিতে না পায়॥

সঙ্কল্প করিয়া, চেতন রাখিল।
অতি কষ্ট করি, কহিতে লাগিল॥

"তুমি কি আমার, চিরদিন বন্ধু ?,
তুমি কি গো সেই, করুণার সিন্ধু ?

তুমি কি আমায়, সৃজন করিলে ?
তুমি কি হৃদয়ে, স্নেহ-বিন্দু দিলে ? ৮০

আজি একি শুভ- দিনের উদয় ?
নব পরিচয়, তোমায় আমায় ?

আজি কি আমার, ব্রত সিদ্ধি হলো ?
কথা কহ বন্ধু, পরাণ বিকল॥"

কহিবারে কথা, সে দেবতা গেল।
মৃদু মৃদু ঠোঁট, কাঁপিতে লাগিল॥

সপ্রেম নয়নে, সাধুরে চাহিল।
কি ভাবিয়া মনে, ঈষৎ হাসিল॥

কহিল দেবতা, অতি মধু স্বর।
"বর মাগো সাধু, যা ইচ্ছা তোমার॥" ৯০

সঙ্গীত অধিক, সুস্বর বচন।
সুধায় সাধুর, পূরিল শ্রবণ॥

সাধু কহিতেছেন—

"তুমি ত সম্মুখে, কি বর মাগিব।
সাধ মোর নাই, আমি বড় হব॥

তবে বর দাও, যেন দয়াময়।
চিরদিন যায়, তোমায় আমায়॥"

শুন হে পাঠক, আমার উত্তর।
মনে ভাব যেন, তুমি নিবে বর॥

যদি বিভু তোমা, চাহে বর দিতে।
কি বর চাহিবে, ভেবে দেখ চিতে॥ ১০০

বসি বসি ভাব, পারিবা বুঝিতে।
যাহা চাবে, চির সুখ নাহি তাতে॥

যাহা মনে ভাব, বড়ই প্রসাদ।
ক্ষয় হয়ে যাবে, করিলে আস্বাদ॥

এক মাত্র সুখ, ভগবান সঙ্গ।
চির দিন নাহি, যে সুখের ভঙ্গ॥

নিতি নব রাগ, নিতি নব খেলা।
আনন্দ জলধি, সে চিকন কালা॥

* * * *

তবে, ভুবন মোহন, সাধুরে চাহিল।
প্রেম জলে রাঙ্গা, আঁখি ছল ছল॥ ১১০

দোঁহে দোঁহা পানে, চাহিয়া রহিল।
অবিরত পড়ে, নয়নের জল॥

নয়ন মুছিয়া, বলে "সাধু শুন।
তবে এত দিনে, করেছ স্মরণ ?

এক দিন আমি, তোমা ভুলি নাই।
বহু দিন আছি, তোমা পথ চাই॥

মোরে চাহে শুধু, স্নেহের লাগিয়া।
হেন নাহি দেখি, ভুবন খুঁজিয়া॥

মোর সঙ্গে থাকি- বারে চাও তুমি।
জানিলাম বড়, ভাগ্যবান আমি॥ ১২০

নিজ জন তোমা, দিয়াছি সবারে।
আমি শুধু একা, রহি এ সংসারে॥

মোর সঙ্গে রবে, দুই জন হ'ব।
কথায় আনন্দে, কাল কাটাইব॥

কি সম্পর্ক পাতা- ইবে মোর সনে।
তোমার যা ইচ্ছা, হব সেই ক্ষণে॥"

আনন্দেতে সাধু, হয়েছে বিহ্বল।
বলে— "আমি কি কহিব, তুমি সব বল॥"

তখন ভগবান বলিতেছেন—

"আমার সংসার, তোমাদের লয়ে।
সংসার গড়িব, সম্পর্ক পাতায়ে॥ ১৩০

কিবা পিতা হও, কিবা হও পুত্র।
কিবা হও স্বামী, অথবা কলত্র॥

কিবা ভ্রাতা সখা, যা ইচ্ছা তোমার।
সে ভাব তোমার, হইবে আমার॥"

সাধু কহিতেছেন—

"বল বল বল, আমি কি বলিব।
যাহা তুমি বল, তাহাই হইব॥

তবে এক কথা, তোমারে কহিব।
পিতা মাতা তোমা, বলিতে নারিব॥

পিতা মাতা প্রতি, যেই ভালবাসা।
তাহে না মিটিবে, আমার পিয়াসা॥" ১৪০

তবে প্রভু বলে, মধুর বচন।
"তোমা আমি ক'রে- ছিলাম স্বজন॥

ছিনু নিরাকার, সবা ত্যজ্য হয়ে।
কান্দিয়ে কান্দিয়ে, দিলে চেতাইয়ে॥

সুন্দর বালক বাতাস দিতেছে। ১৬২

কান্দিয়ে কান্দিয়ে, করি আকর্ষণ।
সৃজিলে আমারে, তোমারি মতন ॥

তুমি ত সৃজন, আমারে করিলে।
আমি তব পুত্র, তুমি পিতা হ'লে ॥

তুমি বলেছিলে, আপনার মুখে।
আমা কোলে করি, বেড়াইবে সুখে ॥ ১৫০

এই আমি তব, কোলেতে যাইব।
পিতার বক্ষেতে, চির দিন রব ॥

তোমার চর্ব্বিত, তাম্বুল খাইব।
নিশ্চিন্ত হইয়া, কোলে শুয়ে রব ॥

পিতারে দেখিব, নয়ন ভরিয়ে।
পাছে পাছে যাব, তুয়া বাধা বয়ে ॥"

বলিয়ে সাধুরে, কোলেতে লইল।
সাধু তাঁর বুকে, অচেতন হ'ল ॥

হেন অচেতন, ক্ষণেক রহিল।
অল্পে অল্পে পরে, চেতন পাইল ॥ ১৬০

চেতন পাইয়া, দেখে বসি আছে।
সুন্দর বালক, বাতাস দিতেছে ॥

* * * *

দেখে আপনার, মত অবয়ব।
যেন নিজ পুত্র, সেই মত সব ॥

পরম সুন্দর, বনমালা গলে।
বেলার বেসর, নাসিকায় দোলে ॥

"বাপ" "বাপ" বলি, সাধু কোলে নিল।
সে যে ভগবান, তাহা ভুলি গেল ॥

বুক মাঝে করি, গৃহে ফিরি গেল।
গোপালে পাইয়া, সব পাসরিল ॥ ১৭০

* * * *

বলাই বলিছে, শুন ভক্তগণ।
মাথা কুটী তারে, না পাবে কখন ॥

মাথা কুটি তার, সম্পত্তি পাইবে।
কিন্তু শ্যামচাঁদে, ধরিতে নারিবে ॥

তারে ভালবাস, তবে তারে পাবে।
গৌরাঙ্গ ভজিলে, এ সব শিখিবে ॥

শচীর দুলাল ! কি কব তোমারে।
বড় সুখ তুমি, দিয়াছ আমারে ॥

ছিনু মত্ত হয়ে, কিছু নাহি জানি।
আপনি আইলে, তুমি গুণমণি ॥ ১৮০

কেন যে আইলে, তাহা তুমি জান।
শীতল করিলে, এই পোড়া প্রাণ॥

অতি রুগ্ন দেহ, ক্লান্ত মোর চিত।
সেবিতে তোমারে, নারি যথোচিত॥

তাহাতে আমার, কোন দুঃখ নাই।
সব জান তুমি, আমার হৃদয়॥

কান্দি কভু আমি, মনের দুঃখেতে।
সে ত জীব ধর্ম্ম, নারি উল্লঙ্ঘিতে॥

এরূপ কান্দিয়া, মনে দুঃখ হয়।
কত জানি ব্যথা, দিয়াছি তোমায়॥ ১৯০

বড় জ্ঞানী জন, আমারে বুঝায়।
গৌরাঙ্গ মানুষ, ভগবান নয়॥

কিন্তু তারা নাহি, জানে মোর মন।
কেন তাঁরে করি, আত্ম সমর্পণ॥

আমি কয়েছিনু, "শ্রীগৌরাঙ্গ শুন।
তুমি কাড়ি নিলে, মোর প্রাণ মন॥

তোমা বিনে মোর, কিছু নাহি ভায়।
তোমার চরণে, লইনু আশ্রয়॥

তুমি যথা থাক, তথায় রহিব।
যদি পড়ে যাও, আমিও যাইব॥" ২০০

হাসিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন মোরে।
"দাদা বিশ্বরূপে, সঁপিলাম তোরে॥

দাদা বিশ্বরূপ, হন বলরাম।
তাহে বলরাম, দাস তোর নাম॥"

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

—:০:—

শ্রীকালাচাঁদ-গীতার টিকা।

বিরক্তি।

কোন এক ব্যক্তি লালা বাবুর ন্যায় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে, মৃত্যু হইলে স্ত্রী পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হইবে, অতএব অগ্র হইতেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিবেন। করিয়া, শ্রীভগবান আছেন কি না ইত্যাদি তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন। ইহা বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন।

১০ পৃষ্ঠা ১৮৬ পুংক্তি "প্রিয়জন বঞ্চি কিসে সুখী হব।" যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাগণ যদি নরকে যান, তবে তিনি স্বর্গ কামনা করেন না, তাহাদের সহিত নরকে বাস করিবেন।

১১—১৯৯ "সাধ নাই যার অন্তর ভিতরে।" ইত্যাদি। এই তত্বটী দ্বিতীয় সখীর কাহিনীতে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

১২—২০৭ "ঐশ্বর্য্য ল'ব না মাধুর্য্য লইব।" ঐশ্বর্য্যে কোন সুখ নাই। উহাতে চিত্ত মলিন করে। বিমল আনন্দ যদি কিছুতে থাকে, তবে সে মাধুর্য্যে আছে।

১২—২১০ "কাহার সম্পত্ত্যে বাধা নাহি দিব।" সাধু বলিতেছেন যে, তিনি এমনি বর মাগিবেন, যাহাতে অন্যের

সুখের ব্যাঘাত না হয়। মনে ভাবুন, তিনি প্রভু হইবেন এ বর মাগিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রভু হইলে তাঁহার দাসের প্রয়োজন। কিন্তু যিনি সকলের পিতা, তাঁহার কাছে এরূপ বর প্রার্থনা করা উচিত নয় যে, আমাকে প্রভু কর, আর তোমার আর অন্য সন্তানকে আমার দাস করিয়া দাও। শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ নাই, সুতরাং সেখানে দুঃখ নাই। শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্য দ্বারা গঠিত, সুতরাং সেখানে বিমল আনন্দ।

১৩—২২৯ ফাল্গুনী পূর্ণিমা ইত্যাদি। প্রথমে সাধু সাব্যস্ত করিলেন যে, সৃষ্টিতে দোষও আছে গুণও আছে। আর দেখিলেন যে, শ্রীভগবান চেতন, যেহেতু তিনি চেতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৩—২৩৩ "যাহা তাঁর নাই কেমনে তা দিবে।" ইত্যাদি। যাহা শ্রীভগবানের নাই, তাহা তিনি দিতে পারেন না। মনুষ্য তাঁহার সৃষ্টি, অতএব মনুষ্যে যাহা আছে, তাহা তাঁহাতে আছে।

১৩—২৩৬ অমানুষিক সৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যে পারে না। অতএব শ্রীভগবানে মনুষ্য হইতে অধিক কিছু আছে।

১৩—২৪১ যত খানি তাঁর ইত্যাদি। ভগবান হইতেছেন, "মনুষ্য + কিছু"। ইহা হইতে "কিছু" টুকু বাদ দিব। তাহার পরে বলা হইতেছে—

১৩—২৪৩ "মনুষ্য প্রকৃতি ব্যতীত অন্তরে" ইত্যাদি। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য, মনুষ্য-প্রকৃতি ব্যতীত

আর কিছু হৃদয়ে ধরিতে পারে না। শ্রীভগবানকে যত বড় প্রকাণ্ডই কর,—তাঁহার শত সহস্র হস্ত দাও, কোটী কোটী চক্ষু দাও, তবু মনুষ্যে ভগবান গড়িতে গেলে, তিনি প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যে, হইবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান হইতেছেন মনুষ্য এবং আর কিছু। এখন দেখিতেছি, মনুষ্য, মনুষ্য-প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছু হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং শ্রীভগবানকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইলে, সে "কিছু" টুকু বাদ দিতে হইবে। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যিনি আমাদের ভজনীয় হন, তিনি ঠিক মনুষ্যের মত। এই তত্ত্বের একটী উদাহরণ গ্রন্থকার দিতেছেন। সূর্য্য হইতে আমরা আলো ও উত্তাপ পাই। কিন্তু এই সূর্য্যের উপর আর একটি বড় সূর্য্য আছেন, তাহা আমরা চক্ষেও দেখিতে পাই না। অতএব আলো ও উত্তাপের নিমিত্ত আমাদের সূর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া সূর্য্যের যে সূর্য্য তাহার কাছে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

১৫—২৬৩ পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি। সাধু দেখিতেছেন যে, জগৎ পুরুষ-প্রকৃতি জড়িত। তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীভগবান পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে বিরাজ করিতেছেন। যেহেতু এই জগৎ তাঁহার প্রকাশ।

১৫—২৮১ অন্তরে বিশ্বাস ইত্যাদি। ইহা কখন বিশ্বাস হয় না, যে, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান সাধ দিয়াছেন, আর সাধ পূরণের বস্তু দেন নাই। শ্রীভগবান জীবকে বাঁচিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় সাধ দিয়াছেন, অথচ মরণ

দিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতেছি যে, মরণের পর জীবন আছে।

১৬—২৯৫ "নিরাকার রূপে যে ভজে তোমায়।" ইত্যাদি। যদি শুধু বর মাগিতে হয়, তবে নিরাকার রূপে ভগবান ভজনা করায় ক্ষতি নাই। কিন্তু নিরাকার ভগবানের সঙ্গে মনুষ্যের মিলন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভগবান সাকার কি নিরাকার, ইহা সাধকের বাসনার উপর নির্ভর করে।

১৬—৩০১ পঞ্চেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সাধু বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! তোমার রূপ দেখিয়া নয়ন, ও বচন শুনিয়া কর্ণ জুড়াইব। তুমি নিরাকার হইলে তাহা কিরূপ হইবে? অতএব তুমি আমার মতন হও, যে, আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার কাছে সুখ দুঃখের কথা বলি, আর যাহা না বুঝি বুঝিয়া লই। ইত্যাদি।

১৭—৩৩১ আঁক ইত্যাদি। গ্রন্থকার গণিত বিদ্যার চিরদিনই বড় পক্ষপাতী, আর তাঁহার যৌবন-কালে এ বিষয়ে তিনি মহা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের হৃদয়ে শ্রীভগবান অতি মধুর সুহৃদ রূপে উদিত হইয়াছেন। অনেকে শ্রীভগবানকে সুহৃদ বলিয়া সম্বোধন করেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যে বড় ভয়ানক বলিয়া বর্ণনা করেন, কি হৃদয়ে ভাবেন।

১৯—৩৫৭ "যে বন্ধনে আমি বান্ধিয়াছি ওরে" ইত্যাদি। সাধু দেখিলেন যে, মনুষ্যের উপর প্রীতি যেরূপ আধিপত্য করে, এরূপ আর কিছু নহে। পূর্ব্বে তাঁহার ভজনীয় ভগবান

মনুষ্য স্বরূপ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, এখন দেখি- তেছেন যে, প্রীতি মনুষ্যের উপর যেরূপ আধিপত্য করে, এরূপ আর কিছুই নাই। ইহাতে সিদ্ধান্ত করি- লেন, যে, শ্রীভগবানকে যদি বাধ্য করিতে হয়, তবে প্রীতির দ্বারা করিতে হইবে।

২১—৩৮৯ "আমারে পূজিয়া শিক্ষা দেও তুমি।" তাই স্ত্রীকে বলিতেছেন, যে, আমাকে প্রীতি ভজন করিয়া তুমি আমাকে একবার উহা দেখাও, আমি উহা দেখিয়া শিক্ষা করিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা করিব। এখানে গ্রন্থকার প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে, প্রীতির ভজন কিরূপ, তাহা আপনার প্রিয়জনের নিকট শিক্ষা করা যায়, অন্য গুরুর প্রয়োজন হয় না।

২৩—৪১৭ "মনুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে।" সাধু এই কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত করিলেন যে, জীবের ভজনীয় যিনি, তিনি মনুষ্যের মত। যদি তুমি কোন বর প্রার্থনা কর, তবে ভগবানকে নিরাকার ভাবিয়া ভজনা করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি শ্রীভগবান-প্রাপ্তি কামনা কর, অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতে চাও, তবে প্রীতির দ্বারা তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে। কিন্তু ভগবান মনুষ্য-রূপ না হইলে মনুষ্য তাঁহাকে প্রীতির ভজনা করিতে পারে না। তাই সাধু প্রার্থনা করিতেছেন যে, "হে ভগবান! তুমি পরম রূপবান ও গুণবান পুরুষ-রূপে আমাদের হৃদয়ে বিচরণ করিয়া, তোমাকে প্রীতি করিবার সুলভ করিয়া দাও।"

এখানে সাধু প্রকারান্তরে শ্রীভগবানের অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া দিলেন।

২৪—৪৪৭ বলিতে বলিতে ইত্যাদি। সাধু নয়ন মুদিয়া আছেন, এমন সময় তিনি জ্ঞানহারা হইলেন। হইয়া তিনি কি দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চ সখীর সভা।

সাধু দেখিতেছেন, যে, মাধবী তলায় কুসুম পড়িয়া আছে। সেই ফুলের উপরে একটি বালা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। আর চারিটী রমণী তাহাকে চেতন করিবার জন্য সন্তর্পণ করিতেছেন।

প্রথম সখী—রস-রঙ্গিণী।

এই পঞ্চ নববালার মধ্যে এক জনের নাম রস-রঙ্গিণী। যখন রাসের রজনীতে মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি বৃন্দাবনের ফুল, ফল, নব পল্লব, ময়ূরের নৃত্য, ও অরবিন্দ-শোভিত ও জ্যোৎস্না কর্তৃক আলোকিত যমুনার জল প্রভৃতির শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছেন? তাহার উত্তরে গোপীগণ বলিলেন, যে, তাঁহারা বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিতে আসেন নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা ভগবানের সৃষ্টির শোভা দেখিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। শ্রীভগবানকে পাঁচ ভাবে ভজনা করা যায়। যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। রস-রঙ্গিণী, শান্ত রসের আদর্শ। অনেকে শ্রীভগবানকে

শান্ত-রূপে ভজনা করিতে আরম্ভ করিয়া, পরিশেষে তাঁহার সহিত গাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। গোপীগণ, শান্ত-রস অপেক্ষা উচ্চ রসে অধিকারী বলিয়া, শ্রীভগবানের সহিত গাঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপিত করিবেন, এই আশয়ে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পাইবেন বলিয়া আসিয়াছেন, বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে আইসেন নাই।

২৯—২৭ এ সব সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। একটি কুসুম লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে জীবমাত্রে বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা কোন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহা নহে, যিনি করিয়াছেন, তিনি পরম রসিক। শ্রীভগবানের "রসিক-শেখর" মধুর নামটি কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, জগতে আর কোন ধর্ম্মে নাই।

৩৩—১০৩ কহে বলরাম ইত্যাদি। বলরাম দাস গ্রন্থকারের গুরুদত্ত নাম।

৩৮—১১৯ বুঝিনু তখনি ইত্যাদি—বাহ্য দৃষ্টে শ্রীভগবান অতি বৃহৎ বস্তু, শ্রীভগবানের বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু সাধক পরিণামে তাঁহাকে পরম সুন্দর পুরুষ রূপে পাইয়া থাকেন।

৪০—২২৯ যার লাগি আঁক ইত্যাদি। শ্রীভগবান, সৌন্দর্য্য রাশি সৃষ্টি করিয়া, এরূপ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন যে, দেখিলে বোধহয় যে লোকে উহা দেখুক না দেখুক, ইহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না।

৪৩—১৯১ বুঝিতে নারিনু * * কি কহিল ধীরে ধীরে ইত্যাদি। নয়নে নয়নে মিলিত হইলে রসিক-

শেখর ধীরে ধীরে বোধহয় ইহাই বলিলেন যে, "তুমি আমার দিকে চাও কেন? তুমি শোভা দেখিতে আসিয়াছ, তাহাই দেখ।"

৪৬—২৭৭ চুপে চুপে যে যে ইত্যাদি হইতে "সে তো ভয় নাহি করে" পর্য্যন্ত। যিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ অতি রসিক ও মধুর বস্তু, তিনি জগতে কোন বিপদকেই ভয় করেন না। যদি তাহার সম্মুখে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তবে তিনি রসিক শেখরের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলেন যে, "তোমার হাতে চিত্র-তুলি, আর কোন অস্ত্র নাই, তোমাকে কেন ভয় করিব?"

৪৯-৩০১ "ভাল নাহি লাগে এই স্থানে এসে" ইত্যাদি। তাহারই পুনর্জ্জন্ম হয়, যে ব্যক্তি জড়জগৎ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

৫০—৩০৯ পুতুলে পুতুলে ইত্যাদি। এখানে গ্রন্থকার ভবের বাজার বর্ণনা করিতেছেন।

৫০—৩২১ কোন সাধু বসি ইত্যাদি। অনেকে কেবল কতকগুলি কথা শিখিয়া মনে ভাবেন যে, তাঁহারা বড় সাধু হইয়াছেন। নিরীহ ভালমানুষ, দীন ভক্তগণকে তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভাবেন। তাহারা কিরূপ করেন, না, যেমন কেহ অজীর্ণকর মটর কি বুট ভাজা কোচড়ের মধ্যে রাখিয়া কড়মড় করিয়া খান, আর যে সুস্থকর অন্ন খায়, তাহার প্রতি চাহিয়া তাহাকে ঘৃণা করেন।

৫১—৩৪১ কেহ উড়িবারে ইত্যাদি। অনেকে আপনার শরীরে উপবাস প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ দিয়া মনে ভাবেন যে, তাঁহারা নির্ম্মল হইতেছেন।

৫২—৩৫৫ "পুতুল নাচায় যথা ইচ্ছা হয়।" এখানে গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, জীবগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। প্রকৃত পক্ষে, জীবগণ যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইহা অনুভব করা যায় না। তবে মনুষ্যের কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা আছে, তাহার সন্দেহং নাস্তি। গ্রন্থকার তাহা অন্যত্র বিচার করিয়াছেন।

৫৬—৪৩৩ আর দিন আসি ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থকার রসিক-শেখরের চাঞ্চল্য দেখাইয়াছেন, এখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখাইতেছেন।

৫৮—৪৭৬ "এ হতে করিব আকাশ ভজন।" অর্থাৎ রঙ্গিণী ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি মায়াবাদীগণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যে ভজনে ভগবান নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়া উক্ত।

৫৯—৪৯৫ যত জীব আশা ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীভগবান যেমন আশা দিয়াছেন, সেইরূপ আশা পূরাইতে বস্তু দিয়াছেন; যেমন ভালবাসা দিয়াছেন, তেমনি প্রীতির বস্তু দিয়াছেন; ক্ষুধা দিয়াছেন, সেইরূপ আহার দিয়াছেন; বাঁচিবার সাধ দিয়াছেন, সেইরূপ পরকাল দিয়াছেন। জীবের আশাগুলি বিচার করিলে, তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা জানা যায়।

৬২—৫৪৭ "স্থান পরিমাণ হইলে বিকৃতি" ইত্যাদি। এই জগতে

সমুদায়ই ভাল, তবে স্থান ভ্রষ্ট হইলে, কি পরিমাণ বিভ্রাট হইলে, ভালদ্রব্য মন্দ হয়। যেমন আতর নাসিকার অতি উপাদেয় দ্রব্য, কিন্তু নয়নে দিলে দুঃখ-কর হয়। বিষ অধিক পরিমাণে প্রাণ ও অল্প পরিমাণে রোগ নাশ করে। শ্রীভগবান জীবের পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্থান ভ্রষ্ট ও পরিমাণ বিভ্রাট করিবার শক্তি দিয়াছেন। এ স্বাধীনতা পশুদের নাই, সুতরাং তাহাদের পরিবর্দ্ধনও নাই। জীবকে এই স্বাধীনতা দেওয়াতে তাহারা অনেক সময় আপনাদের ঘাড়ে দুঃখ আনে বটে, কিন্তু অনেক সময় সেই দুঃখ হইতে নূতন নূতন সুখের সৃষ্টি হয়। অত্যাচারে পীড়া হয়, পীড়ার পরিণাম স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের ফল সুখ। অতিশয় অত্যাচার করিলে অতিশয় দুঃখ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যু সকল দুঃখ হরণ করে। মনুষ্য মৃত্যুর পরে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া সুখের স্থানে গমন করেন।

৬৪—৫৭৮ দুঃখ সুখ-বীজ ইত্যাদি। একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, দুঃখ হইতে বহুতর সুখ উৎপন্ন হয়। সামান্য উদাহরণ এই যে, পিপাসার দুঃখ না থাকিলে, জল পানের সুখ ভোগ করা যায় না। এ সমস্ত তত্ত্ব গ্রন্থকার অন্যত্র আরও বিস্তার করিয়াছেন।

৬৫—৬০৩ ভাল মন্দ ভেদ ইত্যাদি। পশুগণের ভাল মন্দ জ্ঞান নাই, মনুষ্যের আছে। মনুষ্যের এই জ্ঞান এই নিমিত্ত আছে যে, তাহারা এই জ্ঞান পাইয়া

মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি পাইয়া সৃষ্টির মধ্যে ভালর সঙ্গে সঙ্গে মন্দও দেখিতে পান। ইহাতে জ্ঞানীলোক শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়া দুষিয়া থাকেন যে, তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তিনি সমস্ত ভাল না করিয়া সৃষ্টির মধ্যে মন্দ কেন আনিলেন? শ্রীকালাচাঁদ এই প্রশ্নের এই উত্তর করিতেছেন— যে, "পূর্ণ বিমল কেবল আমি, আমি আমাকে সৃষ্টি করিতে পারি না। জীব অপূর্ণ ও মলিন, ক্রমে পূর্ণ ও বিমল হয়। তাহার যে টুকু অপূর্ণ সেই টুকু মন্দ। সুতরাং মন্দশূন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীব হইতেই পারে না।"

৬৬—৬২৫ বিয়োগ সংযোগ ইত্যাদি। যাঁহারা সৃষ্টিকে দোষ দিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই টুকু দোষ বলেন যে, টুকু অভাব। সেই অভাব পূরণকে পরিবর্দ্ধন বলে। যদি অভাব না থাকে, তাহা হইলে পূরণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধন হইতে পারে না। যদি জীবের পরিবর্দ্ধন না হইল, তবে তাহার মরণ বাঁচন সমান হইল। যদি বল যে, ভগবান কেন জীবকে একেবারেই পূর্ণ করিয়া সৃজন করিলেন না? কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পূর্ণ কেবল এক শ্রীভগবান, এবং তিনি আপনার ন্যায় আর এক জনকে সৃজন করিতে পারেন না।

৬৭—৬৪৩ যে টুকু হইবে ইত্যাদি। যথা, ক্ষুধায় যত খানি দুঃখ ভোজনে তত খানি সুখ।

৬৮—৬৫৯ যাহার বিয়োগ ইত্যাদি। জীবের প্রধান আশী-র্ব্বাদ প্রীতি। বিয়োগ ব্যতীত প্রীতি বৃদ্ধি পায় না, বরং কালে লয় হইয়া যায়।

৭০—৬৯৭ বন্ধন ছিড়িতে ইত্যাদি। এখানে রসিকশেখর বলিতেছেন যে, মায়া বন্ধন ছেদন কর, অর্থাৎ মনের যত রমণীয় ভাব ধ্বংশ কর, করিয়া ভজন কর। অর্থাৎ যে সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন।

৭১—৭০৯ জীবের সৌভাগ্যে ইত্যাদি। শ্রীরসিকশেখর বলিতে-ছেন, জীবের সুখের লাগি প্রীতি-বন্ধন সৃজন করিয়াছি। বিয়োগ দেখিলে তোমরা দুঃখ পাও, কিন্তু বিয়োগ কেবল প্রীতি বাড়াইবার জন্য। তবে মৃত্যু? কিন্তু হে অবোধ জীব! তোমরা আমাকে কেন এত পাষণ্ড ভাব যে, আমি মাতাকে পুত্র স্নেহ দিয়া তাহাকে পুত্রশোক দিব? যে মাতা পুত্র হারাইয়াছে, সে অবশ্য পরকালে তাহাকে পাইবে।

দ্বিতীয় সখী—কাঙ্গালিনী।

ই'নি বিশুদ্ধ দাস্যরসে শ্রীভগবানকে ভজন করেন।

৭৮—২১ দর্পণ মাজিনু ইত্যাদি। যত আত্মার মলিনতা দূর হয়, ততই আপনার দোষ দেখা যায়।

৭৯—৩৩ অন্যে দুঃখ দিতে ইত্যাদি। অন্যকে কষ্ট দিতে হইলে অগ্রে আপনার অনিষ্ট করিতে হয়। এইরূপে জীব আপনার আত্মাকে কুৎসিত করিয়া থাকে।

৮০—৬৯ হঙ্গুর মাখিয়া ইত্যাদি। অন্তরে সাধু ভাব নাই, অথচ সাধুর ভান করা। অর্থাৎ সাধু ভাব ধরিয়া আপনাকে সান্তনা, কি অন্তরের মালিন্য গোপন করা।

৮১—৮৭ যমুনায় নিতি। শ্রীযমুনা ভক্তি-স্বরূপা। সেখানে স্নান করিলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, পরিশেষে শ্রীহরি উদয় হয়েন।

৮২—১০৪ করযোড়ে বলি আমি ইত্যাদি। এই কথা শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীপ্রভু গৌরাঙ্গকে বলিয়াছিলেন।

৮৬—৬৬ বলে বলরাম দাসে ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে কাঙ্গালিনীকে রহস্য করিয়া বলিতেছেন যে, "হে ভক্তি-স্বরূপিণি সখি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।"

৮৬—১৬৮ "রঙ্গিণী কহিছে মধুর হাসিয়া" ইত্যাদি। শাস্ত্র-জ্ঞানী চিরকালই ভক্তিকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। যে যে কারণে ভক্তিকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, রঙ্গিণী সে সব গুলি বিবরিয়া বলিতেছেন। কাঙ্গালিনী তাহার যে সুন্দর উত্তর দিতেছেন, তাহা পড়িয়া কে না মুগ্ধ হইবে?

৯৬—৩৬২ জীব হিত লাগি ইত্যাদি। মনুষ্যের মনের যে সাধ, উহা উদয় হইবা মাত্র যদি মিটাইতে পারে, তবে সাধের ক্ষয় হইয়া যায়। যাহার সমুদায় সাধের ক্ষয় হইয়া গেল, তাহার মরণ বাঁচন সমান। এমন কি, শ্রীভগবানকেও যদি ডাকিবা মাত্র পাওয়া যায়, তবে তিনিও নীরস হইয়া যান। শ্রীভগবান অতি দুর্ল্লভ, এই তাঁহার

মিষ্টতার এক কারণ। ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ লোক এই কাঙ্গালিনীর অনুগত।

তৃতীয় সখী—কুলবালা।

ইহাঁর ভজন প্রেম ও ভক্তি মিশ্রিত। যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি লাঘব হইয়া যায়। অর্থাৎ তিনি অতি বৃহৎ বস্তু, দুরারাধ্য, এ জ্ঞান থাকে না।

৯৭—১ শৈশবে বিবাহ ইত্যাদি। শ্রীভগবান আছেন এ জ্ঞান স্বভাবতঃ উদয় হয়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ও জীবের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ হইতে পারে কি না, তাহা বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্যে জানিতে পারেন না। লোকে তাঁহাকে দয়াময় বলেন বটে, কিন্তু সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে, তাঁহাকেযেমন দয়াময় তেমনি নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

৯৭—৩ যৌবন অঙ্কুরে ইত্যাদি। মনুষ্য মাত্রই জীবনের কোন না কোন সময় শ্রীভগবানের দিকে আকৃষ্ট হন। তখন শ্রীভগবানকে পাইবার আকিঞ্চন হয়। ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। এই আকিঞ্চন যিনি পরিবর্দ্ধন করেন, তিনি ভাগ্যবান। কিন্তু বহুতর লোকে বিষয় ঝঞ্ঝাটে এই আকিঞ্চন অঙ্কুরেতেই নষ্ট করিয়া ফেলেন।

৯৮—১৯ বিবিধ প্রক্রিয়া ইত্যাদি। মন্ত্র যোগ যাগ ইত্যাদি।

১০১—৭৫ জ্ঞান যবে হবে ইত্যাদি। অনেক জ্ঞানী লোকে বলেন, "শ্রীভগবানও যিনি, আমিও তিনি, সুতরাং তাঁহাকে ভজনা করা নিষ্প্রয়োজন।"

১০২—১০১ তড়িতের মত ইত্যাদি। এই সখীর কাহিনী পড়িলে বোধহয় যেন গ্রন্থকার তাঁহার নিজের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবনে যে যে ঘটনা হয়, তাহা কুলকামিনীর কাহিনীতে বর্ণিত আছে। তড়িতের মত ইত্যাদি যে কাহিনী বলিয়াছেন, ইহা তিনি স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন।

স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ।

১০৪—১৪৪ দু ছত্র মাঝারে ইত্যাদি। এই গ্রন্থ গুলি পড়িয়া প্রথম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, শেষে পড়িতে পড়িতে বুঝিলেন যে, এ সমুদায় তাঁহার স্বামীর অর্থাৎ শ্রীভগবানের কাণ্ড।

১০৫—১৪৬ নব অঙ্গে মোর ইত্যাদি। অর্থাৎ নববিধ ভক্তি।

১০৫—১৫০ সীঁথায় সিন্দুর। গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা।

১০৬—১৭৬ "তেমন হইব যেমন হইবে।" গীতায় আছে, শ্রী-ভগবান বলিতেছেন, আমাকে যে যেমন ভজন করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজন করি।

১০৮—২০০ পতি নাহি চাহি ইত্যাদি। যাহারা মলিন তাহারা তাহাদের উপাস্য বস্তু সাধনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্তি হয় প্রেত। নির্ম্মল শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে নিজের নির্ম্মল হইতে হয়।

১১২—২৮০ এলো কোন জন ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীভগবানের কিরূপ প্রকৃতি ও তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ সম্ভব কি না, ইহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয়

করা যায় না। রসিকশেখর শ্রীভগবান জীবকে এমনি ধান্ধায় ফেলিয়াছেন যে, তিনি ভাল কি মন্দ, এবং জীব মরিয়া গেলে তাহাদের কি গতি হইবে, মনুষ্য শুধু বুদ্ধির চালনায় ইহার কিছুই জানিতে পারে না। সেই জন্য শ্রীভগবান কৃপার্ত্ত হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সংবাদ জীবের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। তাই যীশুখৃষ্ট "সুসমাচার" আনিয়াছিলেন। তাহাই মুসলমানগণ মহম্মদকে "রসুল" বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ মহম্মদ শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছিলেন। এ স্থানে কুলকামিনীর স্বামীর পত্র যিনি আনিলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ।

১১৫—৩৩০ "কোন নিজ জনে বাসিতাম ভাল" ইত্যাদি। অর্থাৎ গ্রন্থকার এখানে কোন প্রিয়জন বিয়োগের কথা বলিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি গ্রন্থকার নিজের জীবন হইতে কুলকামিনীর কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন।

১১৬—৩৬২ "আবার কখন ধরে মোর করে।" অর্থাৎ কখন কখন মনে উদয় হয় যে, এই শ্রীগৌরাঙ্গ, ইনি কি ভগবান ?

১১৭—৩৬৮ স্বামী নিরুদ্দেশ। সে জন অর্থাৎ যিনি কুলকামিনীর নিকট আসিয়াছেন।

১২৪—৪৯৭ আছে কি না আছে ইত্যাদি। শ্রীভগবান আছেন কি না আছেন, এই অসার তর্ক লইয়াই জীবন কাটাইলাম, একদিন ও ভজন করিলাম না।

১০৬—১৭২ হইতে ১৮৩ পংক্তি। যাইতে না পারি ইত্যাদি। শ্রীভগবান পত্র দ্বারা এই কয়েকটী উপদেশ দিতেছেন, (১) অবতার দ্বারা আমার সংবাদ পাঠাইয়া থাকি; (২) অলঙ্কার অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য (সিদ্ধি) চাও তাহা পাঠাইব; (৩) কিন্তু আমাকে যদি চাও তাহাও পাইবে; (৪) গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন, "আমাকে যে যেমন ভজন করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজন করি," অর্থাৎ ভগবানকে যিনি যেরূপে চান, তিনি তাঁহার নিকট সেইরূপে উদয় হন। (৫) যিনি সরল ভাবে শ্রীভগবানকে দেখিতে ব্যাকুল হন, তিনি তাহাকে দেখা দেন। (৬) জীব মাত্রেরই এক সময় পূর্ব্ব-রাগ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি পীরিতি হয়, কিন্তু জীবের দুর্ম্মতি ক্রমে সেই অনুরাগ অন্তর্হিত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ লুপ্ত হয়!

চতুর্থ সখী—প্রেম তরঙ্গিণী।

[illegible]ম-তরঙ্গিণী বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানকে ভজনা [illegible]রন। এই কাহিনীটি শ্রীপাদ গোস্বামীগণের নির্ণীত মত অনুসারে লিখিত হইয়াছে। এই সখী মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

১৩৪—১৫৪ এ বাড়ি আমার নয় ইত্যাদি। তরঙ্গিণীর তখন নব বিবাহিতা রমণীর ভাব হইয়াছে। বিবাহিতা রমণী একটু বয়স্কা হইলেই জানিতে পারেন যে, তাহার পিতা মাতা ভাই ভগ্নী যদিও নিজ জন, কিন্তু তাহাদের বাড়ি তাহার নিজের বাড়ি নয়।

১৩৬—১৮৯ তাঁহারে ভজিবে কান্দিতে হইবে ইত্যাদি। শ্রীভগবানের ভজনের প্রধান উপকরণ নয়ন-জল।

১৪০—২৭৩ এমন করুণ স্বরে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ ভজনেতে যে আনন্দ উঠে, তাহাতে হৃদয়রোগ ও কাম রোগ, এই উভয় রোগই নষ্ট হইয়া যায়।

১৪১—২৮৩ কাত্যায়নী ঠাঁই ইত্যাদি। মা কাত্যায়নী বরদায়িনী দেবী; কিন্তু বৈষ্ণবগণের নিষ্কাম ভজন। মা কালীর নিকট তাঁহাদের চাহিবার কিছুই নাই। তাই তাঁহার নিকট কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিয়া লয়েন।

১৪৩—৩২১ মুকুটে যে ফুল ইত্যাদি। দেব দেবীর শ্রীবিগ্রহ কথা কহেন না। তবে ভক্তদিগকে যখন বর দান করিয়া থাকেন, তখন ঐরূপ করিয়া, হস্তের কি মুকুটের ফুল দিয়া, প্রসন্নতা প্রকাশ করেন।

১৪৬—৩৯৫ মলিন বদন ইত্যাদি। হে ভক্ত! প্রেম-তরঙ্গিণী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা মনে করিয়া শ্রীভগবানের মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, এই চিত্রটী হৃদয়ে ধ্যান কর।

১৫০—৪৭৩ হবে রসাভাস ইত্যাদি। শ্রীহরি ঐশ্বর্য্য সম্বলিত, শ্রীকালাচাঁদ বিশুদ্ধ রস সম্বলিত। ইঁহার ভজনা শুধু রস দ্বারা করিতে হয়, সুতরাং এই রস যদি পবিত্র না হয়, তবে তাঁহার ভজনা হয় না, বরং তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়া হয়। মনে ভাবুন, কোন সঙ্গীতপ্রিয় মানবকে সঙ্গীত দ্বারা পূজা করিতে হইবে। গায়কের নানাবিধ গুণ আছে, কিন্তু তাল-বোধ কি রাগ-

রোধ নাই। তিনি গীত গাইতে যদি তাল কাটিয়া ফেলেন তবে শ্রোতার সুখ না হইয়া দুঃখ হয়।

১৫২—৫০৩ যাহা বাস ভাল ইত্যাদি। সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের দ্বারা আমরা সংসার পাতাইয়া থাকি। এই সংসার গঠন দ্বারা, শ্রীভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, মনুষ্য তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

১৫৪—৫৪৭ শূন্য তু হৃদয় ইত্যাদি। যাঁহারা আবেশ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের হৃদয় শূন্য রাখিতে হইবে। হৃদয়ের মধ্যে নানাবিধ আবর্জ্জনা থাকিলে, উহাতে ভাল ভাব কি কোন দেবের আবেশ প্রবেশ করিতে পারে না। হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়, তবে শ্রীভগবান স্বয়ং উহাতে উদয় হইতে পারেন। হৃদয় যখন শূন্য থাকে, তখনই দেবতা কি অপদেবতা হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

১৫৫—৫৫৭ আমারে ভজিবি কেবল কাঁদিবি ইত্যাদি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনের প্রধান সহায় নয়ন-জল। কখন আনন্দে নয়ন-জল পড়ে, কখন বা দুঃখে অশ্রু নির্গত হয়। যে কারণেই নয়ন-জল পড়ুক, নয়ন-জল পড়িলেই আত্মা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মল হয়।

১৫৫—৫৫৯ বিপিনে বেড়াই, মায়াগন্ধ নাই ইত্যাদি। যাঁহারা শ্রীভগবানকে মায়া-দয়া বিহীন বলেন, অর্থাৎ যাঁহারা বলেন যে শ্রীভগবানের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

১৫৭—৫৮৯ কহিবারে গেল, নীরব হইল ইত্যাদি। শ্রীভগবান

স্বীয় গুণ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতে যাইয়া লজ্জা পাইয়া নীরব হইলেন।

১৬০—৬৪৯ দূর গন্ধে যার ভৃঙ্গ মাতোয়ার। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গের সৌরভে ভৃঙ্গগণ উন্মত্ত হয়। সেখানে এই সখী ভগবৎ প্রেমে আগে হইতে উন্মত্ত, সুতরাং ইনি যে গন্ধ পাইয়া কিরূপ উন্মত্ত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত।

১৬১—৬৭৯ নিঠুর কঠিন নিপট কি সে নটবর ইত্যাদি। সৃষ্টির প্রক্রিয়া দ্বারা গ্রন্থকার শ্রীভগবানকে আঁকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, যে শ্রীভগবান স্ত্রীলোককে লজ্জা ও সতীত্ব ধর্ম্ম দিয়াছেন, মনুষ্যকে মধুর হাসি ও চুম্বন আলিঙ্গন দ্বারা প্রীতি সম্ভাষণ দিয়াছেন, তিনি কখনও নীরস ও নির্ম্মোহ হইতে পারেন না।

পঞ্চম সখী—সজল-নয়না।

এ সখীর শ্রিকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে। যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়, তাঁহার প্রধান সম্বল নয়ন-জল। তাই ইহাঁর নাম সজল-নয়না। জীব শ্রীভগবানকে যেরূপে ভজনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে এই সখীর যে ঠাকুর তিনি সজল-নয়ন। শ্রীভগবান যে বিরলে বসিয়া রোদন করিতেছেন, এ অপরূপ দৃশ্য যিনি ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহার আর আনন্দের অবধি নাই।

১৬৬—৩৬ তাই কি কাঁদিছ বঁধু ইত্যাদি। শ্রীকালাচাঁদের রোদন দেখিয়া সজল-নয়না ভাবিতেছেন যে, অবশ্য তিনি কোন কারণে তাঁহার বঁধুকে দুঃখ দিয়াছেন, তাই তিনি কাঁদিতেছেন।

১৬৭—৫৭ করুণার জলে ইত্যাদি। অর্থাৎ কারুণ্য রস। এই ভাব প্রকাশক ইংরাজি কথা "pathos."

১৬৮—৮৫ কিসের লাগিয়া আমারে ভজহ ইত্যাদি। এই প্রশ্ন লইয়া জগত চিরদিন বিমোহিত। অনেকে অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে ধারণা করিতে পারেন না যে, শ্রীভগবান এত দয়ালু ও আমাদের এরূপ বন্ধু যে, তিনি মনুষ্য সমাজে তাহাদের উপকারের জন্য বিচরণ করিবেন। শ্রীভগবান ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা চূড়ান্ত।

১৭৪—১৮৩ ননীর পুতলি আমার পালিত। এই যে শ্রীভগবানের মনোহর ক্ষোভোক্তি, ইহা যিনি একবার মনে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি জগতের কোন দুঃখই গ্রাহ্য করেন না।

১৭৫—১৯৩ শুন প্রাণেশ্বর ভক্তি দেহ বর ইত্যাদি। যাঁহারা প্রেম ভজনা করেন, তাঁহাদের চিরদিন "ভক্তি হইল না" বলিয়া মনে ক্ষোভ।

১৭৬—২২০ দাসী ভিক্ষা মাগে ইত্যাদি। শ্রীবৃন্দাবনে যে তরুরাজি ... সকলেই কল্পতরু, তাহাদের কাছে

যাহা চাও তাই পাওয়া যায়, কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না।

১৮২—৩২৫ ছিলাম গম্ভীর ইত্যাদি। কৃষ্ণ প্রেম কি ভক্তি উদয় হইলে অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিও শিশুর ন্যায় চঞ্চল হয়েন। ভক্তি উদয় হইলে যিনি অতি বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, পণ্ডিত, তিনিও দুই হস্ত তুলিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন।

১৮৪—৩৬৪ নয়নের জল জাহ্নবী যমুনা ইত্যাদি। জীবের পক্ষে নয়নের জল শ্রীভগবানের অতি প্রধান আশীর্ব্বাদ। ইহাতে আত্মার তাপ ও মলিনতা দূর করে। যমুনায় স্নানে ভক্তির উদয় হয়, জাহ্নবী স্নানে পতিত উদ্ধার হয়। নয়ন-জলে এই উভয় কার্য্যই সাধনা হয়।

সকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন।

১৮৬—২৭ উপবাস করি ইত্যাদি। ভজন দুই প্রকার। বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। যাহারা বিধির অনুগত, তাঁহারা অতি কঠোররূপে নানাবিধ বিধি পালন করেন। এই সাধু বিধির দাস। সখীগণের অনুরাগা ভজন। ইহারা বিধি পালন করিতে পারেন না। বিধি ইহাদের ভাল লাগে না। যেমন জল নদীর গর্ভ দিয়া যাইয়া থাকে, কিন্তু বন্যা আইলে সে বঙ্কিম পথ ছাড়িয়া তীর অতিক্রম করিয়া চলে।

১৯১—১০১ তোমরা পুরুষ ইত্যাদি। যাঁহারা আপনার শক্তিতে শ্রী ভগবানকে পাইবেন আশা করেন, তাঁহাদিগকে

পুরুষ বলা যায়। সখীগণ স্ত্রীলোক, যেহেতু তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর শ্রীকৃষ্ণের উপর।

১৯৫—১৮৩ কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহরা ইত্যাদি। শ্রীভগবান পুরুষ-প্রকৃতিরূপে একত্র বিরাজ করেন, এই প্রকৃতি অংশ রাধা। ইনি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ কেহ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অংশ পুরুষ, মাধুর্য্য অংশ প্রকৃতি। পুরুষ এক শ্রীকৃষ্ণ, আর জীবমাত্র তাঁহার সৃষ্টি বলিয়া প্রকৃতি। শ্রীরাধা শ্রীভগবানের প্রকৃতি অংশ। অতএব জীবগণ ও শ্রীমতী রাধা এ হিসাবে এক জাতীয়। তাই জীব ও শ্রীভগবানের মধ্যবর্ত্তিনী শ্রীমতী রাধা। এই রাধা ব্যতীত শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। এ বিষয় পরে বিচার্য্য।

১৯৭—২০৬ যত আত্মারাম ইত্যাদি। যাঁহারা তেজ উপাসনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, তাঁহারা আত্মারাম, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহাদের আত্মায় ও পরম আত্মায় রমণ করান। কিন্তু তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করেন, তবে তাঁহারা সেই রমণ সুখকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আসক্ত হয়েন।

১৯৭—২১২ দক্ষিণ হইতে ইত্যাদি। ভক্তি-ধর্ম্ম দক্ষিণ দেশ হইতে উদয় হইয়াছেন।

১৯৯—২৫০ ধীরে ধীরে শ্যাম ইত্যাদি। সখীগণ সকলে কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কাজেই তিনি সখীদের অবস্থায় পতিত হইয়া জব্দ হইতেছেন।

১৯৯—২৫৫ মোদের ঝিয়ারি ইত্যাদি। জীব ও শ্রীমতী রাধা এক জাতীয়। তাই শ্রীরাধা জীবগণের ঝি অর্থাৎ কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কুটুম্ব হইলেন। এত দিন তিনি স্বেচ্ছাময় ছিলেন, তাঁহাদের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জীবগণ শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুটু-ম্বিতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন।

২০০—২৬৮ সখী বলে বঁধু ইত্যাদি। প্রেমের শক্তিতে শ্রীকালা-চাঁদ এখন বশীভূত হইয়াছেন।

২০৪—৩৪০ সখীর চরম ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে ছিল যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌর অবতার হইতে জীবগণ ধর্ম্মের আরো নিগূঢ় শিখিলেন। সে এই যে, সখীদের কাম গন্ধ নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের নিস্বার্থ ভজন। তাঁহারা রাধা ও কৃষ্ণে একত্র করান এই মাত্র, এবং এই রাধা-কৃষ্ণ মিলন তাঁহাদের সুখের সীমা।

২০৪—৩৪৯ ত্রিভুবন শীতল হ'ল ইত্যাদি। সুর ও ভাব সামঞ্জস্য করিয়া মিলনের গীত সৃষ্টি করা যার তার সাধ্য নয়। এমন কি, মিলনের গীত দুই তিনটীর অধিক নাই। গ্রন্থকার নূতন আর একটি গীত এই করিলেন। এই গানটি এত মধুর যে শুনিলে বোধ হয় যে, ইহা গোলকচ্যুত ধন।

২০৫—৩৬৩ জগত সুন্দর ইত্যাদি। জগতে যত সুন্দর দ্রব্য সেই সমস্ত দ্বারা বৃন্দাবন গঠিত। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন চিন্ময় স্থান, অতএব জড় জগতের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রাণ দিয়া বৃন্দাবন সৃষ্টি হইয়াছে। মনে ভাবুন চিনি

ও ধূলা। চিনি সুন্দর বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আছে, ধূলা নাই। কিন্তু চিনি জড় পদার্থ। চিন্ময় বৃন্দাবনে উহা কিরূপে থাকিবে। তাই চিন্ময় বৃন্দাবনে জড় চিনি নাই, উহার আস্বাদ আছে। এখানে যেমন চিনি আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর অথচ উহার আস্বাদ নয়ন গোচর নহে, তেমনি চিন্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় বৃন্দাবনবাসীগণের চিনির আস্বাদ তাঁহাদের ইন্দ্রিয় গোচর।

২০৬—৩৭৯ বনাধিকারি ইত্যাদি। এই বৃন্দাবনের শাসনকর্ত্তা হইতেছেন রাগ, অর্থাৎ অনুরাগ, কি প্রীতি। আর যত বৃত্তি সকলই ইহার অধীন।

২০৮—৪১৫ ভাগবত লীলা ইত্যাদি। শ্রীভগবানের লীলাকে গ্রন্থকার স্বর্ণের থালা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই থালায় সমুদায় আস্বাদের বস্তু রহিয়াছে।

২০৮—৪২০ ভক্তি আর প্রেম ইত্যাদি। ভক্তি ও প্রেমকে গ্রন্থকার সুরার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেরূপ ক্ষুধা উদ্রেক ও আস্বাদ শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত অসুরে মদ্যপান করিয়া থাকে, তেমনি শ্রীবৃন্দাবনের ভোগ্য বস্তু আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে ভক্তি কি প্রেম রূপ মদ্য পান করিতে হয়।

২০৯—৪৩৩ রূপ সরোবর ইত্যাদি। আমরা যাহাকে রূপ বলি, বৃন্দাবনে তাহার সরোবর রহিয়াছে। কারণ বৃন্দাবনে উহা জড় পদার্থ। গোপী উহা ঘটিতে বাটিতে পুরিয়া নয়ন দিয়া আস্বাদ করেন।

১০৯—৪৩৭ বায়ুর কটোরা ইত্যাদি। আমরা যে সুগন্ধ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা বৃন্দবনবাসীদিগের নিকট জড়পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয় গোচর।

২১০—৪৫৭ সকল অঙ্গেতে ইত্যাদি। শ্রীকালাচাঁদকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে সেবা করিতে হয়, তাহা তিনি স্বয়ং করিয়া সখীগণকে দেখাইতেছেন।

২১২—৪৮৩ চৌষট্টি রঙ্গিণী ইত্যাদি। অর্থাৎ চৌষট্টি রস। ইহারা সকলেই শ্রীবৃন্দাবনে দেহধারী। ইহাদের সকলের কর্ত্তা রাগ।

২১২—৪৮৫ শ্যাম কহে ইত্যাদি। আমাদের হৃদয়-মন্দিরে কবিতার যে ভাব গুলি খেলা করেন, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে মূর্ত্তিমন্ত।

২১৩—৫০৮ সকল দ্রব্যের ইত্যাদি। শ্রীবৃন্দাবনে নিমিষে নিমিষে এক দ্রব্যের নূতন নূতন রূপ দেখা যায়। ঐরূপ প্রতিগ্রাসে এক দ্রব্যের নূতন নূতন আস্বাদ হয়।

২১৪—৫৩২ তু দুহাঁরে লয়ে ইত্যাদি। শ্রীভগবদ্দর্শন অতি অসম্ভব ব্যাপার, তাই জীবে তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন করেন। মনুষ্য কেবল মনুষ্যের লীলা খেলা জানে, শ্রীভগবানের সহিত তাহাদের সঙ্গ করিতে হইলে শ্রীভগবানের মনুষ্যের খেলা খেলিতে হয়। শ্রীভগবানের সহিত খেলা অসম্ভব, তাই ধ্যানে মনুষ্য সেই খেলা খেলিয়া থাকেন। খেলিতে খেলিতে সেই ধ্যান পুষ্ট হয়, মন নির্ম্মল, ও বৃন্দাবনের আনন্দ উদয় হয়। সুন্দর ও সুন্দরী লইয়া গল্প

বর্ণিত হইয়া থাকে। সে সব গল্প পড়িয়া লোকে আনন্দ পায় ও পবিত্র হয়। শ্রীবৃন্দাবনে সুন্দর সুন্দরী শ্রীভগবান ও তাঁহার প্রকৃতি শ্রীরাধা। এই রাধা-কৃষ্ণ লীলা আস্বাদ করিলে জীব অনায়াসে প্রেম-ধন পাইবেন। শ্রীভগবান বর দিতেছেন যে, তোমরা হৃদয়ে আমার লীলা রচনা করিয়া আস্বাদ করিতে থাকিলে, আমি ও রাধা সেখানে উপস্থিত থাকিব।

২১৭—৫৮৫ সবে পূজিবারে ইত্যাদি। শ্রীভগবানকে সকলে পূজা করিতে পারে, কিন্তু যিনি ভক্তকে পূজা করেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যেহেতু তিনি অতি দীন। অতএব ভক্তের পূজা শ্রীভগবানের পূজা হইতেও বড়।

২১৭—৫৯১ দরিদ্র কাঙ্গালে ইত্যাদি। যাঁহারা যোগ প্রভৃতি অভ্যাস করেন, তাঁহারা বড় লোক, আপন শক্তিতে ভব সাগর পার হয়েন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবান-পিতার কোলে উঠিয়া পার হয়েন।

২১৯—৬২৭ ভয়ঙ্কর ভাবি ইত্যাদি। শ্রীবৈষ্ণবগণ ব্যতীত সকলেই শ্রীভগবানকে কিছু না কিছু ভয়ঙ্কর রূপ দিয়াছেন।

২২০—৬৩৪ তাহে অবতার ইত্যাদি। যখন শ্রীভগবান সকলের পিতা, তখন অবতার সর্ব্বদেশেই হওয়া উচিত। গীতাও তাই বলিতেছেন।

২২০—৬৪১ অন্য কাজ মোর ইত্যাদি। শ্রীগৌর অবতারে প্রথমে ব্রজের নিগূঢ় রস এই জীবের নিকট বিত-

রিত হয়। পূর্ব্বে এই নিগূঢ় রস কখন অর্পিত হয় নাই। প্রীতিই শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান আশীর্ব্বাদ। অতএব প্রীতির নিকট স্বয়ং শ্রীভগবান পরাস্ত তহা যিনি শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি শ্রীভগবানের অংশ হইতে পারেন না, তিনি অবশ্য পূর্ণ। এ কথা মনে করিতে হইবে, যে অবতার দুই প্রকার, পূর্ণ ও আংশিক। আংশিক কেন, না, তাহাতে পূর্ণ-প্রেম নাই।

২২০—৬৪৬ তোর প্রেম ঋণে ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান শ্রীরাধার প্রেমে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই বর দিলেন যে, নবদ্বীপে শ্রীগৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণে হরি নাম দিয়া তিনি তাঁহার ঋণ হইতে খালাস হইবেন।

সাধুর সপ্ন ভঙ্গ।

২২১—৬ কি হবে লাভ ইত্যাদি। অনেকে কতক গুলি বাক্য শিখিয়া ভাবেন যে তাহাদের সমুদায় কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। এই কথা গুলি তাহা-দিগকে কটাক্ষ করিয়া বলা হইতেছে।

২২২—২৬ ভুলাতে আইলে ইত্যাদি। যাঁহারা ভগবানের সুধু তেজ দেখিয়া মনে ভাবেন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারা প্রকৃত ধনে বঞ্চিত। কারণ তেজের মধ্যে যে একটী প্রাণ-আহ্লাদ কর মূর্ত্তি আছেন, তাহা তাঁহারা দেখেন না।

২২৩—৪৫ যাহা ইচ্ছা হও ইত্যাদি। যাঁহারা বর-প্রার্থী, তাঁহা-দের পক্ষে ভগবান সাকার কি নিরকার, যাহাই হউন, কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

২২৬—৯৩ তুমি ত সম্মুখে ইত্যাদি। শ্রীভগবানের যদি ভক্তের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহা হইলে তাঁহার নিকট কেবল বর মাগিতে কোন ভক্তের প্রবৃত্তি হইবে

২২৭—১১৪ তবে এত দিনে ইত্যাদি। পাঠক [illegible]ন যে শুধু ভগবান জীবকে স্থষ্টি করিয়াছেন [illegible], জীবও ভগবানকে স্থষ্টি করিয়াছেন; আরো দেখিতেছেন যে, গ্রন্থকার মধুর প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্য প্রেমে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছেন। ইহার কারণ ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, বাৎসল্য প্রেম গ্রন্থের মধ্যে কোথাও বর্ণিত নাই, সেইটী এখানে বর্ণনা করিতেছেন। আর বাৎসল্য প্রেম যেরূপ সহজেই বুঝান যায়, এরূপ মধুর প্রেম নয়।

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, প্রভুর প্রতি তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসা। যুধিষ্ঠির কাল্পনিক নরক দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'স্বর্গ-সুখে আমার কাজ নাই, নরকে আমি সহোদরদিগের সহিত [illegible] করিব।" গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "শ্রীগৌরাঙ্গ যদি পড়ে [illegible]ান, আমিও তাঁহার সঙ্গে পতিত হইব।" ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তোমার ভয় কি? আমি দাদা বিশ্বরূপের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" গ্রন্থকারের গুরু-দত্ত নাম বলরাম দাস। শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম অবতার। আবার শ্রীগৌরাঙ্গের দাদা পাণ্ডারপুরে যখন দেহ রক্ষা করেন, তখন তাঁহার সমস্ত তেজ নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিয়া যান।

...। ...মুখে ইত্যাদি। শ্রীভগবান যদি ভক্তের
শ্রীবি... ...পস্থিত হন, তাঁহা হইলে তাঁহার নিকট কেবল
প্রীতির ...াগিতে কোন ভক্তের প্রবৃত্তি হইবে না।

শিক্ষা ...বে এত দিনে ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন যে,
...গবান জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন এমত নয়, জীবও
ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আরো দেখিতেছেন যে,
গ্রন্থকার মধুর প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্য
প্রেমে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছেন। ইহার কারণ
ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, বাৎসল্য প্রেম গ্রন্থের মধ্যে
কোথাও বর্ণিত নাই, সেইটি এখানে বর্ণনা
করিতেছেন। আর বাৎসল্য প্রেম যেরূপ সহজেই
বুঝান যায়, এরূপ মধুর প্রেম নয়।

গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, প্রভুর প্রতি তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসা। যুধিষ্ঠির কাল্পনিক নরক দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "স্বর্গসুখে আমার কাজ নাই, নরকে ... সহিত বাস করিব।" গ্রন্থকার বলিতেছেন ... যান আ... তাঁহার স... পতিত হইব।" ...ধু হাসিয়া উত্তর করিলেন ...মার ... বিশ্বরূপে... ...করিলাম, রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ...কারের গুরু-দত্ত নাম ...দাস। শ্রীনিত্যানন্দ বলরা... ...র। আবার শ্রীগৌরাঙ্গের দাদা পাণ্ডারপুরে য...ন ...রক্ষা করেন, তখন তাঁহার সমস্ত তেজ নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিয়া যান।